রাঁচি, বুধবার

27:09:2023

web : www.rashtriyakhabar.com

বাংলা দৈনিক
জাতীয় খবর
JATIO KHOBOR
BANGLA DAINIK

08

Page >> 8 Rate >> 3 Rupee >> Year >> 03 Vol >>339 >>09 Ashwin 1430 >> epaper.rashtriyakhabar.com পৃষ্ঠা >> ০৮ মূল্য >> ৩ টাকা বর্ষ >> ০৩ অংক >> ৩৩৯ >> << ০৯ই, আশ্বিন ১৪৩০>>

ফিলিপাইন দক্ষিণ চীন সাগরের লেগুনে চীনের ভাসমান ব্যারিয়ার অপসারণের ঘোষণা দিয়েছে

ফিলিপাইন ঃ সোমবার ফিলিপাইন বলেছে, তারা একটি ভাসমান ব্যারিয়ার অপসারণ করতে কাজ করবে। এটি ফিলিপাইনের মাছ ধরার জাহাজগুলোকে বিতর্কিত দক্ষিণ চীন সাগরের লেগুনে প্রবেশ করতে বাধা দিতে চীন স্থাপন করেছিল। ফিলিপাইনের জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা এদুয়ার্দো আনো এক বিবৃতিতে বলেন, গণপ্রজাতন্ত্রী চীনের দ্বারা স্থাপিত একটি ব্যারিয়ার আমাদের জেলেদের ঐতিহ্যগত মাছ ধরার অধিকারকে লঙ্ঘন করে। ফিলিপাইনের উপকূলরক্ষীরা বলেছে, শুক্রবার স্কারবোরো শোল এলাকায় স্থাপিত ব্যারিয়ার ফিলিপিনো জেলেদের তাদের জীবিকা থেকে বঞ্চিত করছে। চীনের পররাষ্ট্র মন্ত্রকের মুখপাত্র ওয়াং ওয়েনবিন বলেন, বিতর্কিত জলসীমা চীনের ভূখণ্ড। চীন ২০১২ সালে ফিলিপাইনের কাছ থেকে স্কারবোরো শোলের নিয়ন্ত্রণ কেড়ে নেয় এবং বেশিরভাগ সম্পদ সমৃদ্ধ দক্ষিণ চীন সাগরের ওপর সার্বভৌমত্ব দাবি করে। অন্যান্য দাবিদারদের মধ্যে রয়েছে ব্রুনাই, মালয়েশিয়া, ফিলিপাইন, তাইওয়ান এবং ভিয়েতনাম।

বাজার দর

SENSEX : 65945.47 -78.22
NIFTY : 19664.70 -9.85

রাঁচি PARA UPDATE

সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন
29.00 °c	23.00 °c

সূর্যাস্ত (আজ) >> 17 .40 টা
সূর্যোদয় (কাল) >> 05 .38 টা

গহনার বাজার

সোনা (বিক্রী) 56,850 টাকা./10 গ্রাম
সোনা (ক্রয়) 59,690 টাকা./10 গ্রাম
রুপা >> 82,000 টাকা./কিলো

বন্যার পরে দেরনার মেয়র এবং কিছু কর্মকর্তাকে আটক করা হয়েছে ঃলিবিয়া

লিবিয়াঃ সোমবার লিবিয়ার অ্যাটর্নি জেনারেলের কার্যালয় জানিয়েছে, লিবিয়ায় পূর্বাঞ্চলীয় শহর দুই সপ্তাহ আগে শহরের বাঁধ ভেঙে পড়ার বিষয়ে অব্যবস্থাপনা এবং অবহেলার অভিযোগে কিছু কর্মকর্তার সাথে দেরনার মেয়রকে আটক করা হয়েছিল। রাজধানী ত্রিপোলিতে অবস্থিত অ্যাটর্নি জেনারেলের কার্যালয় বলেছে, এটি ঝড়ে বাঁধ ভেঙে পড়ার ঘটনায় আটজন স্থানীয় কর্মকর্তাকে আটক করার আদেশ জারি করেছে। ঝড়ে বাঁধ ভেঙে সমুদ্রের আশেপাশের এলাকাগুলো ভেসে গেছে এবং হাজার হাজার মানুষ মারা গেছে।

আটককৃতদের মধ্যে মেয়র এবং পানি সম্পদের দায়িত্বে নিয়োজিত একজন কর্মকর্তা রয়েছেন, তাদের পরিচয় প্রকাশ না করেই এতে তা বলা হয়েছে।

বিক্ষুব্ধ বাসিন্দারা বাঁধ ভেঙে যাওয়ার জন্য কর্তৃপক্ষকে দায়ী করেছেন। এই বাঁধ শহরের মধ্যে দিয়ে বয়ে চলা মৌসুমী নদীর প্রবাহকে আটকানোর জন্য নির্মিত হয়েছিল।

২০১১ সালে মুয়াম্মার গাদ্দাফির পতনের সাথে নেটো সমর্থিত বিদ্রোহ শুরু হয়। এই গৃহযুদ্ধের মধ্যে বাধগুলো মেরামত করার জন্য ২০০৭ সালের একটি চুক্তি কখনোই সম্পন্ন হয়নি। দেরনা ২০১৯ সাল পর্যন্ত ইসলামিক স্টেটসহ একাধিক গ্রুপের যোদ্ধাদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ছিল।

বন্যায় হাজার হাজার মানুষের মৃত্যু হয়েছে এবং আরও হাজার হাজার মানুষ এখনো নিখোঁজ রয়েছে। পুরো ভবন সমুদ্রে ভেসে গেছে। আন্তর্জাতিক উদ্ধারকারী দলগুলো ধ্বংসস্তূপের নিচ থেকে এবং বন্দর থেকে মৃতদেহ উদ্ধারের প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। জীবিত থাকা মানুষদের খুঁজে পাওয়ার আশা কমছে।

বন্যা এবং উদ্ধার প্রচেষ্টা কেন্দ্রীয় সরকার এবং একটি প্রতিদ্বন্দ্বী প্রশাসনের মধ্যকার বিরোধকেও সামনে এনেছে। এই প্রতিদ্বন্দ্বী প্রশাসন দেশের পূর্বাঞ্চলকে নিয়ন্ত্রণ করে এবং ত্রিপোলির কর্তৃপক্ষকে স্বীকৃতি দেয় না।

প্রায় ৫ মাস নিরুদ্দেশ থাকার পর বাড়ি ফিরলেন বিশিষ্ট পাকিস্তানি সাংবাদিক

সিয়ালকোট ঃ পাকিস্তানে জাতীয় স্তরে পরিচিত এক সাংবাদিক প্রায় পাঁচ মাস আগে নিখোঁজ হয়ে গিয়েছিলেন। পুলিশ তাঁকে হেফাজতে নেওয়ার পর তিনি লাপাত্তা হয়ে যান। অবশেষে তিনি বাড়ি ফিরে এসেছেন। সোমবার এমনটাই জানিয়েছেন তাঁর আইনজীবী ও পুলিশ। ইমরান রিয়াজ নামে পরিচিত ইমরাজ রিয়াজ খানকে ১১ মে মধ্য পাঞ্জাব প্রদেশের সিয়ালকোট শহরের বিমানবন্দর থেকে আটক করেছিল পুলিশ। গ্রেফতার হবার ভয়ে তিনি দেশ ছেড়ে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছিলেন। সেই সময় কর্তৃপক্ষ তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ এনেছিল যে তিনি নিজের প্রতিবেদনের মাধ্যমে সহিংসতায় উস্কানি দিয়েছেন। তাঁর গ্রেফতারির ঠিক আগে এক ভিডিও বার্তায় রিয়াজ বলেন, তিনি দেশ ছাড়ছেন কারণ পাকিস্তানে কথা বলার পরিসর সংকুচিত হয়ে আসছে এবং তাঁকে চুপ থাকতে বাধ্য করা হচ্ছে। সিয়ালকোট পুলিশ সোমবার সকালের দিকে এক্স (সাবেক ট্যুইটার)-এ ঘোষণা করে যে, ৪৭ বছর বয়সী এই সাংবাদিককে নিরাপদে পাওয়া গেছে এবং তিনি এখন তাঁর পরিবারের সঙ্গে রয়েছেন। এ বিষয়ে পুলিশ বিস্তারিত জানায়নি। কোথায় থেকে তাঁকে ধরা হয়েছে তাও জানানো হয়নি। রিয়াজের আইনজীবী পরে নিশ্চিত করেন যে, এই সাংবাদিক তাঁর পরিবারের সঙ্গেই রয়েছেন এবং এক্স-এ তাঁর একটি ছবিও পোস্ট করেন। স্থানীয় উর্দু ভাষায় আইনজীবী মিয়াঁ আশফাক আলি লেখেন, অসংখ্য চ্যালেঞ্জ ও দুর্বল বিচারব্যবস্থার কারণে অনেকটা সময় লেগেছে। ভিওএ-এর উর্দু সার্ভিসকে ফোনে আলি বলেন, আমি তাঁর উপর বাড়তি বোঝা চাপিয়ে দিতে চাই না বা যে যন্ত্রণাময় পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে তিনি যাচ্ছেন তাতে অতিরিক্ত কিছু যোগ করতে চাই না। রিয়াজের মুক্তি বা তার নিখোঁজ হয়ে যাওয়ার কারণ নিয়ে পাকিস্তানের তত্ত্বাবধায়ক সরকার তাৎক্ষণিকভাবে কোনও মন্তব্য করেনি।

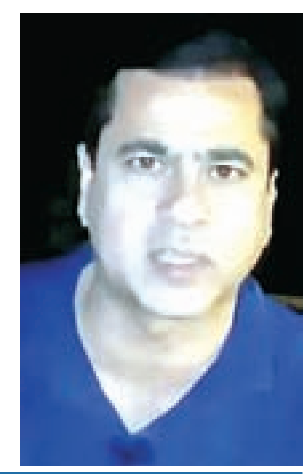

ডিভিসি দুর্গাপুর তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্রের নতুন প্রকল্পের লক্ষ্যে ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন

দুর্গাপুর (নির্মাল্য গাঙ্গুলী) ঃ দামোদর ভ্যালি কর্পোরেশন (ডিভিসি)দুর্গাপুর থার্মাল পাওয়ার স্টেশনে (ডিটিপিএস) ৬৬৩০ কোটি টাকার আনুমানিক বিনিযোগে ৮০০মেগাওয়াটক্ষমতার সুপার ক্রিটিক্যাল ইউনিট যুক্ত একটি নতুন বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন করা হচ্ছে। এই প্রকল্পটি আর্থিক বছর বছর ২০২৭-২৮ এর মধ্যে কার্যকর হওয়ার সম্ভাবনা।উল্লেখ্য,দুর্গাপুরের ওয়ারিয়া'য় পুরোনো (৪টি ইউনিট বিশিষ্ট) প্ল্যান্টের নিলাম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

আজ ২৬শে সেপ্টেম্বর সেই প্রকল্পের প্রথম ধাপ শুরু হলো ডিটিপিএস এর ওয়ারিয়াস্থিত কলোনী সংলগ্ন স্থানে সীমানা প্রাচীর দেওয়ালের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনের মধ্যে। উদ্বোধন করেন সিনিয়র জেনারেল ম্যানেজার এবং হেড অফ প্রজেক্ট মলয় বল। উপস্থিত ছিলেন বরিষ্ঠ আধিকারিক'গণ,ডিটিপিএস'এর কর্মীবৃন্দ ও নাগরিক সমাজের প্রতিনিধি'গণ।

উল্লেখ্য ডিভিসিআগামী ২০৩০ সালের মধ্যে ৫০,০০০ কোটির আনুমানিক বিনিযোগে তাপবিদ্যুৎ এবং নবায়নযোগ্য শক্তি উভয়ই বৃদ্ধি করে বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা দ্বিগুণ করে ১৪,০০০-১৫,০০০মেগাওয়াটে করার জন্য একটি পরিক্প্ল্পনা রূপায়ন করছে।বর্তমানে ডিভিসি'রমোট উৎপাদন ক্ষমতা ৭,০০০ মেগাওয়াট, যার মধ্যে সাতটি উৎপাদন কেন্দ্রে ৬,৫৪০মেগাওয়াট তাপবিদ্যুৎ, ১৪৭.২মেগাওয়াট জলবিদ্যুৎ এবং ৩.৮২মেগাওয়াট সৌর প্রকল্প অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। ডিভিসি'র পরিকল্পনার মধ্যে রয়েছে পশ্চিমবঙ্গের দুর্গাপুর,রঘুনাথপুর এবং ঝাড়খণ্ডের কোডারমায় বিদ্যমান ইউনিটগুলিতে ব্রাউনফিল্ড সম্প্রসারণের মাধ্যমে তাপবিদ্যুতের ক্ষমতা সংযোজন, যা পর্যায়ক্রমে সম্প্রসারণ করা হবে।

রাষ্ট্রীয় খবর সংক্ষিপ্ত খবর

লামডিং স্টেশন থেকে বিপন্ন প্রজাতির কচ্ছপ উদ্ধার করল উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের রেলওয়ে সুরক্ষা বাহিনী

মালিগাঁও (সব্যসাচী দে) ঃ গোয়েন্দা সূত্রে খবর পেয়ে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের রেলওয়ে সুরক্ষা বাহিনী (আরপিএফ) ট্রেন নং. ১৩১৭৬ (শিলচর-শিয়ালদহ) কাঞ্চনজংঘা এক্সপ্রেস থেকে বৃহৎ পরিমাণে বিরল প্রজাতির কচ্ছপ উদ্ধার করে। ২৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ তারিখে আইপিএফসিআইবিলামডিং কিছু অজ্ঞাত পরিচয় ব্যক্তি বৃহৎ পরিমাণের কচ্ছপ পরিবহণ করা সম্পর্কে গোয়েন্দা সূত্রে খবর লাভ করে। সঙ্গে সঙ্গে ঘটনাটি আইপিএফ আরপিএফলামডিং এবং জিআরপিলামডিং-এর কাছে পাঠানো হয়। এরপর ট্রেন নং. ১৩১৭৬ লামডিং রেলওয়ে স্টেশনে পৌঁছোনোর সাথে সাথে তাৎক্ষণিকভাবে সিআইবিলামডিং-এর একটি টিম এবং আরপিএফ ও জিআরপি, লামডিং-এর আধিকারিকরা যৌথভাবে ট্রেনের ভেতরে অভিযান চালায়। তল্লাশি অভিযানের সময় দুইজন ব্যক্তির বার্থের নীচে থাকা ০৩টি সন্দেহজনক কালো রঙের ব্যাগ তারা প্রত্যক্ষ করে। অভিযানকারী দলটি ব্যক্তি দুজনকে তাদের ব্যাগগুলি খোলার নির্দেশ দেয়। সেই অনুযায়ী তারা ব্যাগগুলি খোলার পর প্রত্যেকটি ব্যাগ থেকে দুটি করে প্লাস্টিক কনটেনার (অর্থাৎ ৬টি কন্টেনার) বের করা হয় এবং সেগুলির ভেতর থেকে মোট ৭৪টি কচ্ছপ পাওয়া যায়। আরও জিজ্ঞাসাবাদের পর তারা স্বীকার করে যে কচ্ছপগুলি তারা শিলচর থেকে গুয়াহাটি নিয়ে যাচ্ছিল। সমস্ত ধরনের আনুষ্ঠানিকতা শেষ করার পর আইনি পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য ধৃত দুই জন ব্যক্তিকে প্লাস্টিকের পাত্র ও ব্যাগগুলি সহ উদ্ধারকৃত কচ্ছপগুলি আরপিএফপোস্টলামডিং-এর হেফাজতে নেওয়া হয়। পরে এই ঘটনাটি লামডিং রেঞ্জের ফরেস্ট রেঞ্জ অফিসারকে জানানো হয়। ফরেস্ট অফিসার ও কর্মচারীদের একটি দল সঙ্গে সঙ্গে আরপিএফপোস্টলামডিং-এর কার্যালয়ে উপস্থিত হয়ে প্রাসঙ্গিক নথিপত্র সহ ৭৪টি কচ্ছপের জিম্মা নেয় এবং ধৃত দুই ব্যক্তিকে বন্যপ্রাণী সুরক্ষা আইনের অধীনে গ্রেপ্তার করে। কচ্ছপ উদ্ধার সম্পর্কে লামডিং ফরেস্ট রেঞ্জ অফিসার বন্যপ্রাণী সুরক্ষা আইন১৯৭২-এর ৫০, ৫১, ৩৯, ৪৪, ৪৮ (এ)ধারার অধীনে একটি মামলা (নং.-এল-০৫ অব ২৩-২৪, তারিখ-২৫০৯২০২৩) দায়ের করেন। আজ হোজাই সিজেএম-এর নিম্ন জেলা আদালতে অভিযুক্ত ব্যক্তিদের হাজির করানো হয়।

পরিকল্পনা অ্যাম্ফিথিয়েটারে প্রায় ২৫,০০০ দর্শক একবারে এই সত্যিই ঐশ্বরিক এবং আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা দেওয়ার মেগা ফোয়ারা দেখতে সক্ষম

অযোধ্যা রাম মন্দিরের নতুন আকর্ষণ হতে চলেছে পদ্মআকৃতির ১০০ কোটি টাকার অনন্য ফোয়ারা

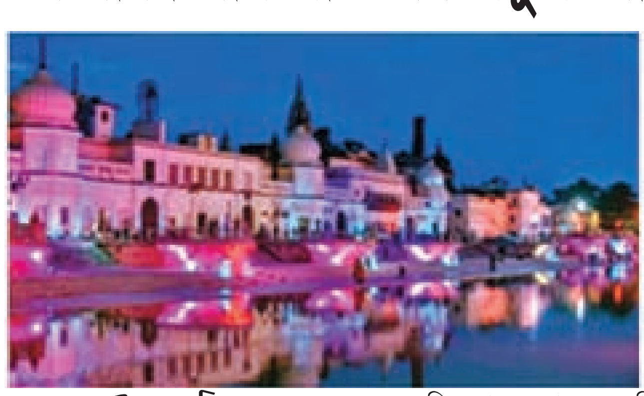

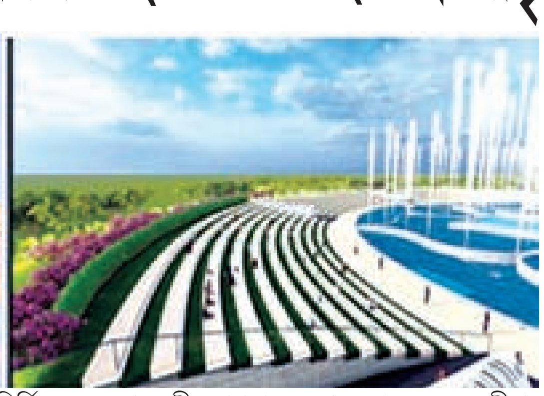

অযোধ্যায় শ্রী রাম মন্দিরের কাছে পদ্মআকৃতির ১০০ কোটি টাকা মূল্যের একটি মেগা 'মাল্টিমিডিয়া শো ফাউন্টেন' তৈরি করা হবে।

গুপ্তার ঘাট থেকে নয়া ঘাট পর্যন্ত ২০ একর জায়গায় তৈরি হবে পদ্ম আকৃতির এই ফোয়ারা, যা ৫০ মিটার উচ্চতা পর্যন্ত জল ছুঁড়বে

নির্মাল্য গাঙ্গুলী

দুর্গাপুর ঃ উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথের সরকার অযোধ্যায় নির্মীয়মান শ্রীরাম মন্দির কমপ্লেক্সের কাছে ১০০কোটি টাকা মূল্যের একটি মেগা 'মাল্টিমিডিয়া শো ফাউন্টেন' নির্মাণের একটি দুর্দান্ত পরিকল্পনা নিয়ে এসেছে। অ্যাম্ফিথিয়েটার শৈলীর বসার ব্যবস্থায় প্রায় ২৫,০০০দর্শক একসাথে এই মেগা ফোয়ারা দেখতে সক্ষম হবেন। পরিকল্পনা অনুযায়ী সরযূ নদীর তীরেগুপ্তার ঘাট থেকে নয়া ঘাট পর্যন্ত ২০একর জায়গায় একটি পদ্ম আকৃতির ফোয়ারা তৈরি করার পরিকল্পনা করা হয়েছে, যা ৫০ মিটার উচ্চতা পর্যন্ত জলের ফোয়ারা তুলতে সক্ষম। এই ফোয়ারা কমপ্লেক্সটি সত্যিকারের ঐশ্বরিক এবং আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা দেওয়ার জন্য নির্মিত হবে, যা শ্রীরাম মন্দিরের মহিমাকে আরও বাড়িয়ে তুলবে।সম্প্রতি এই প্রকল্পের নথি প্রকাশিত হয়েছে।

ফোয়ারাটি শ্রীরাম মন্দিরের নির্মাণে ও সামগ্রিক ধারণায় জলের উপাদানগুলির (তত্ত্ব বা এলিমেন্টস) বিশেষ গুরুত্বকে এবং তাৎপর্যকে স্বীকৃতি দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ।ফোয়ারাটির মূলত মন্দিরের এই অংশটিকে নিছক অপেক্ষার করবার জায়গা থেকে আধ্যাত্মিক অনুপ্রেরণার একটি তাজা এবং আরামদায়ক জায়গায় রূপান্তরিত করার একটি প্রয়াস,যা একইসাথে মন্দিরের ধারণার পরিপূরক। এটি ভগবান শ্রীরামের মহাকাব্য বলার জন্য একটি উপযুক্ত স্থান হিসাবেও কাজ করবে যা তীর্থযাত্রী এবং পর্যটক উভয়কেই একটি অবিস্মরণীয় অভিজ্ঞতা দেবে। ফোয়ারাটির লক্ষ্যহল মন্দির সংলগ্ন পরিসরেএকটি 'জাদুকরী স্থান' তৈরি করা,যেখানে জলের তত্ত্ব দর্শকদের শান্ত হওয়ার, প্রার্থনা করার এবং একত্রিত হওয়ার সুযোগ দেবে।

নিছক শোভাবর্ধনের উদ্দেশ্যে নয়

নথি অনুযায়ী বলা হয়েছে যে মাল্টিমিডিয়া শো ফাউন্টেনটির নীড়স্থাপনা কল্পনা করা হয়েছে শ্রীরাম মন্দিরের শান্ত ও নির্মল প্রাঙ্গণে, যা একাধারে শান্তি ও আত্মদর্শনের, আত্মনিরীক্ষণের অভয়ারণ্য স্বরূপ।এই ফোয়ারারউদ্দেশ্য শুধু রাম মন্দির কমপ্লেক্সেরনিছক সৌন্দর্যবৃদ্ধি করা নয়,বরং, এটি মন্দিরের নীতির একটি সম্প্রসারণ হিসাবে কাজ করে নির্মলতা ও প্রশান্তিকে মূর্ত করে তোলা।ফোয়ারাএবং মন্দিরের পরিবেশের মধ্যে এই সামঞ্জস্য একটি সুরেলা সমন্বয় তৈরি করবে, যা ভক্ত ও দর্শনার্থীদের একটি সামগ্রিক অভিজ্ঞতা প্রদান করে, তাদের অস্তিত্বের আধ্যাত্মিক এবং সংবেদনশীল উভয় মাত্রাকে স্পর্শ করাবে।

নকশা

ফোয়ারার স্থাপত্য নকশায় পদ্মফুলের মার্জিত রূপের প্রতিফলন হবে - যা ভারতের জাতীয় ফুল এবং ভারতীয় সংস্কৃতি প্রতিফলিত করে। ফোয়ারার স্থাপত্যে এই অনন্য প্রাকৃতিক তত্ত্বা পদ্ম অন্তর্ভুক্ত করার মাধ্যমেভারতের পরিচয় এবং ঐতিহ্যের সাথে একটি শক্তিশালী এবং হৃদয়গ্রাহী সংযোগ প্রতিষ্ঠিত হয়, পরিকল্পনা নথি অনুযায়ী। ফোয়ারার নকশায় পদ্মফুল অনুপ্রাণিত আকারে সাতটি পাপড়ি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে হিন্দু ধর্মের সাতটি পবিত্র নদীর প্রতীক ও শ্রদ্ধা হিসেবে - যা হলোগঙ্গা, যমুনা, সরস্বতী, সিন্ধু, নর্মদা, গোদাবরী ও কাবেরী। নথিতে বলা হয়েছে ফোয়ারার মধ্যভাগেরকেন্দ্রীয় ফুল গঠনকারী সাতটি পাপড়ি হল ভগবান বিষ্ণুর সপ্তম অবতার ভগবান শ্রীরামের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি।

সাতটি প্রবেশদ্বার হিন্দুধর্মের সাতটি পবিত্র নদীর প্রতীক হবে এবং ফোয়ারার চারপাশে দেওয়া অ্যাম্ফিথিয়েটারকে দর্শনার্থীদের বসার জন্য সাতটি বিভাগে বিভক্ত করবে। প্রবেশদ্বারের মধ্যে বসার জায়গাগুলি ভারতের ঐশ্বরিক ভূমির প্রতীক যার মধ্য দিয়ে পবিত্র নদীগুলি বহমান। ফোয়ারাটি পদ্ম আকৃতির পাপড়ির তিন স্তরের সমন্বয়ে গঠিত। প্রতিটি স্তরের পাপড়ির উপরে, স্প্রে করা জলের বিশাল মেঘ তৈরি হবে যা ফোয়ারাকে একটি মহিমান্বিত ঘনত্ব এবং আকারপ্রদানকরবে। পাপড়ির প্রান্তের উপর দিয়ে প্রবাহিত জল প্রচুর পরিমাণে জলের সাথে (সিঁড়ি'র মতন) ধাপযুক্ত জলপ্রপাত বা ক্যাসকেড তৈরি করবে।এই পরিকল্পিত মাল্টিমিডিয়া উপস্থাপনাগুলি দর্শকদের উপর একটি আশ্চর্যজনক ভিজ্যুয়াল প্রভাব এবং শক্তিশালী জলের পরিদৃশ্য (ল্যান্ডস্কেপ)তৈরি করবে - নথি আরও উল্লেখ করছে।

দর্শক অভিজ্ঞতা

ফোয়ারাটি দর্শকদের বিভিন্ন অনন্য অভিজ্ঞতা দেওয়ার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে। দিনের বেলায়, ফোয়ারাটি বেশ কয়েকটি ধাপযুক্ত ক্যাসকেড দ্বারা অ্যানিমেটেড হবে, টেক্সচার এবং প্রতিবিম্বে পূর্ণ, এবং জলের নৈকট্য সম্পর্কিত সুস্থতার সংবেদন তৈরি করবে, যথা সতেজতা, জলের আরামদায়ক শব্দ এবং শান্তি। সূর্যাস্তের পরে, ফোয়ারাটি একটি বিশাল মঞ্চে রূপান্তরিত হবে, যেখানে বিশেষভাবে ডিজাইন করা জলের শো দর্শকদের রামায়ণের জগতেনিয়ে যাবে, তার বিশ্বজনীন মূল্যবোধের সমৃদ্ধ আধ্যাত্মিক বার্তা ছড়িয়ে দেবে, নথিতে যোগ করা হয়েছে।

কেন্দ্রীয় পুলটি পুরো ফোয়ারা কমপ্লেক্সের কেন্দ্রবিন্দু এবং এর ব্যাস ১০০ মিটার। এখানে জল, আলো এবং শব্দের সমন্বয়ে একটি মাল্টিমিডিয়া শো চলবে।

এই পুলের সাতটি প্রবেশপথে জলের টানেল থাকবে, যা মানুষকে তাদের মনোমুগ্ধকর আকর্ষণে কেন্দ্রীয় পুলের দিকে আকৃষ্ট করবে। জল, আলো এবং স্থাপত্য নকশার মধ্যে একবার পৌঁছে গেলে এটিকে একটি মনোমুগ্ধকর ও চিত্তাকর্ষকযাত্রায় পরিণত করবে, যা ফোয়ারার মধ্যে একটি অবিস্মরণীয় অভিজ্ঞতার মঞ্চ। বিশেষ করে রাতের বেলা জলের সুড়ঙ্গগুলি একটি মন্ত্রমুগ্ধ আকর্ষণ হয়ে উঠবে যা তাৎক্ষণিকভাবে অতিথিদের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে। কেন্দ্রীয় পুলটি একটি অ্যাম্ফিথিয়েটার দ্বারা বেষ্টিত হবে যেখানে ২৫,০০০দর্শকাসন থাকবে।

ফোয়ারার বহুবিশিষ্টতার মধ্যে থাকছে বহুস্তরীয় দৈত্যাকার প্যারাবোলিক জেট যা ত্রিমাত্রিকতা (থ্রি-ডি) তৈরি করে, বহুস্তরযুক্ত উল্লম্ব (মাল্টিলেভেল প্যারাবোলিক)জেট এয়ার শুটার যা মাত্রা (ডাইমেনশন) তৈরি করে, বহুস্তরযুক্ত ক্যাসকেড এবং স্প্রে জলের দৈত্যাকার মেঘ, ঘূর্ণায়মান জেটগুলির জন্য গতিশীল জলের গম্বুজ (ডোম) এবং ঘূর্ণায়মান ফ্যান জেট দ্বারা তৈরি এয়ার শ্যুটার রিং।

গভীর রাতে ফাঁকা বাড়িতে প্রেট্রোল দিয়ে আগুন লাগিয়ে দেওয়ার অভিযোগ উঠল কিছু দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে

উত্তর দিনাজপুর গভীর রাতে ফাঁকা বাড়িতে প্রেট্রোল দিয়ে আগুন লাগিয়ে দেওয়ার অভিযোগ উঠল কিছু দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে। ঘটনাটি উত্তর দিনাজপুর জেলার চোপড়া থানার খেরি বাড়ি এলাকায়। এই ঘটনায় এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে।জানা গিয়েছে খেরি বাড়ি এলাকার বাসিন্দা নিমাই চন্দ্র দাস গত এক মাস আগে এই বাড়ি থেকে কিছুটা দুরে একটি নতুন বাড়িতে চলে যান। বাড়িতে অন্যান্য জিনিসপত্র মজুত ছিল। গভীর রাতে ফাঁকা বাড়িতে আগুন দেখতে পায় গ্রামবাসী। এরপর গ্রামবাসীরা আগুন নেভানোর কাজে হাত লাগিয়ে দেন। খবর দেওয়া হয় চোপড়া থানার পুলিশ ও ইসলামপুর দমকল বাহিনীকে। খবর পেয়ে দমকলের একটি ইঞ্জিন এসে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে।অন্যদিকে বাড়ি মালিক নিমাই চন্দ্র দাসের দাবি রাতে কেউ বা কারা প্রেট্রোল দিয়ে তার বাড়িতে আগুন লাগিয়ে দিয়েছে। বাড়ি কাছ থেকে একটি প্রেট্রোলের জার উদ্ধার হয়েছে। বাড়িতে থাকা কিছু জিনিসপত্র আগুন পুড়ে ছাই হয়ে যায়। তবে কি কারণে দুষ্কৃতীরা তার বাড়ি আগুন লাগালো তিনি বুঝতে পারছেন না। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌছায় চোপড়া থানার পুলিশ। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

আসন্ন দুর্গাপূজা নিয়ে এক প্রশাসনিক বৈঠক অনুষ্ঠিত হল

মালদা ঃ আসন্ন দুর্গাপূজা নিয়ে এক প্রশাসনিক বৈঠক অনুষ্ঠিত হল। মালদা জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে রথবাড়ি এলাকায় মালদা কলেজ অডিটোরিয়ামে আয়োজন করা হয় এই বৈঠকের। ইংরেজবাজার এবং পুরাতন মালদা পুরসভা এলাকার দুর্গাপূজা কমিটির কর্মকর্তাদের নিয়ে আয়োজন করা হয়েছিল বৈঠকের। উপস্থিত ছিলেন জেলাশাসক নিতীন সিংহানিয়া, মালদা জেলা পরিষদের সভাধিপতি লিপিকা বর্মন ঘোষ, ইংলিশ বাজার পৌরসভার চেয়ারম্যান কৃষ্ণেন্দু নারায়ণ চৌধুরী, পুরাতন মালদা পৌরসভার চেয়ারম্যান কার্তিক ঘোষ, মালদা ম্যাঙ্গো মার্চেন্ট অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি উজ্জ্বল সাহা সহ অন্যান্যরা। মূলত দুর্গাপূজায় প্রশাসনিক কি কি নিয়ম কানুন রয়েছে তা নিয়েই আয়োজন করা হয়েছিল বৈঠকের। এই বিষয়ে মালদা ম্যাঙ্গো মার্চেন্ট অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি উজ্জ্বল সাহা জানান, দুই পুরসভা এলাকার দূর্গা পুজো কমিটির কর্মকর্তাদের নিয়ে এই প্রশাসনিক বৈঠক। মূলত প্রতিটি দুর্গাপূজা মন্ডপ গুলিতে এক্সিট এবং এন্টিগেট, অগ্নি নির্বাপন ব্যবস্থা, দর্শনার্থীদের সুবিধার জন্য স্বেচ্ছাসেবকের ব্যবস্থা সহ প্রশাসনিক যে সমস্ত নিয়মকানুন রয়েছে তা নিয়েই বিস্তারিত আলোচনা করা হয় এই বৈঠকে।

শিলিগুড়ি নিউ জলপাইগুড়ি থানার অন্তর্গত ভালোবাসা মোড় এলাকায় আত্মহত্যা করল এক ব্যক্তি

শিলিগুড়ি শিলিগুড়ি নিউ জলপাইগুড়ি থানার অন্তর্গত ভালোবাসা মোড় এলাকায় আত্মহত্যা করল এক ব্যক্তি। স্ত্রীয়ের বিবাহ বহির্ভুত সম্পর্ক রয়েছে ও তার শ্বশুর বাড়ির লোক তাকে মারধর করে, যার জেরেই সে আত্মহত্যা করেছে বলে অভিযোগ তোলে মৃতের পরিবারের সদস্যরা। এই নিয়ে ইতিমধ্যেই নিউ জলপাইগুড়ি থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করে তার পরিবার। ঘটনাটি ঘটেছে গতকাল রাতে। জানা যায় মৃত ব্যক্তির নাম রাজু সরকার। দীর্ঘ ১০বছর আগে গোয়ালাপট্টির বাসিন্দা এক মহিলার সঙ্গে বিয়ে হয়। তাদের একটি কন্যা সন্তান রয়েছে। কিন্তু অভিযোগ তার স্ত্রীর বিবাহ বহির্ভুত সম্পর্ক রয়েছে তার থেকেই শুরু হয় অশান্তি। গতকাল রাজু তার স্ত্রীকে তার শ্বশুর বাড়িতে আনতে গেলে তার শ্বশুর বাড়ির সদস্যরা মারধর করে বলে অভিযোগ। তার পরেই বাড়ি ফিরে সে আত্মহত্যা করে। বৃহস্পতিবার ঘটনাস্থলে নিউ জলপাইগুড়ি পুলিশ পৌঁছায়। গোটা ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে।

ফের বিদ্যুৎপৃষ্ট হয়ে পুরাতন মালদায় মৃত্যু হল এক ব্যক্তির

মালদা ঃ ফের বিদ্যুৎপৃষ্ট হয়ে পুরাতন মালদায় মৃত্যু হল এক ব্যক্তির। বৃহস্পতিবার এই ঘটনাটি ঘটেছে পুরাতন মালদা থানা সাহাপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের মাধাইপুর এলাকায় । মৃত ব্যক্তির বাড়ি পুরাতন মালদা পুরসভার মঙ্গলবাড়ী সামুনডাই কলোনি এলাকায়। এই ঘটনার পর স্থানীয় কাউন্সিলর বিভূতি ঘোষের নির্দেশের তার কয়েকজন প্রতিনিধি মৃত ব্যক্তির পরিবারের সঙ্গে দেখা করেন।পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃত ব্যক্তির নাম ছোটন রায় (৩৮) এদিন মাধাইপুর এলাকায় বিদ্যুতের কাজ করতে গিয়েছিলেন ওই ব্যক্তি। সেখানে বিদ্যুৎপৃষ্ট হয়ে দুর্ঘটনাটি ঘটে। মাধাইপুর এলাকার বাসিন্দারা তড়িঘড়ি আহতকে উদ্ধার করে মৌলপুর গ্রামীন হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসা করে তার মৃত্যুর কথা জানিয়ে দেয়।এদিকে স্থানীয় বাসিন্দাদের বক্তব্য, মৃত ব্যক্তির পরিবারে তার বৃদ্ধ মা, স্ত্রী এবং নাবালক দুই ছেলেমেয়ে রয়েছে । পরিবারের একমাত্র উপার্জনশীল ছিলেন ছোটন রায়। তার এই মৃত্যুতে শোকের ছায়া নেমে এসেছে এলাকায় । স্থানীয় বাসিন্দাদের বক্তব্য, গত বুধবার এলাকার এক পুরসভার অস্থায়ী কর্মী বিদ্যুৎপৃষ্ঠ হয়ে মারা যান । সেই ঘটনার রেষ কাটতে না আবার এই দুর্ঘটনাটি ঘটলো। মৃত ছোটন রায়ের পরিবারকে যাতে সহযোগিতা করা হয়, সে ব্যাপারে প্রশাসনের কাছে দাবি জানিয়েছেন স্থানীয় বাসিন্দারা।

বিনা নোটিশে এক শিক্ষককে স্কুল থেকে বের করে দেওয়ার অভিযোগ স্কুল পরিচালন সমিতির বিরুদ্ধে

উত্তর দিনাজপুর ঃসরকারি নির্দেশিকা ছাড়াই এক শিক্ষককে স্কুল থেকে বের করে দেওয়ার অভিযোগ উঠলো স্কুল পরিচালন সমিতির সভাপতি ও প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে। আর এই অভিযোগ যাদের বিরুদ্ধে তারা ওই শিক্ষককে জোর করে বের করে দেওয়ার বিষয়ে যা সাফাই দিলেন সেটাই যে তাদের যুক্তির স্ববিরোধী হয়ে যাচ্ছে তাও মানতে চাইলেন না তারা।এমনই অবাক করা কান্ড ঘটেছে চোপড়া ব্লকের সোনাপুর এলাকার টাটু সিং উচ্চ বিদ্যালয়ে। জানা যায় স্কুলের ইংরেজি বিষয়ের শিক্ষক ভবেশ কর স্কুলে এসে হাজিরা খাতায় সই করতে গেলে গোলমাল বাধে। অভিযোগ স্কুলের প্রধান শিক্ষক সহ তৃণমূল কংগ্রেসের নেতারা ভবেশবাবুকে হাজিরা খাতায় সই করতে বাধা দেন এবং স্কুল থেকে বের করে দেন। গোটা ঘটনায় স্কুলের প্রধান শিক্ষকের সহমত ছিল বলেও অভিযোগ ওঠে।

ট্রেনে আগুন আতঙ্ক

সিউড়ি (নিজস্ব প্রতিনিধি)ঃ প্রান্তিক স্টেশনে বেঙ্গালুরুগামী ১৫২২৮ মুজাফফরপুর - বেঙ্গালুরু এক্সপ্রেসে ধোঁয়া দেখতে পেয়ে চেন টেনে ট্রেন থামান ডি২ কামরায় যাত্রীরা । সোমবার রাত ৮৫৫ মিনিট থেকে প্রান্তিক স্টেশনে দাঁড়িয়ে আছে ট্রেনটা । এলাকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে । প্রায় এক ঘন্টা পর বেঙ্গালুরুর উদ্দেশ্যে রওনা দেয় ট্রেনটি । যাত্রী জিতেন্দ্র কুমার বলেন, ট্রেনে আগুন দেখে ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম । পরিবার নিয়ে যাচ্ছি ।

বারো ঘন্টার মধ্যে উদ্ধার ফোন

সিউড়ি (নিজস্ব প্রতিনিধি)ঃ সোমবার দুপুর দুটো চল্লিশ মিনিট নাগাদ মিষ্টির দোকান থেকে চুরি যায় একটি মোবাইল ফোন । সিউড়ি থানার পুলিশ বারো ঘন্টার মধ্যে সেই ফোন উদ্ধার করে প্রাপক যোশেফ হাসানের হাতে তুলে দেওয়া হয় । সিউড়ি জেলা আদালতের আইনজীবী যোশেফ হাসান বলেন, ফোন হারানোর পর সিউড়ি থানায় জানাই । ছোটো আলুনদা থেকে ফোন উদ্ধার করে পুলিশ । খুব ভালো লাগছে বারো ঘন্টার মধ্যে ফোন ফেরত পেয়ে ।

রান্না পুজোয় হতে পারে ইলিশের আকাল

দক্ষিণ ২৪ পরগনা ঃ বাংলার আকাশে দুর্যোগের মেঘ। নিম্নচাপ ও কৌশিকী অমাবস্যার ভরা কোটালের জোড়া ফালায় উত্তাল সমুদ্র। সমুদ্র উত্তল থাকার কারণে গভীর সমুদ্রে মৎস্যজীবীদের মাছ ধরার ওপর নিষেধাজ্ঞার জারি করেছে মৎস্য দপ্তর। ইতিমধ্যেই মৎস্য দপ্তরের নিষেধাজ্ঞ । পাওয়ার পর থেকেই একে একে মৎস্যজীবী ও ট্রলার গুলি বন্দরের দিকে ফিরে আসছে।আবহাওয়া দফতর সূত্রের খবর, পূর্ব মধ্য বঙ্গোপসাগরে মায়ানমার উপকূলে সৃষ্টি হয়েছে ঘূর্ণাবর্ত। যা আগামী তিন দিনে নিম্নচাপে পরিণত হবে। পরে তা শক্তি বাড়িয়ে ওড়িশা উপকূলের দিকে এগোবে। এর জেরে মঙ্গলবার থেকে শনিবার পর্যন্ত উপকূল এলাকায় হালকা থেকে ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে। মঙ্গলবার বিকেল থেকে দুই ২৪ পরগনার উপকূলবর্তী অনেক জায়গায় বৃষ্টি শুরুও হয়েছে। একে একে ট্রলার গুলি বন্দরে ফিরছে আর এর ফলে বড়সড়ো ক্ষতির মুখে মৎস্যজীবীরা। শুরু হয়ে গিয়েছে উৎসবের মরশুম হাতেগোনা আর কয়েক দিনের অপেক্ষা, তারপর বাঙালির শ্রেষ্ঠ উৎসব দুর্গাপূজা। উৎসবের মরশুমের আগে বড়সড় ক্ষতির মুখে মৎস্যজীবীরা।রান্না পুজোয় এবার ইলিশের বাজারে মন্দা হবে এমনটাই জানানো মৎস্যজীবী।ক্যালেন্ডার বলছে বর্ষা পেরিয়ে শরৎ এসে গেল, তবুও ইলিশের দাম কমছে না।দিঘা, শঙ্করপুর, কাকদ্বীপ, নামখানা ,ডায়মন্ড হারবার থেকে ইলিশের জোগান নেহাতই কম।যেটুকু ইলিশ মিলছে বাজারে, তার দাম আকাশছোঁয়া।ভাদ্রমাসের সংক্রান্তিতে যন্ত্রদেবতা বিশ্বকর্মার আরাধনা হয়। আর রান্নাঘরে যাঁরা হাতাখুন্তি নিয়ে সারা বছর ব্যস্ত থাকেন, বিশ্বকর্মা পুজোর আগের দিন তাঁরা মাতেন রান্নাপুজো বা অরন্ধন উৎসবে।এই উৎসবের মধ্যমণি অবশ্যই ইলিশ।প্রতিবছর রান্না পুজোর আগে জমে ওঠে বিভিন্ন পাইকারি মাছ বাজার।তবে চড়া দামে সাধ থাকলেও সাধ্যে কুলোচ্ছে না সাধারণ বাঙালির।পাইকারি বাজারে কেজিপ্রতি ইলিশের দাম ১৮০০ থেকে ২০০০ টাকা। খুচরো বাজারে যার দাম বেড়ে দাঁড়াচ্ছে ২২০০ থেকে ২৫০০ টাকা। এদিকে, ৩০০ থেকে ৪০০ গ্রাম ওজনের খোকা ইলিশ বিক্রি হচ্ছে ৪০০ থেকে ৫০০ টাকায়। কিন্তু রান্না পুজোর আগে ইলিশের তেমন যোগান মিলবে না বলে সাপ জানিয়ে দিল মৎস্যজীবীরা। কাকদ্বীপ ফিশারম্যান অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক বিজন মাইতি তিনি জানান, নিম্নচাপ আর অমাবস্যার কোটালের জেরে কার্যত সমুদ্র উত্তাল হয়ে গিয়েছে। মৎস্যজীবীদের নিরাপত্তার কথা মাথায় রেখে মৎস্য দপ্তরের পক্ষ থেকে মৎস্যজীবীদের গভীর সমুদ্রে মাছ ধরার উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে। সেই নিষেধাজ্ঞা পাওয়ার পর একে একে গভীর সমুদ্র থেকে মৎস্যজীবী ট্রলার গুলি বন্দরের দিকে ফিরছে। আর কয়েকদিন পরেই রান্না পুজো আর রান্না পুজোতে ইলিশের চাহিদা থাকে বাজারে কিন্তু ইলিশের চাহিদা থাকলেও এ বছর তেমনভাবে বাজারে ইলিশের যোগান দিতে পারবে না মৎস্যজীবীরা। নিম্নচাপের কারণে গভীর সমুদ্রে মাছ ধরতে যেতে পারছে না মৎস্যজীবীরা তার ফলেই মাছের যোগান কমবে। এবছর ইলিশের যোগান মেটাতে হিমঘরের থাকা ইলিশ বিক্রি হবে। এই বিষয়ে ট্রলারের ম মালিক মাখন দাস তিনি জানান, ইলিশের মরশুম প্রায় শেষের পথে। রান্না পুজোতে ইলিশের চাহিদা থাকে কিন্তু এ বছর চাহিদা থাকলেও নিম্নচাপ ও কোটালের কারণে গভীর সমুদ্রে মাছ ধরতে যেতে পারছে না মৎস্যজীবীরা। এর ফলে ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছে ট্রলার মালিকেরা। কি হবে বুঝে উঠতে পারছি না। বাজারে মাছের দাম কার্যত আকাশ ছোঁয়া হতে চলেছে। এ বিষয়ে অনুপ মাইতি বলেন, বাজারে মাছের দাম এমনিতেই এখন আকাশ ছোঁয়া। রান্না পুজোতে বাজারে ইলিশের চাহিদা থাকে কিন্তু এ বছর মাছ যদি না পাওয়া যায় তাহলে অল্প পরিমাণ মাছের দামি কার্যত মধ্যবিত্তের নাগালের বাইরে চলে যাবে। নমো করেই অন্য কোন মাছ দিয়েই রান্না পুজো করতে হবে।

দলীয় কর্মসূচিতে এসে বেলুড় মঠ পরিদর্শনে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী স্মৃতি ইরানি

বেলুড় – দলীয় কর্মসূচিতে এসে বেলুড় মঠ পরিদর্শনে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী স্মৃতি ইরানি। মঠের রীতি মোতাবেক এদিন সকাল ১১২৫ মিনিটে মহারাজরা তাকে আপ্যায়ন করেন। এরপর একে একে স্বামীজি, মা সারদা দেবী ঠাকুর শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণদেবের মন্দির ও স্বামীজীর গৃহ ইত্যাদি পরিদর্শন করেন। আমার মাটি আমার দেশ কর্মসূচি আওতায় বেলুড় মঠের পূণ্যভূমি থেকে মাটি সংগ্রহ করা হলো।

মাদকদ্রব্য সহ একটি ট্রাক আটক করলো পুলিশ, গ্রেফতার দুই

কোচবিহার ঃ গোপন সূত্রের খবর পেয়ে মাদকদ্রব্য সহ একটি ট্রাক আটক করলো পুলিশ। দুইজন কে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। জানা যায় আসাম থেকে কোচবিহারে প্রবেশ করে দিনহাটায় যাচ্ছিল ট্রাকটি।কোচবিহারের রেল ঘোমটি এলাকা থেকে ওই ট্রাক আটক করে রাজ্য পুলিশের স্পেশাল ট্রাস্ট ফোর্স। ট্রাকটি কোচবিহার কোতোয়ালি থানায় নিয়ে এসে তল্লাশি চালিয়ে ট্রাকের স্টেপনি টায়ারের ভেতর থেকে ব্রাউন সুগার সহ অন্যান্য মাদকদ্রব্য উদ্ধার করা হয়। এই ঘটনায় জড়িত ট্রাকের চালক ও আরেক জনকে গ্রেফতার করে এস টি এফ। এই মাদক পাচার চক্রের সঙ্গে আরো কারা যুক্ত রয়েছে তার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটন পুলিশের অন্তর্গত থানাগুলি ঘুরে দেখলেন কমিশনার সি সুধাকর

শিলিগুড়ি ঃ দায়িত্বভার গ্রহণ করেই বৃহস্পতিবার সকালে শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটন পুলিশের অন্তর্গত থানাগুলি ঘুরে দেখলেন শিলিগুড়ির নতুন পুলিশ কমিশনার সি সুধাকর।এদিন বাগডোগরা, মাটিগাড়া, প্রধাননগর,এনজেপি ও ভক্তিনগর থানায় যান তিনি।থানার কর্মীদের সঙ্গে বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করেন তিনি।গত মঙ্গলবার রাজ্য পুলিশের রদবদল হয়।শিলিগুড়ির পুলিশ কমিশনার অখিলেশ কুমার চতুর্বেদীকে বদলি করে দেওয়া হয় এবং বুধবার শহরের কমিশনার পদের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন শিলিগুড়ির নতুন পুলিশ কমিশনার সি সুধাকর। এবং বৃহস্পতিবার সকাল থেকেই শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটন পুলিশের অন্তর্গত থানাগুলি ঘুরে দেখেন শিলিগুড়ির নতুন পুলিশ কমিশনার সি সুধাকর।

ফের উদ্ধার হিমালয়ান ভায়াগ্রা

শিলিগুড়ি ঃ আগেই স্যাম্পেল উদ্ধার হয়েছিল।এবার উদ্ধার হোলো পুরো প্যাকেট। চীনে পাচার হবার আগেই বৈকন্ঠপুর বন বিভাগের কর্মীদের অভিযানে উদ্ধার হোলো প্রায় ৮০০ গ্রাম ইয়াসু গুম্বা যা হিমালয়ান ভায়াগ্রা নামেও পরিচিত।

কি এই ইয়াসু গুম্বা?

জানাগিয়েছে সিকিমের পাহাড়ি এলাকায় পাওয়া যায় এক ধরনের শুয়ো পোকা। যার গায়ে তৈরি হয় এই ছত্রাক। সেই ছত্রাক যৌন উত্তেজনা বর্ধক ওষুধ তৈরির কাছে ব্যবহার করে থাকে চিনারা। যা হিমালয়ান ভায়াগ্রা নামেও পরিচিত। গত শুক্রবার বৈকন্ঠপুর বনবিভাগের রেঞ্জ অফিসার আলমগীর হকের কাছে একটি গোপন সুত্র মারফৎ খবর এসেছিলো সিকিম থেকে শিলিগুড়ি হয়ে ভায়া নেপাল চীনে পাচার হবে প্রায় কিলো খানেক হিমালয়ান ভায়াগ্রা। এই বিপুল পরিমান ছত্রাক যা শিলিগুড়িতে নিয়ে এসে হাত বদল করা হবে। খবর পেয়ে ক্রেতা সেজে টোপ দেন রেঞ্জ অফিসার আলমগীর হক। এরপর শিলিগুড়ি লাগোয়া জলপাইগুড়ি সমর নগর এলাকায় ১৪ গ্রাম স্যাম্পেল নিয়ে আসে পাচারকারীরা। স্যাম্পেল দেখার অছিলায় বমাল গ্রেফতার হয় পাচারকারীদের। জলপাইগুড়ি জেলা আদালতে তোলা হলে বিচারক এদের ১৪ দিনের জেল হেফাজতের নির্দেশ দেন। রেঞ্জ অফিসার আলমগীর হক বলেন ধৃতদের জিজ্ঞাসাবাদে উঠে আসে জনা পাঁচেক পাচারকারী মিলে সমর নগরে একটি ভাড়া বাড়ি নিয়েছিলেন। সেখান থেকেই তারা পাচারকাজ চালাচ্ছিলেন। এবার বুধবার রাতে ওই বাড়িতে অভিযান চালালে পিছন দড়জা দিয়ে পালিয়ে যায় পাচারকারীরা। ওই বাড়ি থেকে একটি প্যাকেটে উদ্ধার হয় প্রায় ৮০০ গ্রাম হিমালয়ান ভায়াগ্রা। যার আন্তর্জাতিক চোরা বাজারে দাম প্রায় ২৪ লাখ টাকা। পাচারকারীদের খোঁজে ফের তল্লাশী শুরু হয়েছে বলে জানান রেঞ্জ অফিসার।

কংগ্রেস পরিচালিত গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধানের বাড়িতে ঢুকে হামলার অভিযোগ

মালদা ঃ কংগ্রেস পরিচালিত গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধানের বাড়িতে ঢুকে হামলার অভিযোগ। বাড়ির ভিতরে ঢুকে আসবাব পত্র ভাংচুর ও সোনা দানা টাকা পয়সা ছিনতাইয়ের অভিযোগ।অভিযোগের তীর তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে। গোটা ঘটনা কে ঘিরে ব্যাপক চাঞ্চল্য মালদার চাঁচল থানার জালাল পুর গ্রামে। যদিও হামলার অভিযোগ অস্বীকার করেছেন তৃণমূল কংগ্রেস। এই হামলার পিছনে আছে অন্য একটি তত্ত্ব। দুই সপ্তাহ আগে মালদার চাঁচল থানার জালাল পুর গ্রামে জমি বিবাদের জেরে খুন হয় তৃণমূল কর্মী সহিদুর রহমান। খুনের অভিযোগ উঠে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে। খুনের ঘটনা নিয়ে মৃত তৃণমূল কর্মীর পরিবার থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। অভিযোগের তালিকায় নাম জড়ায় কংগ্রেস পরিচালিতজালাল পুর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান তফিজুল হকের। এরপরই গতকাল রাতে তোফিজুল হকের বাড়িতে চড়াও হয় তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীরা বলে অভিযোগ। তফিজুল হকের স্ত্রীর অভিযোগ, তার মাথায় বন্দুক ঠেকিয়ে বাড়ি ভাঙচুর পাশাপাশি বাড়িতে মজুদ থাকার সোনা দানা সহ সমস্ত কিছু নিয়ে চম্পট দেয়। ঘটনার পর ঘটনাস্থলে পৌঁছায় চাঁচোল থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী। হামলার ঘটনার পর আতঙ্কে রয়েছে জালালপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের কংগ্রেস প্রধানের পরিবার। যদিও এই ঘটনায় তৃণমূল কংগ্রেস জড়িত নয় বলে দাবি জেলা তৃণমূলের সহসভাপতি দুলাল সরকারের। তিনি বলেন তৃণমূল কর্মী খুনের ঘটনায় অভিযুক্ত রয়েছেন এই কংগ্রেসীরা। সেখান থেকে দৃষ্টি ঘোরানোর জন্য এই ধরনের নাটক করা হচ্ছে। পুলিশ প্রশাসনের উপর আস্থা আছে তারা তদন্ত করে সঠিক ব্যবস্থা গ্রহণ করব।জানা গিয়েছে জালালপুর গ্রাম পঞ্চায়েত তৃণমূলের কাছ থেকে ছিনিয়ে পঞ্চায়েত বোর্ড গঠন করে কংগ্রেস। কংগ্রেসের আসন সংখ্যা ১৬ এবং তৃণমূলের আসন সংখ্যা ১২ড একক সংখ্যা গরিষ্ঠতা নিয়ে বোর্ড গঠন করে কংগ্রেস। কংগ্রেসের প্রধান হন তফিজুল হক।

বড় করে জ্বলজ্বল করছে পথশ্রী প্রকল্পের সিডিউল বোর্ড। ১.১ কিলোমিটার রাস্তায় বরাদ্দ অর্থ ৪৭ লক্ষ ৩৫ হাজার ৭৬২। নির্মাণ কাজ শুরু ও সমাপ্তির তারিখ ও জ্বলজ্বল করছে বোর্ডে

মালদা ঃ বড় করে জ্বলজ্বল করছে পথশ্রী প্রকল্পের সিডিউল বোর্ড। ১.১ কিলোমিটার রাস্তায় বরাদ্দ অর্থ ৪৭ লক্ষ ৩৫ হাজার ৭৬২। নির্মাণ কাজ শুরু ও সমাপ্তির তারিখ ও জ্বলজ্বল করছে বোর্ডে। সবই আছে। শুধু নেই রাস্তা। রাস্তাটি আগের সেই পুরনো হালেই পড়ে রয়েছে। সিডিউল বোর্ড অনুযায়ী রাস্তা নির্মাণের শেষ তারিখ চলতি বছরের ২৫ তারিখ এপ্রিল।সিডিউল অনুযায়ী নির্মাণ কাজ শেষের তারিখ পাঁচ মাস পেরিয়ে গেলেও কাজের কোন হদিস নেই। আর এই নিয়ে সোমবার মানিকচকের বিডিওকে লিখিত অভিযোগ জানালো গ্রামবাসী।গত ত্রিস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচনের পূর্বে পশ্চিমবঙ্গের গ্রাম বাংলা এলাকায় পথশ্রী প্রকল্পের মাধ্যমে বহু সংখ্যক রাস্তা নির্মাণের ঘোষণা করেন স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি। মুখ্যমন্ত্রীর ঘোষণা অনুযায়ী পথশ্রী প্রকল্পের মাধ্যমে রাস্তা নির্মাণ হয় মানিকচকেও। পথশ্রী প্রকল্পের মাধ্যমে মানিকচকের পাল্লুরোড থেকে ইজাজুল হকের বাড়ি পর্যন্ত প্রায় ১.১ কিলোমিটার রাস্তার টেন্ডার করে মানিকচক পঞ্চায়েত সমিতি। নিয়ম মেনে টেন্ডার ও পান এক ঠিকাদারি সংস্থা। গত ২৪ তারিখ মার্চ ঘটা করে রাস্তার উদ্বোধন হয়। ফিতে কেটে রাস্তার উদ্বোধন করেন খোদ মানিকচকের বিধায়ক সাবিত্রী মিত্র। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মানিকচকের বিডিও শ্যামল মন্ডল সহ অন্যান্য ব্লক প্রশাসনের আধিকারিক রা। কিন্তু উদ্বোধনী অনুষ্ঠানই সাড়। গ্রামবাসীদের অভিযোগ, উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের পর নির্মাণ সংস্থার টিকিরও দেখা মেলেনি কখনো। এমনকি ব্লক প্রশাসনের কাছে বারবার অভিযোগ জানিয়েও কোন লাভ হয়নি। গ্রামবাসী মোহাম্মদ ইয়াহিয়া অভিযোগ করে বলেন, আমাদের বিধায়ক সাবিত্রী মিত্র এই রাস্তার উদ্বোধন করেন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে আমরাও এসেছিলাম। মানিকচক হাইস্কুলের পার্শ্ববর্তী পাল্লুরোড থেকে মানিকচক ঘাট রোড সংযোগকারী এই রাস্তা নির্মাণ হবে বলে আমরা গ্রামবাসীরা খুব আনন্দিত ছিলাম। কিন্তু উদ্বোধনের এতদিন পেরিয়ে গেলেও রাস্তা নির্মাণ হয়নি,শুধুমাত্র কয়েক জায়গায় বাঁধের ক্ষতিগ্রস্ত জায়গায় বাঁশের খুঁটি দেওয়া ছাড়া কোনো কাজই হয়নি।এই বিষয়ে বারবার ব্লক প্রশাসনকে জানিয়েছি। কিন্তু কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করে নি বলে অভিযোগ এই বিষয়ে মানিকচক পঞ্চায়েত সমিতির নবনিযুক্ত সভাপতি পিংকি মন্ডল জানান,এই বিষয়ে আমার জানা নেই। বিষয়টি খোঁজ নিয়ে দেখছি। তবে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের আশ্বাস দেন সভাপতি পিংকি মন্ডল।

মালদার কালিয়াচক তিন নম্বর ব্লক প্রশাসনের উদ্যোগে জাতীয় পুষ্টি দিবস পালন করা হল

মালদা ঃ মালদার কালিয়াচক তিন নম্বর ব্লক প্রশাসনের উদ্যোগে জাতীয় পুষ্টি দিবস পালন করা হল। বিরনগর দুই নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েত সংলগ্ন ময়দানে আয়োজন করা হয়েছিল অনুষ্ঠানের। প্রদীপ প্রজ্জ্বলন করে অনুষ্ঠানের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন মালদা জেলা পরিষদের সভাধিপতি লিপিকা বর্মন ঘোষ। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন সিডিপিও নিতাই পাত্র, স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান সিম্পা সরকার সহ অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীরা । রাজ্য সরকারের উদ্যোগে গোটা সেপ্টেম্বর মাস পুষ্টি দিবস হিসেবে পালন করা হচ্ছে। তারই অঙ্গ হিসাবে আজ কালিয়াচক তিন নম্বর ব্লকের বির নগর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায়। গর্ভবতী মায়েদের এবং শিশুদের পুষ্টিকর খাবারের গুরুতর তুলে ধরা হয় অনুষ্ঠানে। তার পাশাপাশি এদিন এই পুষ্টি দিবসে পাঁচজন গর্ভবতী মহিলাদের স্বাদ ভক্ষণ এবং তিনজন শিশুর অন্নপ্রাশন দেওয়া হয়।

আইসিডিএস কর্মীদের নিয়ে সভা

মালদা ঃ গাজল ১৪ সেপ্টেম্বর গাজোল ব্লক ক্যাম্পাসের অন্নদাশঙ্কর সদনে গাজোল ব্লক প্রশাসনের উদ্যোগে আইসিডিএস কর্মীদের নিয়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ সভা অনুষ্ঠিত হয় ।এই সভায় আইসিডিএস কর্মীদের উন্নয়নমূলক বিষয় নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। এছাড়াও আইসিডিএস কর্মীদের কি কি সমস্যা রয়েছে সেগুলো শুনেন আধিকারিকরা। সমস্যা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয় । সভায় উপস্থিত ছিলেন গাজোল বিডিও অরুণ কুমার সরদার গাজোল ব্লক সি ডি পি ও খোকন দত্ত গাজর ব্লক উৎকর্ষ বাংলার আধিকারিক গাজোল ব্লক আইসিডিএস এর সুপারভাইজার গণ।

শিক্ষক ও শিক্ষিকাদের সংস্বর্ধনা অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হলো

মালদা ঃ গাজোল ব্লকের পান্ডুয়া চক্রের অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক ও শিক্ষিকাদের সংস্বর্ধনা অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হলো। অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক ও শিক্ষিকা সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের প্রথমে ডা.সর্বপল্লী রাধাকৃষানের ছবিতে মাল্য দানের মধ্য দিয়ে প্রদীপ জ্বালিয়ে রবীন্দ্র সংগীত ও নৃত্য মধ্য দিয়ে এই অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা হয় ।এরপর গাজোল পান্ডুয়া চক্রের অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষকশিক্ষিকাদের উত্তরীয় পরিয়ে ও ফুলের তোড়া দিয়ে বরণ করেন । এর পাশাপাশি বিশিষ্ট অতিথিদেরকেও বরণ করা হয়। উপস্থিত ছিলেন অরূপ কুমার দাস পান্ডুয়া চক্রের সভাপতি, রাজকুমার চৌধুরী পান্ডুয়াচক্রের সম্পাদক, গাজোল পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি মোজাম্মেল হোসেন প্রমুখ।

আজকের দিনটি

মেষ ঃ পারিবারিক চিন্তা। আয় কম, খর্চা বেশী। স্বাস্থ্য বাধা।

বৃষ ঃ প্রেমি-প্রেমিকার মধ্যে মনোমালিন্য। আর্থিক দুরাবস্থা, স্বাস্থ্যর অবনতি।

মিথুন ঃ ভোগ বিলাসে সময় কাটবে। ধনের অপব্যায়, পারিবারিক কার্যে বাধা।

কর্ক ঃ মান-সম্মান ও প্রতিষ্ঠায় বৃদ্ধি। অনিষ্ঠ গ্রহের শান্তি করান অন্যথা দুর্ঘটনার সম্ভাবনা।

সিংহ ঃ মুখরোচক আহারের সম্ভাবনা। বিদের ভ্রমণ বা অন্যান্য স্থানে ভ্রমণের যোগ। পরিবারে কিঞ্চিত অশান্তি।

কন্যা ঃ স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মধুর সম্পর্ক। ব্যবসায় লাভ।

বৃশ্চিক ঃ লম্বিত কার্য সম্পন্ন হইবে। সন্তান যোগের সম্ভাবনা। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সুসম্পর্ক ।

তুলা ঃ সন্তানের শারিরিক অবনতি। মা-বাবার সন্তান সুখ লাভ। গৃহ-ভূমি কেনার সম্ভাবনা।

ধনু ঃ নতুন কার্য ও নতুন ব্যাবসার উদ্বোধন। রাজনীতিজ্ঞদের উচ্চ পদ লাভ।

মকর ঃ পরিশ্রমদ্বারাই জীবনযাপন সুষ্ঠ ভাবে সম্ভব। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সুসম্পর্ক। ভ্রমণে সম্ভাবনা ।

কুম্ভ ঃ স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মধুর সম্পর্ক। ব্যবসায় লাভ।

মীন ঃ ব্যবসায় লোকসান, হওয়া কাজে বাধা, মহিলারা নিজের সাস্থ্যের দিকে লক্ষ রাখুন।

তান্ত্রিক অশোক স্বামী

ইডিকে ভর্ৎসনা বিচারপতির, দিদিমোদী জোট নিয়ে বিরোধীদের প্রশ্ন

কলকাতা ঃ পশ্চিমবঙ্গের নিয়োগ দুর্নীতি মামলা নিয়ে তদন্তরত কেন্দ্রীয় সরকারের সংস্থা ইডিকে তীব্র ভর্ৎসনা বিচারপতি অমৃতা সিনহার।

ইডির তদন্তের ধারা, তাদের কার্যকলাপ, তাদের প্রাথমিকতা, তাদের তথ্য না দেয়া নিয়ে একের পর এক প্রশ্ন তোলেন বিচারপতি। বস্তুত বিচারপতির প্রশ্নবানে খেই হারিয়ে ফেলেন কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার আধিকারিক ও আইনজীবীরা। বিচারপতি সিনহা সোজাসুজি বলেন, ''আপনারা ঠিকভাবে কাজ করছেন না। আমি জানি না, এর কারণটা কী?''

বিচারপতি বলেন, ''আপনারা যে নথি দয়েছেন, তাতে বলা হয়েছে, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মাত্র তিনটি বিমা আছে। তার কি কোনো ব্যাংক অ্যাকাউন্ট নেই? তিনি তো সাংসদ। তার বেতন তো ব্যাংক অ্যাকাউন্টে জমা পড়ে? সেসব বিবরণ নেই কেন?

তখন ইডির পক্ষ থেকে বলা হয়, এই বিবরণ অভিযুক্তর তরফে দেয়া হয়েছে। বিচারপতি বলেন, ''আপনারা কি পোস্ট অফিস? কেউ কিছু দিল, আপনারা সেটা কোর্টে দিয়ে দেবেন? আপনারা কেন তথ্য দেননি? আমি তো শকড। শুধু তিনটি বিমার কথা। আপনারা কি আদালতের কাছ থেকে তথ্য গোপন করতে চাইছেন?''

অভিষেকের সংস্থা লিপস অ্যান্ড বাউন্ডস নিয়েও ইডি সেভাবে কোনো তথ্যই দেয়নি বলে জানিয়েছেন বিচারপতি সিনহা। তিনি জানতে চান, ''কেন এই সংস্থার সব ডিরেক্টরকে জেরা করা হয়নি। ওদের কারখানায় কী হত?''

বিচারপতি বলেছেন, ''আপনারা যে গতিতে চলছেন, তাতে তদন্ত কোনোদিন শেষ হবে না। আপনারা দেশের সেরা তদন্তকারী। কিন্তু আপনারা যেভাবে চলছেন, যে গতিতে চলছেন, যে নথিপত্র দিচ্ছেন, তাতে আমার মনে সন্দেহ তৈরি হচ্ছে।''

বিটারপতি সিনহার প্রশ্ন, ''আপনারা কী চান? তদন্ত সময়ে হোক, নাকি এরকমভাবে দেরি করতে করতে সব সূত্র হারিয়ে যাবে, সেটা চান? আপনারা কি প্রশিক্ষিত? তদন্ত করার প্রশিক্ষণ পেয়েছেন?''

বিচারপতি জানিয়েছেন, ''আপনারা নিজে থেকে কিছু করছেন না। আদালতের নির্দেশের জন্য অপেক্ষা করছেন। আদালতের কাজ তদন্ত করা নয়। আদালত দেখছে, সবকিছু আইন মেনে হচ্ছে কি না। বিচারপতি বলেন, ইডি রিপোর্ট দিয়েছে, তাতে কোনো তথ্য নেই। বলা হচ্ছে, ফ্ল্যাট আছে, জমি আছে। তার কোনো বিস্তারিত বিবরণ নেই।'' অভিষেক বঃেদ্যাপাধ্যায়ের সংস্থা লিপস অ্যান্ড বাউন্ডস নিয়ে তার প্রশ্ন, একজন ডিরেক্টরকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হলো। বাকিদের কেন করা হলো না? তাদের একটা কারখানা আছে, সেটা নিয়েও বিস্তারিত কোনো তথ্য নেই। এভাবেই বিচারপতি ইডির তদন্ত নিয়ে চূড়ান্ত অসন্তোষ প্রকাশ করেন।

রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়া

বিচারপতির এই পর্যবেক্ষণের পর রাজ্যের বিরোধী নেতা শুভেন্দু অধিকারী বলেছেন, ''ইডির উপরে যে কেন্দ্রীয় সরকার বা বিজেপির কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই তা প্রমাণ হলো। এটাও সত্যি বন্দ্যোপাধ্যায় পরিবারের দুর্নীতি নিয়ে আদালত শেষ দেখতে চায়। ইডি আধিকারিকদের উচিত, সময়ে তদন্তের কাজ শেষ করা।'' তবে বিচারপতির পর্যবেক্ষণ থেকে কী করে বোঝা গেল, ইডি কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণের বাইরে তার কোনো ব্যাখ্যা শুভেন্দু দেননি।

তৃণমূলের মুখপাত্র কুণাল ঘোষ বলেছেন, ''ইডি তার তালিকায় কী রাখবে বা রাখবে না, তাদের বিষয়। অভিষেকের হলফনামায় সব সম্পত্তির বিবরণ আছে। ইডি কোনটা দিয়েছে, কোনটা দেয়নি সেটা তাদের ব্যাপার।। বিচারপতি অভিষেকের নাম করে জিজ্ঞাসা করছেন, ইডি জবাব দিচ্ছে, এই চিত্রনাট্যটা করে অভিষেককে বদনাম করার চেষ্টা হচ্ছে।''

প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অধীর চৌধুরী বলেছেন, ''একজন সাংসদের ব্যাংক অ্যাকাউন্ট থাকে না, সেটা যদি ইডি বলে, তাহলে তাদের আমি ইডিয়ট বলতে বেশি পছন্দ করব।''

সিপিএমের সুজন চক্রবর্তী এরপর আবার তৃণমূল-বিজেপি আঁতাতের প্রসঙ্গ আবার তুলেছেন। তিনি বলেছেন, ''আমরা যখন দিদিমোদী সেটিংয়ের কথা বলতাম, তখন অনেকে বিশ্বাস করতেন না। এখন বুঝুন।''

সিপিএম সাংসদ ও আইনজীবী বিকাশ রঞ্জন ভট্টাচার্য বলেছেন, ''বিচারব্যবস্থার স্বাধীন পদক্ষেপে ওরা আতঙ্কিত। মোদীমমতার গভীর আঁতাত আছে। ইডির মতো সংস্থাকে দখল করে নিয়েছে ওরা। ওরা ভাবতে পারেনি স্বাধীন বিবেকবান বিচারপতিরা এরকম পদক্ষেপ নেবেন।''

ইডি নিয়ে বিচারপতির পর্যবেক্ষণের পর তদন্ত নিয়েও নানান প্রশ্ন উঠেছে। সাংবাদিক আশিস গুপ্ত ডিডাব্লিউকে বলেছেন, ''এই সব ক্ষেত্রে রাজনৈতিক তদন্ত হচ্ছে। রাজনৈতিক প্রয়োজনে যখন নড়াচড়া করা দরকার তখন তদন্ত গতি পায়, আবার যখন ঢিলে দেয়ার দরকার হয়, তখন তা থেমে থাকে।''

প্রবীণ সাংবাদিক শুভাশিস মৈত্র বলেছেন, ''সারদার তদন্ত তো নয় বছর ধরে চলছে।''

আশিসের বক্তব্য, ''সারদাতে এত কিছু বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে বলে জানানো হলো, তার থেকে ক্ষতিপূরণ কতটা দেয়া হয়েছে? এই সব তদন্ত চলতেই থাকলে মানুষ একসময় আগ্রহ হারিয়ে ফেলেন।'' প্রশ্ন হলো, বিচারপতির এই কড়া মনোভাবের পর তদন্তে কি গতি আসবে? তদন্ত কি দ্রুত শেষ হবে?

জার্মানিতে পেইন্টিং চুরির কথা স্বীকার করলেন জাদুঘর কর্মী

বার্লিন ঃ জার্মানির মিউনিখের এক জাদুঘরের কর্মী কয়েকটি পেইন্টিং চুরি করে তার জায়গায় নকল পেইন্টিং রাখার কথা স্বীকার করেছেন। এর মধ্যে তিনটি পেইন্টিং বিক্রি করে ৭০ লাখ টাকার বেশি আয় করেছিলেন তিনি।

মিউনিখের জেলা আদালত সোমবার ৩০ বছর বয়সি ঐ ব্যক্তির বিরুদ্ধে তিনটি আসল পেইন্টিং বিক্রি ও একটি বিক্রি চেষ্টার দায়ে এক বছর নয় মাসের স্থগিত কারাদণ্ড দিয়েছেন। এছাড়া বিক্রি থেকে পাওয়া অর্থ জব্দেরও নির্দেশ দেয়া হয়েছে। ২০১৬ সালের মে থেকে ২০১৮ সালের এপ্রিল পর্যন্ত টেকনিক্যাল কর্মী হিসেবে ঐ জাদুঘরে কাজ করেছিলেন ঐ ব্যক্তি। জাদুঘরের সংরক্ষণাগারে তার প্রবেশের অধিকার ছিল। আদালত জানিয়েছে, ঐ ব্যক্তি শিল্পী ফ্রানৎস ফন স্টুকের 'দ্য ফেইরি টেল অফ দ্য ফ্রগ কিং' পেইন্টিংটি তার প্রপিতামহ বা দাদার সংগ্রহে ছিল দাবি করে সেটি বিক্রির জন্য মিউনিখের একটি নিলাম অফিসে দিয়েছিলেন। পরে ৮২ লাখ টাকা দিয়ে সেটি কিনে নেয় সুইজারল্যান্ডের এক গ্যালারি। নিলাম খরচ বাদ দিয়ে ঐ ব্যক্তি পান প্রায় ৫৮ লাখ টাকা।

এভাবে আরও দুটি পেইন্টিং বিক্রি করে আরও ১৪ লাখ টাকা পান ঐ ব্যক্তি।

এসব অর্থ দিয়ে তিনি ঋণ পরিশোধ করেন। এছাড়া অভিজাত জীবনযাপন শুরু করেছিলেন। আদালত বলছে, ঐ ব্যক্তি 'একটি নতুন ফ্ল্যাট, দামি হাতঘড়ি এবং... একটি রোলস রয়েস কিনেছেন'।

আদালতে ঐ ব্যক্তি শুধু চুরির কথা স্বীকারই করেননি, এমন কাজের জন্য 'আন্তরিক অনুশোচনা'ও প্রকাশ করেছেন। কিছু চিন্তাভাবনা না করেই তিনি এমন কাজ করেন বলেও জানান। তার কাছে এমন আচরণের কোনো ব্যাখ্যা নেই বলেও জানান ঐ ব্যক্তি।

তার বিরুদ্ধে দেয়া রায় চূড়ান্ত বলে জানিয়েছেন আদালত।

কলকাতায় ডেঙ্গু ছড়াচ্ছে, দায় এড়াচ্ছে পুরসভা

কলকাতা ঃ গত কয়েক মাস ধরে ধীরে ধীরে বাড়ছে ডেঙ্গু আক্রান্তের সংখ্যা। গত জুনে আক্রান্তের সংখ্যা ছিল ৬২৪। বর্ষার প্রকোপে জুলাইয়ে সেই সংখ্যা দ্রুত বাড়তে থাকে। ২০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে হয়েছে প্রায় ১৪ হাজার। বেসরকারি হিসেবে মৃতের সংখ্যা ৫০-এর আশেপাশে। আক্রান্তের সংখ্যা ক্রমশ বাড়ছে। ডেঙ্গুর প্রাদুর্ভাব দেখা যাচ্ছে মূলত কলকাতা ও তার পাশের উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা, হুগলি জেলায়। মশা নিয়ন্ত্রণে রাজ্য থেকে স্থানীয় প্রশাসনের ভূমিকা নিয়ে তাই এবারও প্রশ্ন উঠছে। প্রতিবেশী রাষ্ট্র বাংলাদেশ ডেঙ্গু ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে। তার পরিপ্রেক্ষিতে গত জুলাইয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছিলেন, বাংলাদেশ থেকে আসা মশা এখানে ডেঙ্গু ছড়াচ্ছে। এ নিয়ে বিতর্ক হয়েছিল।

এবার বিতর্ক হচ্ছে কলকাতার মেয়র ফিরহাদ হাকিমের মন্তব্য ঘিরে। তিনি বলেছেন, ''যেহেতু এখন আর লকডাউন নেই, করোনা নেই, মানুষের মুভমেন্ট রয়েছে। এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় মানুষ যাওয়া-আসা করছে। মানুষের এ রকম মুভমেন্টের কারণেই ডেঙ্গি ছড়িয়ে পড়ছে। কোথায় মশা কামড়াচ্ছে, তা তো বলা মুশকিল।''

এই মন্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে প্রশ্ন উঠেছে, মশা তুমি কোথা হইতে আসিয়াছো! বিরোধীরা বলছেন, পুর কর্তৃপক্ষ প্রতি বছর মশাবাহিত রোগের প্রাদুর্ভাব রুখতে ব্যর্থ হচ্ছে। তাই 'কোথাকার মশা কামড়াচ্ছে' বলে মশার বাসস্থান খোঁজার চেষ্টা করছে।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার সাবেক পরামর্শদাতা, ভাইরোলজিস্ট ডা. অমিতাভ নন্দী বলেন, ''কোন মশা কোথা থেকে এলো, সেটা কোন জায়গার মশা, সেই মশা ডেঙ্গু ছড়ায় কি না, ম্যালেরিয়ার মশার মধ্যে ভাইরাস ছিল কি না, এ সব আলোচনায় সময় নষ্ট করা ঠিক নয়। এগুলি আসলে মূল সমস্যা থেকে দৃষ্টি অন্যদিকে ঘুরিয়ে দেয়ার চেষ্টা।''

অথচ কলকাতা পুরসভায় পতঙ্গবাহিত রোগ নিয়ন্ত্রণে বছরে বরাদ্দ ৭০ কোটি টাকা। প্রতি বরোতে রয়েছে আলাদা আলাদা দল। চারজন ভেক্টর কন্ট্রোল আধিকারিক, ৩২টি গাড়ি রয়েছে। এমনকী ড্রোনেরও ব্যবহার করা হচ্ছে। সোমবার পুরসভার স্বাস্থ্য বিভাগ এডিস ইজিপ্টাই মশার লার্ভা মারতে ড্রোন থেকে রাসায়নিক পদার্থ ছড়িয়েছে। বিজেপি পুরো পিতা সজল ঘোষের প্রশ্ন, ''সারা বছর এই তৎপরতা কেন দেখা যায় না? কেনই বা পরিত্যক্ত বাড়ি বা এলাকা থেকে আবর্জনা সাফাইয়ের কাজ আগাম শুরু করা হয় না?'' পুরসভার মেয়র পরিষদ স্বাস্থ্য অতীন ঘোষ বলেন, ''বিরোধীরা এই সময় রাজনীতি না করে সচেতনতার প্রচার করুন প্রতি ওয়ার্ডে গিয়ে মানুষের সঙ্গে কথা বলুন।'' কিন্তু পুরসভাই কি আদৌ সচেতন? কলকাতা পুরসভা যদি ডেঙ্গু সামলাতে হিমশিম খায়, তা হলে আশপাশের জেলার পুর কর্তৃপক্ষের কী দশা হতে পারে? ডা. নন্দী বলেন, ''রোগের ট্রান্সমিশন ডায়ানামিক্স অর্থাৎ তা কীভাবে ছড়িয়ে পড়ে, এ নিয়ে নিরন্তর গবেষণা দরকার। কিন্তু আমাদের এখানে বিজ্ঞানকে অগ্রাহ্য করা হয়, মশা মারতে ব্লিচিং ছড়ানো হয়! তাই ডেঙ্গু ফিরে ফিরে আসে।''

প্রতি বছরের মতো এ বারও বিতর্ক হচ্ছে ডেঙ্গু সংক্রান্ত তথ্য নিয়ে। ন্যাশনাল সেন্টার ফর ভেক্টর বোর্ন ডিজিজ কন্ট্রোল-এর ওয়েবসাইটে দেখা যাচ্ছে, ২০১৮ থেকে ২০২২ সালে দেশের ৩৬টি রাজ্যের ডেঙ্গু আক্রান্ত ও মৃতের তথ্য রয়েছে। কিন্তু চলতি বছরে পশ্চিমবঙ্গের তথ্য কেন্দ্রীয় সংস্থার ওয়েবসাইটে নেই। বিরোধীরা অভিযোগ তুলছে, সরকার এবারও তথ্য গোপন করছে। বিরোধী বিজেপি, বাম, কংগ্রেসের দাবি, মহামারির আকার ধারণ করেছে ডেঙ্গু। কিন্তু সরকার নিজেদের ব্যর্থতা ঢাকতে প্রকৃত তথ্য জানাচ্ছে না।

চিকিৎসক সংগঠনের নেতা, ডা. মানস গুমটা বলেন, ''মিথ্যাচার করে ডেঙ্গু নিয়ন্ত্রণ করা যাবে না। জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরাও দিশা পাচ্ছেন না। মহামারিকে ছোট করে দেখালে সাধারণ মানুষ হালকা ভাবে নেবে। বিপদ এতে আরো বাড়বে।''

জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ ডা. সুবর্ণ গোস্বামী বলেন, ''সঠিক তথ্য ও তার বিশ্লেষণ না করলে মহামারি রোখার ক্ষেত্রে কার্যকরী পদক্ষেপ নেয়া যায় না। বিজ্ঞানসম্মত ভাবে খতিয়ে দেখার জন্য রোগের প্রাদুর্ভাব সম্পর্কে নির্ভুল তথ্য দরকার।''

এরই মধ্যে মশা নিয়ে রাজনীতিও চলছে পুরোদমে। আজ বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী বিজেপি বিধায়কদের নিয়ে স্মারকলিপি জমা দিতে যান স্বাস্থ্য ভবনে। পুলিশ তাকে বাধা দেয়ায় তুমুল বিতণ্ডা হয়। শাসক দল হালকা সুরে বলেছে, মশাকে জন্ম নিয়ন্ত্রণ কি শেখানো যায়! তা হলে ফি বছর ডেঙ্গুই ভবিতব্য কলকাতা ও রাজ্যবাসীর?

সরকার পতনের আন্দোলনে সামনে আসছে খালেদা জিয়ার মুক্তি

ঢাকা ঃ খালেদা জিয়ার মুক্তি ও বিদেশে চিকিৎসার বিষয়টি নিয়ে সরকার পতনের আন্দোলনে তীব্রতা বাড়াতে চাচ্ছে বিএনপি। তার মুক্তি ও বিদেশে চিকিৎসার জন্য পাঠাতে রোববার ৪৮ ঘন্টার আল্টিমেটাম দিয়েছে দলটি। কিন্তু সরকারের দিক থেকে এব্যাপারে কোনো সাড়া নেই। তাই বিএনপি মনে করছে তীব্র আন্দোলনের মাধ্যমেই খালেদা জিয়াকে মুক্ত ও সরকারের পতন ঘটাতে হবে। বিএনপির যুগপৎ আন্দোলনের শরিকেরাও সরকার পতনের এক দফা আন্দোলনের মধ্যে খালেদা জিয়ার মুক্তির বিষয়টি যুক্ত করেছে। তারা আরো মনে করছে, এরমধ্যে আন্তর্জাতিক চাপ সরকারের ওপর আরো বাড়বে । আন্তর্জাতিক চাপ ও খালেদা জিয়ার মুক্তির ইস্যু সরকার পতনের এক দফার আন্দোলনকে আরও তীব্র করবে। বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর নয়া পল্টনে এক সমাবেশে খালেদা জিয়ার মুক্তির জন্য সরকারকে ৪৮ ঘন্টার আল্টিমেটাম দেন। পরদিন সোমবার ধোলাইখালে এক সমাবেশে তিনি বলেন,আজকে তিনি (খালেদা জিয়া) জীবন-মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছেন, এতোই বেশি তার শরীর অসুস্থ যে ডাক্তাররা বলছেন, অবিলম্বে তার বাইরে চিকিৎসার ব্যবস্থা করা দরকার। সেই কারণে আমরা গতকাল বলেছি, ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে তাকে বাইরে চিকিৎসার ব্যবস্থা করুন, অন্যথায় এর সমস্ত দায়-দায়িত্ব এই সরকারকেই নিতে হবে। বিএনপির দেয়া ৪৮ ঘন্টার আল্টিমেটামের সময় প্রায় শেষ। গত দুই দিনে এনিয়ে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এবং আইনমন্ত্রী কথা বলেছেন। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান বলেছেন,খালেদা জিয়াকে বিদেশে চিকিৎসার জন্য নিতে আদালতের অনুমতি লাগবে। আদালতের অনুমতি ছাড়া এটা সম্ভব নয়। কারণ তিনি দণ্ডপ্রাপ্ত আসামি। আর বিদেশে যাওয়ার জন্য খালেদা জিয়ার পক্ষ থেকে কোনো আবেদন করা হয়নি। খালেদা জিয়ার সাজা স্থগিতের মেয়াদ পর্যায়ক্রমে বাড়ানো হচ্ছে। আর আইনমন্ত্রী অ্যাডভোকেট আনিসুল হক বলেছেন,খালেদা জিয়াকে উন্নত চিকিৎসার জন্য বিদেশে পাঠানোর ব্যাপারে আইনের বিদ্যমান অবস্থান থেকে সরকারের কিছু করার নেই। ফৌজদারি কার্যবিধির ৪০১ (১)-এর ধারার ক্ষমতাবলে শর্তযুক্তভাবে খালেদা জিয়ার সাজা স্থগিত রেখে মুক্তি দেওয়া হয়েছে। সেটি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার মহানুভবতায়। এখন আইনের যে পরিস্থিতি, তাতে যদি কোনো পরিবর্তন আনতে হয়, তাহলে খালেদা জিয়াকে আগে যে শর্তযুক্ত মুক্তি দেওয়া হয়েছিল, সেটিকে বাতিল করতে হবে।''

এর জবাবে বিএনপির আইন বিষয়ক সম্পাদক ও খালেদা জিয়ার আইনজীবী ব্যারিস্টার কায়সার কামাল বলেন,এখানে আদালতের কোনো বিষয় নেই। বেগম খালেদা জিয়াকে নির্বাহী আদেশে মুক্তি দিয়েছে সরকার। এখন সরকার চাইলে তাকে বিদেশে চিকিৎসার জন্য যেতেও অনুমতি দিতে পারে। এখানে আইন বা আদালতের কোনো বাধ্যবাধকতার বিষয় নেই। সরকার তাকে শর্ত সাপেক্ষে তার সাজা স্থগিত রেখে মুক্তি দিয়েছে। ফৌজদারি কার্যবিধির ৪০১ ধারায় শর্তহীনভাবেও মুক্তি দেয়ার বিধান আছে। তাকে এখন শর্তহীনভাবে মুক্তি দিলেই হলো। খালেদা জিয়ার দণ্ড প্রসঙ্গে তিনি বলেন,নির্বাহী ক্ষমতা দণ্ডপ্রাপ্তদের জন্যও সমানভাবে প্রযোজ্য। ১৯৭৬ সালে আ স ম আব্দুর রবও দণ্ডপ্রাপ্ত ছিলেন। তাকেও কিন্তু নির্বাহী আদেশে মুক্তি দিয়ে বিদেশে চিকিৎসার জন্য যেতে দেয়া হয়েছিল। আরেক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন,খালেদা জিয়ার জামিনের জন্য আমরা আদালতে গিয়েছি। কিন্তু আদালত জামিন দেননি। এই কারণেই তাকে নির্বাহী আদেশে মুক্তি দেয়া হয়। আর গত ৫ সেপ্টেম্বর আমরা সরকারের কাছে তাকে বিদেশে চিকিৎসার জন্য পাঠানোর আবেদন করেছি। চিকিৎসকেরা জানিয়েছেন খালেদা জিয়ার জন্য বাংলাদেশে আর কোনো চিকিৎসা নেই। ফলে বিদেশে যাওয়া ছাড়া তার আর কোনো উপায় নেই, বলেন ব্যারিস্টার কায়সার কামাল। খালেদা জিয়াকে সর্বশেষ ঢাকা এভারকেয়ার হাসপাতালে ভর্তি করা হয় ৯ আগস্ট। তিনি এখনো হাসপাতালেই চিকিৎসাধীন আছেন। দুর্নীতির মামলায় দণ্ডপ্রাপ্ত হলে ২০১৮ সালের ৮ ফেব্রুয়ারি খালেদা জিয়াকে কারাগরে পাঠানো হয়। ২০২০ সালের ২৫ মার্চ তাকে নির্বাহী আদেশে ছয় মাসের জন্য মুক্তি দেয়া হয়। এরপর থেকে তার মুক্তির মেয়াদ বাড়িয়ে বাড়িয়ে কারাগারের বাইরে নিজ বাসায় রাখা হচ্ছে তাকে। বিএনপি এখন তার চূড়ান্ত মুক্তি ও চিকিৎসার জন্য বিদেশে পাঠাতে কঠোর আন্দোলনে যাচ্ছে। বিএনপির ভাইস চেয়ারম্যান আহমেদ আজম খান বলেন,বেগম খালেদা জিয়ার মুক্তির জন্য এখন আমরা কঠোর আন্দোলনে যাচ্ছি। আমরা আন্দোলনের মাধ্যমে সরকারের পতন ঘটিয়ে খালেদা জিয়াকে মুক্ত করব। সরকারকে ৪৮ ঘন্টার সময় দেয়ার পরও সরকার কোনো ব্যবস্থা নেয়নি। সুতরাং আমাদের কঠোর আন্দোলন ছাড়া আর কোনো উপায় নেই। বিএনপির ৩ অক্টোবর পর্যন্ত আন্দোলনের কর্মসূচি দেয়া আছে। আহমেদ আজম খান বলেন, ৩ অক্টোবর বা তার আগেই এই কর্মসূচি ঘোষণা করা হবে। এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন,সরকার পতনের এক দফা আন্দোলনের মধ্যে খালেদা জিয়ার মুক্তি এবং বিদেশে চিকিৎসার বিষয়টি আগেও ছিল। এখন আরো সামনে চলে আসল। কারণ তিনি জীবন-মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে আছেন। আমরা মনে করি এই ইস্যুতে আন্দোলন আরো বেগবান হবে। সারাদেশের নেতা কর্মিরা তার মুক্তির অপেক্ষায় আছেন। বিএনপির সঙ্গে যুগপৎ আন্দোলনের শরিক বিপ্লবী ওয়াকার্স পার্টির সাধারণ সম্পাদক সাইফুল হক বলেন,খালেদা জিয়ার মুক্তি ও দেশের বাইরে চিকিৎসার বিষয়টি আমাদের যুগপৎ আন্দোলনের মধ্যেও আছে। সরকার পতনের আন্দোলনে এটি এখন সামনে চলে এসেছে। তিনি জানান,অক্টোবর মাসেই আন্দোলন চূড়ান্ত পরিণতির দিকে নেয়া হবে। আমরা সচিবালয়, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, আদালত ঘেরাওয়ের কর্মসূচি নিয়ে আসছি। হরতালও আমাদের বিবেচনায় আছে। এছাড়া অবরোধ, অবস্থান কর্মসূচিসহ আরো অনেক টানা কর্মসূচি দেয়া হবে। যুগপৎ এই কর্মসূচি সহসাই ঘোষণা করা হবে। তিনি মনে করেন,মার্কিন ভিসা নীতি কার্যকরই শেষ নয়। এর পর আরো স্যাংশন আসবে। প্রতিষ্ঠানের ওপর স্যাংশন আসতে পারে। তখন সরকার ভয়াবহ পরিস্থিতির মধ্যে পড়বে। আন্তর্জাতিক চাপ আরও বাড়বে। সাংবাদিকরাও ভিসা নীতির আওতায় আসায় সরকারে ওপর চাপ পড়বে। সংবাদমাধ্যমে বিরোধীদের খবর পাওয়া যাবে। এখন তো প্রায় সব খবরই সরকারের খবর। এদিকে নভেম্বরের প্রথম সপ্তাহে জাতীয় নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা করা হবে বলে জানিয়েছে নির্বাচন কমিশন । নির্বাচন আগামী বছরের জানুয়ারি মাসের প্রথম সপ্তাহে। সাইফুল হক বলেন,তাই অক্টোরই আমাদের সময়। এই সময়েই আমরা যুগপৎভাবে সরকারের পতন ঘটাতে যা করা দরকার করব।

সম্পাদকীয়

এখনো কেন জন্মনিরোধ ব্যবহারে কাঙ্ক্ষিত অর্জন নেই

প্রতিবছর ২৬ সেপ্টেম্বর বিশ্ব জন্মনিরোধ দিবস পালন করা হয়। স্থানীয় ও বৈশ্বিক পর্যায়ে সাধারণ মানুষের কাছে জন্মনিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধিতে ২০০৭ সাল থেকে এ দিবস পালন করা হয়ে আসছে যৌন ও প্রজননস্বাস্থ্য নিশ্চিতকরণে একটি জোট বা মোর্চার মাধ্যমে। এ বছর বিশ্ব জন্মনিরোধ দিবসের মূল প্রতিপাদ্য হলো 'বিকল্পের ক্ষমতা', অর্থাৎ জন্মনিরোধককে বেছে নেওয়া বা পছন্দের মধ্য দিয়ে প্রজননস্বাস্থ্যের নিয়ন্ত্রণ, যার মাধ্যমে একজন ব্যক্তি ক্ষমতায়িত হয়ে থাকেন। এ প্রতিপাদ্য শুধু জন্মনিরোধকের ব্যবহার নয়, বরং একজন ব্যক্তি বা দম্পতির কাছে জন্মনিরোধকের বেছে নেওয়া বা পছন্দের সুযোগদান, ব্যক্তির স্বাধীনতার সম্প্রসারণ, তথ্যের সরবরাহের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং প্রজননস্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনার বৈশ্বিক প্রচেষ্টাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া। জন্মনিরোধের ব্যবহার শুধু অনাকাঙ্ক্ষিত গর্ভধারণ প্রতিরোধেই মুখ্য ভূমিকা পালন করে না, একই সঙ্গে যৌনবাহিত রোগ দম্পতি বা সঙ্গীর এবং মা ও নবজাত শিশুকে সংক্রমণের ক্ষেত্রে তা হ্রাস করে। পরোক্ষভাবে অনিরাপদ গর্ভপাতকে হ্রাস করে। জন্মনিয়ন্ত্রণ না করলে বা পরিকল্পনা অপরিকল্পিত হলে

অনাকাঙ্ক্ষিত গর্ভধারণ, গর্ভপাত, মাতৃমৃত্যু, শিশুমৃত্যু, যৌনবাহিত রোগসহ প্রজননস্বাস্থ্যে বিরূপ প্রভাব বা ঝুঁকি বাড়াবে। জন্মনিরোধ নিয়ে জ্ঞান থাকলেও একাধিক কারণে এর যথাযথ ব্যবহারে প্রতিবন্ধকতা থেকে যায়। পদ্ধতির পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া সম্পর্কে দুশ্চিন্তা, নিম্নমানের সেবা সরবরাহ, জন্মনিরোধের সীমিত প্রাপ্যতা, ধর্মীয় বা সাংস্কৃতিকভাবে বিরোধিতা, জেন্ডারভিত্তিক বাধা ইত্যাদিই এ ক্ষেত্রে মুখ্য। দেশকালসমাজভেদে জন্মনিয়ন্ত্রণ নিয়ে কখনো কখনো ভুল ধারণা লক্ষ করা যায়। যেমন পিল খেলে শরীরের ওজন বেড়ে যাবে, মাথার চুল পড়ে যাবে, ক্যানসার হবে, স্বাভাবিক প্রজননক্ষমতাকে হ্রাস করবে, বয়স্ক মানুষের জন্মনিরোধ ব্যবহার করার প্রয়োজন নেই, কনডম ও পিলের বাইরে আর কোনো জন্মনিরোধ নেই এমন রকম বহুবিধ ধারণা থাকতে পারে। আবার 'অর্থনৈতিক সচ্ছলতা থাকলে জন্মনিয়ন্ত্রণ বা পরিবার ছোট রাখার কোনো প্রয়োজন নেই' এমন ধারণাও ভুল। এ রকম ধারণা থেকে আমাদের বের হয়ে আসতে হবে। মনে রাখতে হবে, অধিক সন্তান ধারণ বা পরিবার ছোট না রাখা পরিকল্পিত সুন্দর জীবন ও ভবিষ্যৎ নির্মাণে বাধা। কিন্তু এ ক্ষেত্রে ব্যক্তি ও দম্পতিকে সব ভুল ধারণা বা ভুল বিশ্বাস থেকে মুক্ত হতে হবে এবং বিজ্ঞানসম্মত গবেষণালব্ধ ফলাফলে আস্থা রাখতে হবে। পরিবার পরিকল্পনার মাধ্যমে একজন দম্পতি যৌথ সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে সর্বমোট কয়টি সন্তান নেবেন, কত দিনের বিরতি নেবেন, সঠিক তথ্যের ভিত্তিতে জন্মনিয়ন্ত্রণে পছন্দসই কী কী পদ্ধতি স্বেচ্ছায় ব্যবহার করবেন ইত্যাদি বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকেন। এসব সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে সামগ্রিক পরিকল্পনা গ্রহণ হচ্ছে এর গুরুত্বপূর্ণ অংশ। দম্পতি বা স্বামীস্ত্রী যৌথভাবে আলোচনা করে পরিকল্পিতভাবে পরিবার গঠনে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করাই পরিবার পরিকল্পনা। যেকোনো পরিকল্পনার লক্ষ্য হলো সুন্দর ভবিষ্যৎ গঠন। এ ক্ষেত্রে সঠিক পরিকল্পনার মাধ্যমে পরিবারের সার্বিক মঙ্গল ও উন্নতিসাধনই পরিবার পরিকল্পনার লক্ষ্য। পরিবার পরিকল্পনায় দীর্ঘ মেয়াদে সাফল্য থাকলেও (১৯৭৫ সালে জন্মনিরোধ ব্যবহারের হার ছিল ৮ শতাংশ, ১৯৯৩-৯৪ সালে ৪৪.৬ শতাংশ, ২০১১ সালে পৌঁছেছে ৬১.২ শতাংশ) ২০১১ সাল থেকে বর্তমান পর্যন্ত একধরনের স্থিতাবস্থা বজায় রয়েছে বা কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছতে পারেনি। নীতি ও পরিকল্পনার যথাযথ বাস্তবায়ন না হওয়া, উচ্চাকাঙ্ক্ষী লক্ষ্যমাত্রা, অপর্যাপ্ত সম্পদ ও ব্যবস্থাপনায় ঘাটতি, অংশীজনদের মধ্যে সমন্বয়ে ঘাটতিসহ বিভিন্ন কারণে লক্ষ্যমাত্রা অর্জন ব্যাহত হয়েছে। যেসব চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন, তা হলো পরিবার পরিকল্পনার উচ্চ অপূর্ণ চাহিদা, কিশোরী মাতৃত্ব, জন্মনিরোধ ব্যবহারের হারে স্থিতাবস্থা, প্রসবপরবর্তী পরিকল্পনায় কম প্রবেশগম্যতা, স্বল্পমেয়াদি উচ্চ জন্মনিরোধক বন্ধ, পদ্ধতি ব্যবহারে অসমতা বা ভিন্নতা, গুণগত নিরবচ্ছিন্ন সেবা প্রদান, শহরে বস্তিসহ দেশে বঞ্চিত এলাকায় ও জনগোষ্ঠীতে সেবা নিশ্চিত করা, জলবায়ুর পরিবর্তন, পুরুষের অংশগ্রহণ, অপর্যাপ্ত জনবল, সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে সমন্বয়, এনজিও, পাবলিকপ্রাইভেট অংশীদারত্ব, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নগবেষণা কার্যক্রম সম্পাদন করা।

যুক্তরাষ্ট্র কি নতুন আরেকটা যুদ্ধে জড়িয়ে পড়বে?

আর্মেনিয়ার প্রধানমন্ত্রী নিকোল পাশিনিয়ান যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে জোটবদ্ধ হওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। সম্ভবত ন্যাটোর সঙ্গেও জোটবদ্ধ হতে চান তিনি। সর্বশেষ খবর অনুযায়ী, রাজধানী ইরেভানে বিক্ষোভ সমাবেশের পাশাপাশি যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে যৌথ সামরিক মহড়ার আয়োজন করেন তিনি। কিন্তু ওয়াশিংটনের সঙ্গে আর্মেনিয়ার কোনো চুক্তি হোক, সেটা হতে দিতে চায় না মস্কো।

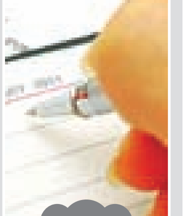

স্টিফেন ব্রায়েন
প্রাবন্ধিক

প্রায় ৩০ লাখ মানুষের দেশ আর্মেনিয়া। আজারবাইজান, তুরস্ক, ইরান ও জর্জিয়ার দেশটির চারপাশ ঘিরে আছে। তুরস্ক ঐতিহাসিকভাবে আর্মেনিয়ার শত্রুদেশ। কিন্তু সাম্প্রতিক বছরগুলোতে তারা নাগোরনো কারাবাখ অঞ্চলের জাতিগতভাবে আর্মেনীয় ও ধর্মীয়ভাবে খ্রিষ্টান সম্প্রদায়ের জনগোষ্ঠীকে সমর্থন দিচ্ছে। এর জন্য আজারবাইজাইনের সঙ্গে আর্মেনিয়ার বিরোধ সৃষ্টি হয়েছে।

যুক্তরাষ্ট্রের ভেতরে আর্মেনিয়ার জন্য বড় ধরনের সমর্থনই রয়েছে। এর পেছনে বিশেষ কারণ হলো, তুরস্ক দুই দফায় (১৮৯৪-১৮৯৬ এবং ১৯১৫-১৯১৮) আর্মেনীয়দের ওপর গণহত্যা চালায়। যুক্তরাষ্ট্রে এখন প্রায় চার লাখ আর্মেনীয় ভিন্নমতাবলম্বী বাস করেন।

নাগোরনো কারাবাখ দক্ষিণ ককেশাসের বিরোধপূর্ণ এলাকা। সোভিয়েত ইউনিয়ন আমলে এটি আজারবাইজানের অংশ ছিল। কিন্তু আর্মেনিয়া নাগোরনো কারাবাখকে নিজেদের ভূখণ্ড বলে দাবি করে আসছে। আর্মেনিয়া ও আজারবাইজান দুটিই সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত রাষ্ট্র।

সেখানকার অধিকাংশ ভূখণ্ডের নিয়ন্ত্রণ এখন আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃতিহীন আর্টশাখ প্রজাতন্ত্রের (নাগোরনো কারাবাখ প্রজাতন্ত্র নামেও পরিচিত)। প্রথম নাগোরনো কারাবাখ যুদ্ধের ফসল হিসেবে এর জন্ম। ১৯৯৪ সালে এই যুদ্ধ শেষ হয়। আর্মেনিয়ার বিরুদ্ধে ওই অঞ্চলের জাতিগতভাবে আজেরিসদের বিরুদ্ধে শুদ্ধি অভিযান চালানোর অভিযোগ রয়েছে। সেখানকার বাড়িঘর, কৃষিখামার, মসজিদ এমনকি কবরস্থান ধ্বংস করে তারা। হাজার হাজার স্থানীয় মুসলমানকে দেশছাড়া করে।

আজারবাইজানের স্বার্থের সূত্র ধরেই নাগোরনো কারাবাখ অঞ্চলে রাশিয়ানদের অবস্থানের কারণ রয়েছে। আর্মেনিয়াতে যদি যুক্তরাষ্ট্র কোনো সেনাঘাঁটি তৈরি করতে যায়, তাতে প্রধান বাধা তৈরি করবে সেখানে রাশিয়ানদের উপস্থিতি। একইভাবে সেখানে ইরানের স্বার্থও রয়েছে। আর্মেনিয়ায় আমেরিকার সেনাঘাঁটি হলে সরাসরি হুমকিতে পড়বে ইরান।

২০২০ সালেও নাগোরনো কারাবাখ অঞ্চলে যুদ্ধ হয়। সেই যুদ্ধে আজারবাইজান বড় বিজয় পায়। পাশিনিয়ানের নেতৃত্বাধীন আর্মেনিয়ার সরকারের বড় পরাজয়। এ পরাজয়ের জন্য পাশিনিয়ান রাশিয়ার সহযোগিতার ঘাটতিকে দায়ী করেছিল। যদিও ভ্লাদিমির পুতিনের মধ্যস্থতায় সমঝোতা মেনে নেন। সমঝোতা অনুযায়ী, লাচিন করিডরে রুশ শান্তিরক্ষী মোতায়েনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়, যাতে নাগোরনো কারাবাখ প্রজাতন্ত্রের রাজধানী স্টেপানাকার্টকে সুরক্ষা দেওয়া যায়।

সম্প্রতি আজারবাইজান কর্তৃপক্ষের দাবি অনুযায়ী, আর্মেনীয় বাহিনী নাগোরনো কারাবাখ অঞ্চলে ঢুকে পড়ে আজারবাইজানের সামরিক অবস্থান লক্ষ্য করে গোলা নিক্ষেপ শুরু করে। তারা এই অভিযানের নাম দিয়েছে আজারবাইজানের সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে তথাকথিত সন্ত্রাসবিরোধী অভিযান। আর্মেনিয়া আবারও রাশিয়ার মধ্যস্থতায় অস্ত্রবিরতির সিদ্ধান্ত নিয়েছে। কিন্তু পরিস্থিতি তীব্রভাবে অস্থিতিশীল রয়ে গেছে।

২০ সেপ্টেম্বর নাগোরনো কারাবাখ অঞ্চলে রাশিয়ার শান্তিরক্ষীদের একটি দলের ওপর ছোট অস্ত্র দিয়ে গুলি করা হয়। দলটির সবাই নিহত হন। এটি স্পষ্টত রাশিয়ানদের উদ্দেশে প্ররোচনামূলক কর্মকাণ্ড। এই গুলির সঙ্গে সেখানকার আর্মেনীয়পন্থীরা জড়িত থাকার সম্ভাবনা বেশি। এ ঘটনায় রাশিয়া ও আজারবাইজান যৌথ তদন্ত শুরু করেছে।

রুশ ও ইউরোপীয় বিশ্লেষকেরা মনে করেন, আর্মেনিয়ার প্রধানমন্ত্রী নতুন এই সংঘাতে জড়িয়ে পড়ার কারণ হলো, তিনি নাগোরনো কারাবাখ থেকে রাশিয়ানদের তাড়াতে চান। নিদেনপক্ষে রাশিয়ানদের দুর্ভোগে ফেলতে চান।

অস্ত্রবিরতির শর্তের মধ্যে রয়েছে নাগোরনো কারাবাখের আর্মেনিয়াপন্থী যোদ্ধারা অস্ত্রসমর্পণ করবেন। বাস্তবে ঘটবে কি না, সেটা বলার সময় এখনো আসেনি। নাগোরনো কারাবাখে সামনের দিনে রাশিয়ান শান্তিরক্ষীরা থাকবেন কি না, তা নিয়ে অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছে। এর মধ্যেই যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে আর্মেনিয়ার প্রেম যেভাবে উথলে উঠছে, তাতে রাশিয়ানদের কপালে দুশ্চিন্তার ভাঁজ পড়তে শুরু করেছে।

নিকোল পাশিনিয়ান আর্মেনিয়া আজারবাইজান বিরোধে এর মধ্যেই যুক্তরাষ্ট্রকে হস্তক্ষেপ করার আহ্বান জানিয়েছেন। ওয়াশিংটন সেই আহ্বানে সাড়া না দিলেও রাশিয়া ও অন্যদের মতো নতুন করে সংঘাত সৃষ্টি হওয়ায় নিন্দা জানিয়েছে। আজারবাইজানের স্বার্থের সূত্র ধরেই নাগোরনো কারাবাখ অঞ্চলে রাশিয়ানদের অবস্থানের কারণ রয়েছে। আর্মেনিয়াতে যদি যুক্তরাষ্ট্র কোনো সেনাঘাঁটি তৈরি করতে যায়, তাতে প্রধান বাধা তৈরি করবে সেখানে রাশিয়ানদের উপস্থিতি। একইভাবে সেখানে ইরানের স্বার্থও রয়েছে। আর্মেনিয়ায় আমেরিকার সেনাঘাঁটি হলে সরাসরি হুমকিতে পড়বে ইরান।

এখন রাশিয়া যদি ইরানের ওপর নির্ভর করে নাগোরনো কারাবাখ থেকে সরে যায়, তাহলে সেটা হবে যুক্তরাষ্ট্রের জন্য মোক্ষম এক সুযোগ। যুক্তরাষ্ট্র যদি আর্মেনিয়ায় সেনাঘাঁটি স্থাপন করতে চায়, তাহলে রাশিয়া কী নিশ্চুপ বসে থাকবে?

আর্মেনিয়া ভালো করেই রাশিয়ার প্রভাববলয়ে থাকা দেশ। এ ছাড়া ইউক্রেন, ককেশাস ও মধ্য এশিয়ায় যুক্তরাষ্ট্র ও ন্যাটো যেভাবে নিজেদের প্রভাব বাড়াতে তৎপর, সেটা রাশিয়ার জন্য সতর্কবার্তা।

গবেষকেরা মনে করেন, যুক্তরাষ্ট্রকে যদি তার বৈশ্বিক আধিপত্য বজায় রাখতে হয়, তাহলে ইউরেশিয়া অঞ্চলকে হাতে রাখতে ও নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। যুক্তরাষ্ট্র আবারও জর্জিয়া, উজবেকিস্তান কিংবা অন্য যেকোনো অঞ্চলে (আর্মেনিয়া) মাথাচাড়া দিতে শুরু করেছে।

নিকোল পাশিনিয়ান যুক্তরাষ্ট্রের কাছে সমর্থন ও সহযোগিতা চাইছেন। একই সঙ্গে তিনি নাগোরনো কারাবাখে পরাজয়ের জন্য রাশিয়াকে দোষারোপ করছেন। পাশিনিয়ান এই কৌশলের প্রয়োগ অব্যাহত রাখবেন। রাশিয়া আবার সেটা চুপ করে সহ্য করবে না।

এখন প্রশ্ন হলো, ভবিষ্যতে যুক্তরাষ্ট্র কি আর্মেনিয়াতে সেনা মোতায়েন করবে? রাশিয়ার সঙ্গে সরাসরি যুদ্ধে জড়িয়ে পড়বে?

সাময়িকী

ইউরোপীয় মূল্যবোধের ভিত কেন নড়বড়ে হয়ে যাচ্ছে

বছর ১৭ আগে আমি যখন ইন্টারন্যাশনাল রিলেশন্স অ্যান্ড ইউরোপিয়ান স্টাডিজ (আন্তর্জাতিক সম্পর্ক ও ইউরোপীয় পাঠ) বিষয়ে মাস্টার্স করছিলাম, তখন 'ইউরোপীয় মূল্যবোধ' কথাটার খুব চল ছিল। আমার মনে আছে, সেই সময়টাতে অধ্যাপক ও শিক্ষার্থীরা ইউরোপীয় মূল্যবোধ শুধু ইউরোপিয়ান ইউনিয়নেই (ইইউ) নয়, বরং তার বাইরেও ব্যাপক গুরুত্ব বহন করে বলে বিশ্বাস করতেন। ইইউ সম্প্রসারণের প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে ওই সময়টায় ইউরোপীয় মূল্যবোধ ও ইউরোপীয় মান বজায় রাখার বিষয়গুলো বারবার সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোতে উপস্থাপন করা হচ্ছিল। মধ্য ইউরোপ ও বাল্টিক অঞ্চলের ১০টি দেশকে ২০০৪ সালে নতুন সদস্য হিসেবে নিয়ে ইইউ যখন নিজেকে সম্প্রসারিত করেছিল, আমি ঠিক তার পরের সময়কার কথা বলছি। নতুন ইইউ সদস্য হওয়া রাষ্ট্রগুলো থেকে আসা আমার সহপাঠীদের তখন খুব আনন্দিত মনে হচ্ছিল। তাঁরা তাঁদের দেশের নতুন ভবিষ্যৎ নিয়ে উচ্ছ্বসিত ছিলেন। এমনকি আমার জন্মভূমি বসনিয়ার মানুষও ইউরোপের একীভূত হওয়াকে ইতিবাচকভাবে নিয়েছিল। সেখানকার নাগরিকেরা এটিকে তাঁদের যুদ্ধপরবর্তী চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার একটি অন্যতম সহায়ক শক্তি হিসেবে দেখেছিলেন। বসনিয়ার মানুষ তখন ইইউতে যোগ দেওয়াকে ইউরোপীয় মূল্যবোধ ও মানকে গ্রহণ করে নেওয়ার সমার্থক মনে করছিলেন। তাঁরা মনে করছিলেন, বসনিয়া ইউরোপীয় মূল্যবোধকে আত্মস্থ করলে তা বসনিয়ার সমস্যাগুলোর সমাধান করবে। তাঁরা মনে করছিলেন, বসনিয়া ইউরোপীয় মূল্যবোধকে গ্রহণ করলে তার বিনিময়ে ব্রাসেলস পূর্ণ সদস্যপদ দিয়ে দেশটিকে পুরস্কৃত করবে। সাবেক কমিউনিস্ট, তৎকালীন জাতীয়তাবাদী, উদারপন্থী এবং সংখ্যায় দ্রুত বাড়তে থাকা ইইউ বিশেষজ্ঞরা ইউরোপীয় মূল্যবোধের এই প্রসারকে তখন স্বাগত জানাচ্ছিলেন। বিশেষ করে বলকান অঞ্চলে ইউরোপীয় মূল্যবোধের বিষয়ে তখন এতটাই আশাবাদ দেখা যাচ্ছিল যে ইউরোপীয় মূল্যবোধের ধারণা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন এমন কোনো জনপরিচিত ব্যক্তিত্বের কথা আমি মনে করতে পারি না। ৩০ লাখ মানুষের আবাসস্থল বসনিয়ায় কয়েক ডজন রাজনৈতিক দল থাকলেও সেখানে তখন একটি দলও ইউরোপবিরোধী ছিল না। কিন্তু এই মূল্যবোধের ধারণাটি মূলত ইইউর একটি কাল্পনিক ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। বিপুল ইস্পাত ও কয়লা সম্পদের মালিকানা থাকা যে ছয়টি শক্তিধর দেশ ইইউর মূল চালিকা শক্তি, তারা ১৯৫০ এর দশকে গণতন্ত্র ও মানবাধিকার প্রশ্নে আজকের ইউরোপীয় মূল্যবোধের ধারেকাছেই ছিল না। জার্মানি ওই সময়টাতে যুক্তরাষ্ট্রের 'অভিভাবকত্বে' এবং ইতালি কমিউনিস্টদের দখলে যাওয়ার দ্বারপ্রান্তে ছিল। গ্রিসে জান্তা শাসনের অবসানের মাত্র সাত বছর পর দেশটি ১৯৮১ সালে ইউরোপিয়ান ইউনিয়নে যোগ দেয়। ফ্রাঙ্কো ও সালাজারের এক যুগের বেশি সময়ের স্বৈরশাসনের পর ১৯৮৬ সালে স্পেন ও পর্তুগাল যোগ দেয়। এই গ্রুপে যোগদানের শর্ত হিসেবে আজকে পশ্চিম বলকানের দেশগুলোর কাছ থেকে যতখানি ইউরোপীয় মূল্যবোধের চর্চা আশা করা হয়, গ্রুপটি সম্প্রসারণের প্রথম দিকে তা কারও কাছে আশা করা হতো না। তবে গত কয়েক দশকে ইইউ তার মূল্যবোধ সমুন্নত রাখা প্রশ্নে যথেষ্ট এগিয়েছিল। কিন্তু ইইউ সম্প্রসারণের এতগুলো বছর পর আজ মনে হচ্ছে, ইউরোপীয় মূল্যবোধের ভিত নড়বড়ে হয়ে গেছে। আজকের ইউরোপীয় ইউনিয়নভুক্ত দেশগুলোর মধ্যে এই বিষয়গুলো ক্রমাগত কমছে। ফলে ইউরোপীয় মূল্যবোধ একসময় যেভাবে ইইউয়ের আদর্শিক শক্তি হিসেবে কাজ করত, এখন তা আর করে না। ইউরোপীয় মূল্যবোধ গ্রহণ করলে দক্ষিণপূর্ব ইউরোপের সমাজগুলো এগিয়ে যাবে এই ধারণা এখন আর আগের মতো বিশ্বাসযোগ্য নয়। বছরের পর বছর ধরে ইইউ কর্মকর্তারা ইউরোপীয় মূল্যবোধের পরিসরকে ক্রমাগত প্রসারিত করে যাচ্ছে। মূলত ইউরোপীয় মূল্যবোধ গ্রহণ করার অর্থ হলো রাজনীতিতে আরও ভব্যতা আনা, দুর্নীতি কমিয়ে আনা, স্বার্থের সংঘাত কমানো, জাতীয়তাবাদের অবনমন ঘটানো এবং অধিকতর সংহতি নিশ্চিত করা। কিন্তু আজকের ইউরোপীয় ইউনিয়নভুক্ত দেশগুলোর মধ্যে এই বিষয়গুলো ক্রমাগত কমছে। ফলে ইউরোপীয় মূল্যবোধ একসময় যেভাবে ইইউয়ের আদর্শিক শক্তি হিসেবে কাজ করত, এখন তা আর করে না।

হামজা কার্সিক
কলামিস্ট

চীনা আমলাদের ঘুষ খাওয়ার কারণ কী

ইয়ংহেং ডেং

উন্নয়নশীল দেশগুলোতে তো বটেই, এমনকি অনেক উন্নত দেশেও সরকারি কর্মকর্তাদের ঘুষ খাওয়ার বিষয়টি একটি বিরাট সমস্যা। গবেষণায় বারবার দেখা গেছে, ঘুষ বা উৎকোচ অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও উন্নয়নের সামনে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। এ কারণে দুনিয়াজুড়ে সরকারগুলো ঘুষের মূলোৎপাটনে অবিরাম চেষ্টা চালিয়ে যায়।

ঘুষ ও অর্থনৈতিক অনিয়ম ঠেকাতে চীনে দুর্নীতিবিরোধী অভিযানকে বিশেষ অগ্রাধিকার দেওয়া হয়ে থাকে। ২০১৩ সাল থেকে এ পর্যন্ত শত শত উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মকর্তাকে এবং ১০ লাখের বেশি নিম্নপদস্থ কর্মচারীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তাঁদের অনেককেই বিচারের মাধ্যমে সাজা দেওয়া হয়েছে। দুর্নীতি ব্যবসায়ীদের খরচ বাড়ায়, অর্থনৈতিক দক্ষতাকে বাধাগ্রস্ত করে এবং সামগ্রিক অর্থনীতি ও সমাজজুড়ে স্বচ্ছতা ও ন্যায্যতাকে হ্রাস করে। ঘুষের লেনদেন সাধারণত টেবিলের তল দিয়ে হয়ে থাকে। ফলে অবৈধ আয়ের পরিমাণ ও ঘুষের সুযোগের পরিসর অনুমান করা খুবই দুরূহ হয়ে পড়ে। এ বিষয় অনুমান করার একটি পথ হলো স্থায়ী আয়ের তত্ত্ব। এই তত্ত্ব দিয়ে কোনো ব্যক্তির পারিবারিক সম্পদ ও তাঁর কেনাকাটার ক্ষমতার একটি তুলনামূলক চিত্র দাঁড় করানো হয়।

ম্যানেজমেন্ট সায়েন্স নামের গবেষণা জার্নালে আমার ও আমার সহযোগীদের একটি গবেষণাপত্র শিগগিরই ছাপা হতে যাচ্ছে। সেখানে আমরা চীনের সরকারি কর্মকর্তা কর্মচারীদের 'উপরি আয়ের' পরিমাণ বুঝতে এই পদ্ধতি অনুসরণ করেছি। গবেষণায় ২০০৬ থেকে ২০১৩ সালের মধ্যবর্তী সময়ে চীনের একটি প্রধান শহরের বাসিন্দাদের আনুষ্ঠানিক বা অফিশিয়াল আয় ও তাঁদের বাড়ি কেনার খরচের রেকর্ড নেওয়া হয়েছে। এরপর সরকারি কর্মচারীদের আয় ও তাঁদের বাড়ি কেনা এবং সরকারি চাকরি করেন না, এমন লোকদের আয় ও তাঁদের বাড়ি কেনার তুলনা করেছি। গবেষণায় আমরা দেখেছি, চীনের সরকারি কর্মকর্তা কর্মচারীরা তাঁদের

আনুষ্ঠানিক বেতনের ৮৩ শতাংশ 'উপরি আয়' করে থাকেন। তবে লক্ষ করার বিষয় হলো, এই উপরি আয়ের অঙ্ক পদ পদবির সঙ্গে অবিশ্বাস্য দ্রুততায় বৃদ্ধি পায়।

আমরা দেখেছি, একেবারে নিচু স্তরের কর্মচারীরা গড়ে তাঁদের বেতনের ২৭ শতাংশ উপরি আয় করে থাকেন। তার বিপরীতে সরকারি বিভাগীয় প্রধানদের বেলায় (চীনা প্রশাসনিক ভাষায় যাকে 'ঝেং চু' বলে) সেই উপরি আয় ১৭২ শতাংশে গিয়ে দাঁড়ায়। আর সরকারি কোনো বিভাগের একজন মহাপরিচালকের জ্ঞাত আয়বহির্ভূত উপার্জন তাঁর বেতনের ৪২৪ গুণ বেশি হয়ে থাকে।

নীতিগতভাবে দুটি কর্মপরিবেশের মাধ্যমে দুর্নীতির ভারসাম্য হয়ে থাকে। একটি পরিবেশে দেখা যায়, পরিচ্ছন্ন আমলাতন্ত্রের মধ্যে হাতে গোনা কয়েকজন খুবই দুর্নীতিবাজ অবৈধ লেনদেন করে থাকেন। আরেকটি হলো এমন এক পরিবেশ, যেখানে সমগ্র প্রশাসনিক ব্যবস্থাজুড়ে হরেদরে দুর্নীতি ছড়িয়ে থাকে।

এই দুটি অবস্থাই অর্থনীতি ও সমাজকে ভিন্নভাবে প্রভাবিত করে। এর ফলে বিভিন্ন দুর্নীতিবিরোধী কৌশল প্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে। অনেকে যুক্তি দেন, সরকারি কর্মকর্তারা ঘুষ খান। কারণ, তাঁরা বেসরকারি চাকরি করলে যা বেতন পেতেন, তার চেয়ে তাঁরা অনেক কম বেতন পেয়ে থাকেন। এই দাবি মূল্যায়ন করার জন্য আমরা তাঁদের শিক্ষাগত যোগ্যতা, কাজের অভিজ্ঞতা, বয়স এবং লিঙ্গের মতো বিষয়গুলো বিবেচনা করেছি। কিন্তু আমরা দেখেছি, তাঁদের শিক্ষাগত যোগ্যতা ও কাজের অভিজ্ঞতা অনুযায়ী সরকারের দেওয়া বেতন কোনো অংশেই বেসরকারি কর্মীদের চেয়ে কম নয়। আমরা গবেষণা থেকেই জানতে পারছি, সরকারি বেতনের অপর্যাপ্ততা চীনা আমলাদের ঘুষ খাওয়ার প্রাথমিক কারণ নয়। আমরা দেখেছি, চীন সম্প্রতি দুর্নীতিবিরোধী অভিযান জোরদার করার পর থেকে সেখানকার সরকারি কর্মচারীদের মধ্যে অসাধু উপায়ে উপার্জনের প্রবণতা কমে গেছে। প্রচলিত ধারার অভিযানের বাইরেও চীনকে ভাবতে হবে। লাইসেন্স দেওয়া, কর রেয়াত দেওয়ার মতো বিষয়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের ক্ষমতা কমানোর মতো ব্যবস্থা নিতে হবে।

জানা অজানা

হিন্দু ধর্ম

সুনীল কুমার দে

হিন্দু ধর্ম কোনো ধর্ম কে ঘৃণা করে না,হিন্দু ধর্ম সকল ধর্মকে সত্য বলে মনে করে।হিন্দু ধর্ম সকল ধর্মকে শ্রদ্ধা ও সম্মান করে।হিন্দু ধর্ম জোর করে কারো ধর্ম পরিবর্তন করে না।হিন্দু ধর্ম অন্য ধর্মের ধর্মস্থান কে ভেঙে দিয়ে মন্দির গড়ে না।হিন্দু ধর্ম অন্য ধর্মের ধর্ম গুরু ও অবতারদের নিয়ে উপহাস ও সমালোচনা করে না।হিন্দু ধর্ম সকল মানুষের মধ্যে ভগবান কে দেখে ও সকল মানুষকে ভালোবাসে।হিন্দু ধর্ম কোনোদিন বলে না যে পৃথিবীতে শুধু হিন্দু ধর্মই বেঁচে থাক আর বাকি সব ধর্ম শেষ হয়ে যাক।কিন্তু চিরকাল অন্য ধর্মের মানুষ হিন্দু ধর্ম ও হিন্দুদের শেষ করে দেওয়ার সংগ্রাম চালিয়েছে।অন্যায় ও অত্যাচার করেছে।জোর করে ধর্মান্তরন করেছে আজ ও করে চলেছে কিন্তু হিন্দু ধর্ম ও হিন্দু আজ ও পৃথিবী থেকে শেষ হয়ে যায় নি আর ভবিষ্যতে শেষ হবেও না কারন হিন্দু ধর্ম সনাতন, আদি ও পুরাতন।হিন্দু ধর্ম সকল ধর্মের জননী।হিন্দু ধর্ম থেকেই সকল ধর্মের উৎপত্তি হয়েছে।তাই যতদিন পৃথিবী থাকবে ততদিন হিন্দু ও হিন্দু ধর্ম বেঁচে থাকবে।তাই যাঁরা হিন্দু তাঁরা কোনোদিন নিজেদের কে হীন ভাববেন না।হিন্দু বলে সগর্বে নিজেদের পরিচয় দিন ও মাথা উঁচু করে বাঁচার চেষ্টা করুন।

পাঠকের চিঠি

বার্থডে পালন

যবে থেকে আমাদের দেশে ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল জায়গায় জায়গায় গজিয়েছে তবে থেকে ঘরে ঘরে ছেলে মেয়েদের বার্থডে পালন শুরু হয়েছে।কেক কেটে ও মোমবাতি নিভিয়ে হ্যাপি বার্থডে টু ইউ বলে একটা নুতন কালচারের আমদানি হয়েছে।আমাদের সময়ে এসব সংস্কৃতি ছিলো না।আমাদের মা বাবাদের এসব বাজে কাজে কোনো টেনশন ছিল না।আজকাল কার মা বাবারা বলবেন,দাদা,আপনাদের সময় বদলে গেছে।এখন ইংলিশ মিডিয়াম এর যুগ।এ সব না করলে লোক অসভ্য বলবে।বেশ কথা।কাল যদি আধুনিক যুগের লোক পায়খানা খেতে শুরু করে তাহলে আপনারা ও পায়খানা খেতে শুরু করে দিবেন,এ যুগের এই রীতি বলে।বলার অর্থ অন্ধ অনুকরণ নয়।কোনটি ভালো কোনটি মন্দ, কোনটা করা উচিৎ কোনটা করা উচিৎ নয় তা ভেবে কাজ করতে হবে।ইংরেজি মিডিয়ামে ছেলে মেয়ে পড়ছে বলে নিজেদের ভাষা,সংস্কৃতি ও ধর্ম কে ভুলে যেতে হবে,ও ত্যাগ করে দিতে হবে তা নয়।নেহাতই যদি জন্মদিন পালন করার ইচ্ছে থাকে তাহলে সেদিন বাড়িতে ভগবানের পূজা পাঠ করান,ভগবানের নাম গান করান সৎসঙ্গ করে ভক্ত সেবা করান, সবাই এসে ছেলে মেয়েদের আশীর্বাদ দিয়ে যাবে।তাই বলছি এই কেক কাটা ও মোমবাতি নিভানো সংস্কৃতি বর্জন করুন।কিছু মনে করবেন না হিন্দু সংস্কৃতির হিতেই এ কথা বললাম।মোমবাতি নিভানো একটি অশুভ কাজ।মোমবাতি জ্বালতে হয়,নিভাতে নেই।তাই অন্ধ অনুকরণ নয়।ইংরেজরা করে তাই আমাদের ও করতে হবে এ ঠিক নয়।নিজেদের ভাষা,সংস্কৃতি ও ধর্ম কে বাঁচিয়ে রাখুন।

সুনীল কুমার দে, পোটকা

স্বত্বাধিকারী, মুদ্রক, প্রকাশক, সম্পাদক ঃ রজত কুমার গুপ্তা, দ্বারা এচ.আই. ২৫৪, হরমু হাউসিং কলোনী, রাঁচি-৮৩৪০০২ থেকে প্রকাশিত এবং বৃন্দা মিডিয়া পাবলিকেশন প্রা.লি. চিরৌদী, বোড়েয়া রোড রাঁচি থেকে মুদ্রিত। নির্বাহী সম্পাদক ঃ আদিত্য কুমার চ্যাটার্জী* ফোন ঃ ০৬৫১২২৪৪৬০৫, ফৈক্স ঃ ০৬৫১২২৪৪৫০৫ (*পীআরবী অধিনিয়ম অনুযায়ী খবরের চয়নের জন্য উত্তরদায়ী)
Printed, Published & Edited by Rajat Kumar Gupta and printed at Vrinda Media publication pvt.ltd, Chiraundi, Boraiya Road, Ranchi, Published at HI 254, Harmu Housing Colony, Harmu Road, Ranchi-834001, Jharkhand, : Executive Editor :Aditya Kumar Chatterjee * Phone : 0651-2244555, 0651-2244505 (*Responsible for news as per PRB Act) RNI Registration : JHABEN 00015 email-rashtriyokhobor@gmail.com www.rashtriyakhabar.com

পন্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায়ের আদর্শে অনুপ্রাণিত হওয়ার জন্যই বিজেপিতে আজও বিভাজন হয়নি, পরিবার কেন্দ্রিক দল হিসেবেও গড়ে ওঠেনি বলে মন্তব্য মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মার

ভারতের জন্য আত্মনির্ভর অর্থনীতি এবং বিকেন্দ্রীকৃত রাজনীতির স্বপ্ন রচনা করেছিলেন তিনি

সব্যসাচী শর্মা

গুয়াহাটি ঃ একমাত্র পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায়ের আদর্শে অনুপ্রাণিত হওয়ার জন্যই বিজেপিতে আজও বিভাজন হয়নি। তাছাড়া এটা একটি পরিবার কেন্দ্রিক দল হিসেবেও গড়ে ওঠেনি বলে মন্তব্য করেছেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। একাত্ম মানবতাবাদের স্রষ্টা পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায়ের জন্মদিন উপলক্ষে মুখ্যমন্ত্রী বলেন একাত্ম মানবতাবাদ দর্শনে সমাজ এবং দেশের মানবতার সঙ্গে যুক্ত হতে প্রেরণা দিয়েছিলেন তিনি। তাছাড়া ভারতের জন্য আত্মনির্ভর অর্থনীতি এবং বিকেন্দ্রীকৃত রাজনীতির স্বপ্ন রচনা করেছিলেন পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায়। তিনি জানান দেশের ২৪ টি ভাষায় গ্রন্থ হিসেবে প্রকাশিত হবে মহাবীর লাচিত বরফুকনের বর্ণিল জীবন গাঁথা। প্রতিটি রাজ্যের রাজধানীতে অনুষ্ঠান আয়োজন করে সেই রাজ্যের ভাষার গ্রন্থটি উদ্বোধন করা হবে। তাছাড়া রাজ্য সরকারের উদ্যোগে অতিশীঘ্রই অসমের রাজনৈতিক ইতিহাস শীর্ষক একটি বই প্রকাশিত হবে বলে জানালেন তিনি।

পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায়ের জন্ম দিনের সঙ্গে সংগতি রেখে সোমবার মহানগরের অসম সচিবালায় জনতা ভবনের মুখ্যমন্ত্রীর সভাকক্ষে এক অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়েছিল। সেই অনুষ্ঠানে পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায়ের সমগ্র রচনাকৃতি একত্রিত করে ১৫ টি খন্ডে সেটা প্রকাশ করা হয়েছে। দিন্দয়াল উপাধ্যায় রচনা সমগ্র এর অসমীয়া সংস্করণের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেছেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। উল্লেখ্য মূল হিন্দি ভাষায় ড০ মহেশ চন্দ্র শর্মার দ্বারা সংকলিত এবং সম্পাদিত এই রচনা সমগ্র অসমীয়া সংস্করণের অনুবাদ তথা সম্পাদনার দায়িত্বে র সঙ্গে জড়িত রয়েছেন অসম প্রকাশনা পরিষদের উপাধ্যক্ষ সুমন্ত চলিয়া।

অনুষ্ঠানে নিজের বক্তব্যে মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা বলেন সাম্প্রতিক ভারতের রাজনীতির মূলধারাটি পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায়ের চিন্তার মাধ্যমে প্রবাহিত হয়েছে। ৫০০০ বছর পুরানো ভারতীয় সভ্যতার মূলবোধের আঁধারে দেশের জমিতে জাতির পিতা মহাত্মা গান্ধী, রামমনোহর লোহিয়া এবং পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায়ের অনুপ্রেরণায় তিনটি রাজনৈতিক ধারা মৌলিক চিন্তার মাধ্যমে উদ্ভাসিত হয়েছিল। পন্ডিত উপাধ্যায় ছিলেন ইতিহাস এবং আর্থসাংস্কৃতি রাজনৈতিক চেতনায় পরিপূর্ণ একজন পুরুষ। তার জীবন এবং কর্ম সাধনা সমাজের জন্য এক আদর্শ রূপে উজ্জ্বল হয়ে রয়েছে। পন্ডিত উপাধ্যায় ভারতীয় বিচারধারা এবং আধুনিক বৈজ্ঞানিক প্রগতির বিবেচনা করে সেখানে গভীর সামঞ্জস্য সৃষ্টি করে সেটা প্রত্যেকের সামনে তুলে ধরেছিলেন। পন্ডিত উপাধ্যায় গভীরভাবে বিশ্বাস করেছিলেন যে সমাজ জীবনের উত্তরণের জন্য সর্বাধিক প্রয়োজন সামাজিক একতার নিরবিচ্ছিন্ন প্রবাহ। এই প্রবাহকে জাগ্রত রূপ দিতে পারলে সমাজ সক্রিয় এবং পুনরুজ্জীবিত হবে সেটা তিনি ভালোভাবে অনুধাবন করতে পেরেছিলেন বলে মন্তব্য করেন মুখ্যমন্ত্রী।

তিনি বলেন সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক ভাবে শক্তিশালী না হলে শুধুমাত্র রাজনৈতিক স্বাধীনতা যে জাতিকে লক্ষ্যে উপনীত করতে পারবেনা সেই কথা পণ্ডিত দিনদয়াল উপাধ্যায় মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেছিলেন। এর জন্য পন্ডিত উপাধ্যায় একটি নতুন শক্তিশালী ভারত নির্মাণ করার জন্য দেশবাসীকে তৃণমূল পর্যায়ে থেকে উদ্বুদ্ধ করতে চেয়েছিলেন বলে মতামত ব্যক্ত করেছেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। তিনি বলেন দেশের শক্তিশালী ভবিষ্যৎ, সর্বাঙ্গীন বিকাশ এবং আন্তর্জাতিক অবস্থান সম্পর্কে পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায়ের রাজনৈতিক বিচারধারায় এক সুস্পষ্ট ধারণা ছিল। তিনি ভারতীয় আধ্যাত্মিক পরম্পরা তথা তার মহৎ লক্ষ্যের মাধ্যমে আধুনিক রাজনৈতিক বিচারধারা উদ্ভাসিত করেছিলেন বলে মতামত ব্যক্ত করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন ১৯৬৫ সালের এপ্রিলে অনুষ্ঠিত জনসংঘের সর্বভারতীয় বার্ষিক সভায় পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায় একান্ত মানবতাবাদের বিষয়ে ভাষণ দিয়েছিলেন।

মুখ্যমন্ত্রী ড০ শর্মা জানান এক প্রগতিশীল রাজনৈতিক দর্শন রূপে পন্ডিত উপাধ্যায়ের চিন্তাধারা একান্ত মানবতাবাদের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে এক আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। সারা ভারতবর্ষে এক বিকল্প রাজনৈতিক চিন্তার নতুন প্রবাহ সৃষ্টি করেছিলেন দীনদয়াল উপাধ্যায়। একান্ত মানবতাবাদ ভারতীয় সমাজ সংস্কৃতি তথা আধ্যাত্মিকতার আধারের রচিত এমন এক দর্শন যেটা সমাজ এবং দেশের মানবতার সঙ্গে যুক্ত হতে প্রেরণা দেয়। তাছাড়া একাত্ম মানবতার মূলমন্ত্র ভারতীয় চিন্তন এবং দর্শনে নিহিত হয়ে রয়েছে। পশ্চিমের চিন্তা দর্শন থেকে এটা সম্পূর্ণ পৃথক। মুখ্যমন্ত্রী বলেন পন্ডিত উপাধ্যায়ের চিন্তাধারার মূল বিষয় অনুযায়ী মানুষই হচ্ছেন সামাজিক রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক অবধারণার কেন্দ্রবিন্দু। একাদ্ম মানবতাবাদ মানুষ এবং প্রকৃতির মধ্যে সামঞ্জস্য রক্ষা করতে চায় বলে মন্তব্য করে তিনি বলেন প্রাচীন ভারতীয় মূল্যবোধে প্রাকৃতিক সন্তুলতা একাত্ম মানবতাবাদ দর্শনের অঙ্গীভূত।

ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা বলেন অন্তর্দয় আদর্শের মাধ্যমে একাত্ম মানবতাবাদ চূড়ান্ত রূপে প্রকাশ পেয়েছে। প্রতিটি জীবনকে সমান গুরুত্ব দেওয়ার জন্য অন্তর্দয় দর্শনে প্রত্যেকের জন্য সম অধিকারের কথা উল্লেখ রয়েছে। অন্তর্দ ধারণা যে শুধুমাত্র গণতন্ত্রকে সুরক্ষা দেয় সেটা নয় বরং এটা অধিক গভীরে গিয়ে সামাজিক ন্যায় এবং সমাজের শেষের ব্যক্তি পর্যন্ত সমতা প্রদানের পোষকতা করে। ভারতের জন্য একটি আত্মনির্ভর অর্থনীতি এবং বিকেন্দ্রিকত রাজনীতির স্বপ্ন রচনা করে পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায় সমাজ এবং ব্যক্তির মধ্যে এক সুষম সমন্বয় স্থাপনের প্রয়াস করেছিলেন। আত্মনির্ভরশীল ভাবনা মূলত পণ্ডিত উপাধ্যায়ের একাত্ম মানবতাবাদ থেকে বেরিয়ে আসা এক অবদান। এমনকি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি দীনদয়াল উপাধ্যায়ের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে সমাজের শেষের জন ব্যক্তিকে উপকৃত করার জন্য অহরহ প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছেন বলে মন্তব্য করেছেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা।

তিনি বলেন একমাত্র পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায়ের আদর্শে অনুপ্রাণিত হওয়ার জন্যই বিজেপিতে আজও কোন ধরনের বিভাজন হয়নি। তার চিন্তাধারা অনুযায়ী দলটি অনুপ্রাণিত বলে এটা সম্ভব পর হয়ে উঠেছে। তাছাড়া বামপন্থী দলগুলোকে বাদ দিলে অধিকাংশ দলেই পরিবার কেন্দ্রিক রাজনীতি প্রত্যক্ষ হয়। কিন্তু পন্ডিত উপাধ্যায়ের প্রেরণায় অনুপ্রাণিত বলেই বিজেপি পরিবার কেন্দ্রিক দল হিসেবেও গড়ে ওঠেনি বলে মতামত ব্যক্ত করেছেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। তিনি বলেন বর্তমান রাজ্য সরকার অন্যান্য জনকল্যাণমুখী কাজে সমানভাবে তৎপরতা অব্যাহত রেখেছে। বিশিষ্ট লেখক অরূপ কুমার দত্ত মহাবীর লাচিত বরফুকনের জীবন এবং যাবতীয় কর্মরাজি নিয়ে মূল ইংরেজি ভাষায় লেখা বইটি অসম প্রকাশন পরিষদের উদ্যোগে ভারতের ২৪ টি ভাষায় অনুবাদ করা হচ্ছে। দেশের বিভিন্ন রাজ্যে এই বইগুলো উন্মোচন করা হবে বলে সরকার পরিকল্পনা নিয়েছে বলে জানান তিনি। তাছাড়া অসমের রাজনৈতিক ইতিহাস শীর্ষক এক বই প্রস্তুত এর কার্য বর্তমান অব্যাহত রয়েছে বলে জানান মুখ্যমন্ত্রী। এদিনের অনুষ্ঠানে অসম প্রকাশনা পরিষদের সচিব প্রমদ কলিতা, শিক্ষামন্ত্রী ডঃ রণোজ পেগু, পর্যটন মন্ত্রী জয়ন্ত মল্ল বড়ুয়া, রাজ্যসভার সাংসদ তথা মুখ্যমন্ত্রী রাজনৈতিক সচিব পবিত্র মার্গেরিটা প্রমুখ গুণ্যগণ্য ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেন।

রাজ্য বিজেপির মুখ্য কার্যালয়ে পন্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায়ের জন্মদিন পালন ঃ মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মার অংশগ্রহণ

সব্যসাচী শর্মা

গুয়াহাটি ঃ ভারতীয় জনসংঘের অন্যতম প্রতিষ্ঠাপক, একান্ত মানবতাবাদের প্রণেতা, সুদক্ষ সংগঠক তথা ভারতীয় জনতা পার্টির মার্গদর্শক পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায়ের জন্মদিন উপলক্ষে রাজ্য বিজেপির ৩৯ টি সাংগঠনিক জেলা এবং ৩৯৯ টি মন্ডলে দলীয় কার্যকর্তাদের সাহায্য 'অন্ত্যেদয়া দিবস' আয়োজিত হয়েছে। দলের শীর্ষস্থরের নেতাদের থেকে শুরু করে সাধারণ কার্যকর্তা এবং বিভিন্ন মোর্চার সদস্যরা পন্ডিত উপাধ্যায়ের জন্ম দিবস পালন করেছেন।

গুয়াহাটি মহানগরের বশিষ্ঠ স্থিত রাজ্য বিজেপির মুখ্য কার্যালয় অটল বিহারী বাজপেয়ী ভবনে সোমবার সকালে মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা উপস্থিত হয়ে পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায়ের জন্মদিন উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেছেন। তিনি প্রথমে পন্ডিত উপাধ্যায়ের ছবিতে পুষ্প মালা অর্পণ করে তার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। একইভাবে ভারপ্রাপ্ত রাজ্য সভাপতি জয়ন্ত কুমার দাস, সাংসদ কুইন ওজা, দলীয় সাধারণ সম্পাদক দিপ্লু রঞ্জন শর্মা সহ দলের অন্যান্য শীর্ষস্থরের নেতারা পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায়ের প্রতিচ্ছবিতে ফুলের মালা অর্পণ করে তাকে শ্রদ্ধা জানান।

অন্যদিকে মহাপুরুষ শ্রীমন্ত শংকরদেবের জন্ম তিথির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে এদিন রাজ্য বিজেপির মুখ্য কার্যালয়ে দলের সাংস্কৃতিক কোষের নাম সংকীর্তনের আয়োজন করা হয়েছিল। তাছাড়া তামুলপুরের রামচরণ পাঠকের নেতৃত্বে একটি দল এদিন নাগারা নাম পরিবেশন করেছে। এদিনের অনুষ্ঠানে গুয়াহাটি বিশ্ববিদ্যালয়ের অসমীয়া বিভাগের প্রবক্তা বিমল মজুমদার শ্রীমন্ত শংকরদেবের নানা সৃষ্টির উপর বক্তব্য প্রদান করেছেন। অসীম সরকারের মন্ত্রী জয়ন্ত মল্ল বড়ুয়া, সাংস্কৃতিক কোষের আব্বায়ক তথা জনপ্রিয় অভিনেতা যতীন বরা, সদস্য জয়শ্রী গোস্বামী প্রমুখ দলীয় কার্যকর্তারা এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

চা বাগানে বাগানে প্রচার অভিযানের পর এবার চর এলাকায় ১৪ দিন সফর করবে অসম প্রদেশ কংগ্রেস কমিটি মন্তব্য সভাপতি ভূপেন বরার

কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধী এআইইউডিএফ এর সঙ্গে মিত্রতা নাকচ করে দেওয়ার পর আনন্দ প্রকাশ

গুয়াহাটি (সব্যসাচী শর্মা) ঃ আসন্ন ২০২৪ লোকসভা নির্বাচনকে কেন্দ্র করে এআইইউডিএফ এর সঙ্গে কোন ধরনের মিত্রতা হবে না বলে বারংবার মন্তব্য প্রকাশ করেছেন অসম প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির সভাপতি ভূপেন বরা। এমনকি দলটির প্রতি জন বিধায়ক এক্ষেত্রে সভাপতির পাশে এসে দাঁড়িয়ে এই মিত্রতার বিরুদ্ধে স্থিতি নিয়েছেন। তবে এবার স্বয়ং রাহুল গান্ধী এই মিত্রতার ক্ষেত্রে থাকা প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছেন। দলীয় শীর্ষ নেতার এই সিদ্ধান্তে খুশিতে আত্মহারা হয়ে সভাপতি ভূপেন বরা বলেন বাগান বাগানে প্রচার অভিযানের পর এবার চর এলাকায় ১৪ দিন ধরে প্রচার চালাবে অসম প্রদেশ কংগ্রেস। এআইইউডিএফ এর সভাপতি তথা সংসদ মৌলানা বদরুদ্দিন আজমল কংগ্রেস থেকে মিত্রতার ক্ষেত্রে কোনো ধরনের ইতিবাচক সাড়া না পেলেও বিনা শর্তে বিরোধী ঐক্যমঞ্চ ইন্ডিয়াকে সমর্থন দেওয়ার কথা ঘোষণা করেছিলেন। বিজেপিকে শাসন ক্ষমতা থেকে সরিয়ে দেওয়ার উদ্দেশ্যে বিরোধী ঐক্যমঞ্চ ইন্ডিয়াকে সমর্থন দেওয়ার ক্ষেত্রে যেকোনো ধরনের বলিদান দেওয়ার জন্য তিনি প্রস্তুত বলেও ঘোষণা করেছিলেন। তবে তার এই ঘোষণায় কোনো সুফল আনতে পারেনি। কারণ এবার সর্বভারতীয় কংগ্রেসের নেতা রাহুল গান্ধী সরাসরি ভাবে এআইইউডিএফ এর সঙ্গে মিত্রতার প্রস্তাব নাকচ করে দিয়েছেন। তবে এই বিষয়ে এক বড় ধরনের ধাক্কা পেলেও এটাকে জনসমক্ষে প্রকাশ করতে নারাজ বদরুদ্দিন আজমল নেতৃত্বাধীন দলটি। কংগ্রেসের সঙ্গে মিত্রতা না হলেও দল লোকসভা নির্বাচনে একলা চলোর নীতিতে এগিয়ে যাবে এবং ন্যূনতম তিনটি লোকসভা আসন দখল করবে বলে ফের ঘোষণা করেছে এআইইউডিএফ। মৌলানা বদরুদ্দিন আজমল নেতৃত্বাধীন এআইইউডিএফ এর সঙ্গে কোন ধরনের মিত্রতা করবেন না বলে বারংবার ঘোষণা করেছিলেন অসম প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির সভাপতি ভূপেন বরা। তবে এবার দলীয় নেতা রাহুল গান্ধী এক্ষেত্রে তারই স্থিতি নেওয়ার জন্য স্বাভাবিকভাবে খুশিতে আত্মহারা হয়ে উঠেছেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি। তিনি বলেন দল ইতিমধ্যে চা বাগান বাগান ঘুরে ব্যাপক জনসমর্থন আদায় করতে সক্ষম হয়েছে। এবার প্রদেশ কংগ্রেস কমিটি আগামী ১৪ দিন বিভিন্ন চর এলাকায় সফর করে প্রদেশ কংগ্রেসের জন্য সমর্থন আদায়ের প্রচেষ্টা করবে। এরপর তিনি বরাক উপত্যকা সফর করবেন বলেও জানিয়েছেন। এদিকে এই মিত্রতার ক্ষেত্রে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন বিজেপি বিধায়ক মানব ডেকা। তিনি সাংবাদিকদের বলেন জনসমক্ষে মিত্রতার কথা নাকচ হলেও ভিতরে ভিতরে ঠিকই মিত্রতা রয়েছে। লোক চক্ষুর আড়ালে দুটি দল একসাথেই রয়েছে। তাছাড়া বাগানে বাগানে ঘুরে ফিরলেও প্রদেশ কংগ্রেস কোনো ধরনের সফলতা পায়নি। তবে চর এলাকায় কংগ্রেস সফলতা পাবে বলে তাৎপর্যপূর্ণ মন্তব্য করেছেন তিনি। কংগ্রেস শুধুমাত্র চর এলাকাতেই সফলতা অর্জন করতে সক্ষম বলে মতামত ব্যক্ত করেছেন বিজেপি বিধায়ক মানব ডেকা।

ঐতিহাসিক পদক্ষেপ ,২০৪ তম জন্মদিবসে বিদ্যাসাগর রেলওয়ে স্টেশনে স্থাপিত হল ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগরের শ্বেত পাথরের আবক্ষ মূর্তি

বোকারো (সংবাদদাতা) ঃ ২৬ সেপ্টেম্বর ২০২৩ সমগ্র বাঙ্গালী জাতির জন্য গর্বের বিষয়। বিদ্যাসাগর রেলয়ের স্টেশনে স্থাপিত হল ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগরের শ্বেত পাথরের আবক্ষ মূর্তি । সহযোগিতায় বিদ্যাসাগর স্মৃতি রক্ষা সমিতি এবং বিহার বাঙ্গালী সমিতি এবংঝারখন্ডের আপামর বঙ্গবাসী । ২৬ সেপ্টেম্বর ২০২৩ ঐতিহাসিক দিন হিসাবে লেখা থাকবে ভবিষ্যতের পাতায় । ২০৪ তম জন্মদিবসের সকালটা ছিল করমাটাড়ের ছাত্র ছাত্রীদের , সকাল থেকে ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগর অমর রহে , নারী উত্থান করকে রহেঙ্গে , বিদ্যাসাগর তোমায় আমরা ভুলছি না , ভুলবো না , এই স্লোগান দিতে দিতে প্রভাত ফেরী সম্পন্ন হল । তার আগে ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগর এর নন্দন কানন স্থিত আবক্ষ মূর্তিতে মাল্যদান করলেন ক্যাপ্টেন দিলীপ কুমার সিনহা, বিদ্রোহ মিত্র , অভিজিত বোস , বিদ্যুৎ পাল , সচ্চিদা নন্দ সিনহা , সুনির্মল দাস, শিব শঙ্কর গুহ, চন্দন মুখারজী , দেবদাস ভান্ডারী, অরুপ রায় , দেবাশিস মিশ্র সহ অন্যন্য সদস্যগণ । তারপর কুইজ প্রতিযোগিতা হল অন স্পট , ছাত্র ছাত্রীরা ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগরের জীবনীর ওপর প্রশ্নের উত্তর খুব ভালো ভাবে দিল। এর পর সকলে রওনা দিল বিদ্যাসাগর স্টেশন চত্বরে, সেখানে স্থাপিত আবক্ষ মূর্তির উন্মচন হল । এই শ্বেত পাথরের মূর্তিতে মাল্যদান করলেন মিথিলেশ কুমার সিংহ , স্টেশন ম্যানেজার , বিদ্যাসাগর রেলওয়ে স্টেশন। তারপর একে একে উপস্থিত সকল সদস্যগণ পুস্পস্তবক দিয়ে শ্রদ্ধাঞ্জলি দিলেন ২০৪ তম জন্মদিবসে । বাঙ্গালী হিসাবে বিশাল গর্ব অনুভব করছিলেন উপস্থিত বঙ্গভাষী জনেরা । বিশাল ভিড় হয়েছিল এই স্টেশন চত্বরে , স্টেশন এর নাম বিদ্যাসাগর , মূর্তি বিদ্যাসাগরের , জানিনা এই রকম নিদর্শন ভারতের অন্য কোন স্টেশনে আছে কিনা । তারপর স্টেশন সংলগ্ন এলাকায় বিদ্যাসাগর উদ্যান , সেখানেও বিদ্যাসাগরের আবক্ষ মূর্তি , সেখানে সকলে একত্রিত হয়ে শ্রদ্ধাঞ্জলি দিলেন সদস্যগণ , তারপর বিদ্যাসাগর কৌশল বিকাসের মহিলাবৃন্দ সঙ্গীত পরিবেশন করলেন , এছাড়া যে সকল ছাত্র ছাত্রীরা ভালো ফল করেছে , তাদের পুরস্কৃত করা হল আর্থিক ভাবে , যা প্রশংসনীয় । এই অনুষ্ঠান সকলের সারা জীবন মনে থাকবে , কারণ বিদ্যাসাগরের ২০৪ তম জন্মদিবসে করমাটাড়ে ইতিহাস রচিত হল। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন দিলীপ বৈরাগ্য, আশিস আচার্য , মহেশ প্রসাদ বর্মা , বিনোদ সিংহ সহ অন্যান্য ব্যাক্তিত্বগণ ।

হাসারাঙ্গাকে ছাড়াই শ্রীলঙ্কার বিশ্বকাপ দল

কোলম্বোঃ অনেক ক্রিকেটপ্রেমী সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে রসিকতা করে লিখেছেন, কোন দেশের ক্রিকেট বোর্ড সবার শেষে বিশ্বকাপ দল দিতে পারে, এ নিয়ে বিসিবি আর এসএলসির মধ্যে প্রতিযোগিতা চলছে। এই প্রতিযোগিতায় তাহলে বাংলাদেশই জিতে গেল! কারণ, শ্রীলঙ্কা ক্রিকেট (এসএলসি) যে বিসিবির আগেই দল ঘোষণা করে ফেলল। আজ বিকেলে ঘোষিত ১৫ সদস্যের সেই দলে নেই ওয়ানিন্দু হাসারাঙ্গা। সর্বশেষ লঙ্কা প্রিমিয়ার লিগের (এলপিএল) সেরা খেলোয়াড় হাসারাঙ্গা গত মাসে টুর্নামেন্টের প্লে‌অফ ম্যাচে হ্যামস্ট্রিংয়ের চোটে পড়েন। যে কারণে খেলতে পারেননি এশিয়া কাপেও। ২৬ বছর বয়সী অলরাউন্ডার এরপর পুনর্বাসন প্রক্রিয়ায় থাকলেও আবার চোটে পড়েন। জানা গেছে, সেরে উঠতে অন্তত ৬ থেকে ৮ সপ্তাহ লাগবে। আর অস্ত্রোপচার করাতে হলে মাঠের বাইরে থাকতে হবে কমপক্ষে ৩ মাস।

হাসারাঙ্গার চোটের সর্বশেষ পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করতেই মূলত বিশ্বকাপ দল দিতে দেরি করছিল এসএলসি। তাঁর জন্য শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত অপেক্ষা করলেও সুসংবাদ দিতে পারেনি লঙ্কান বোর্ডের চিকিৎসা বিভাগ।

চোটের কারণে বিশ্বকাপ খেলতে পারবেন না শীর্ষ সারির পেসার দুষ্মন্ত চামিরাও। তবে হ্যামস্ট্রিংয়ের চোটে এশিয়া কাপ ফাইনাল খেলতে না পারা স্পিনার মহীশ তিকশানা এবং অন্য দুই পেসার লাহিরু কুমারা ও দিলশান মাদুশঙ্কার ফেরা শ্রীলঙ্কার ক্রিকেটপ্রেমীদের কিছুটা স্বস্তি দিতে পারে।

ব্যাট হাতে এ বছর বাজে সময় পার করতে থাকা দাসুন শানাকার নেতৃত্ব ছাড়ার গুঞ্জন থাকলেও তাঁকেই অধিনায়ক হিসাবে রেখে দেওয়া হয়েছে। সহ‌অধিনায়ক থাকছেন উইকেটকিপার‌ব্যাটসম্যান কুশল মেন্ডিস। একমাত্র রিজার্ভ খেলোয়াড় হিসাবে দলের সঙ্গে যাচ্ছেন পেস বোলিং অলরাউন্ডার চামিকা করুণারত্নে। তিকশানা, কুমারা ও মাদুশঙ্কাকে বিশ্বকাপ দলে জায়গা করে দিতে সরে যেতে হয়েছে শাহান আরাচ্চিগে, বিনুরা ফার্নান্ডো, প্রমোদ মাদুশানকে।

শ্রীলঙ্কার বিশ্বকাপ দল

দাসুন শানাকা (অধিনায়ক), কুশল মেন্ডিস (সহ‌অধিনায়ক), কুশল পেরেরা, পাতুম নিশাঙ্কা, দিমুথ করুণারত্নে, সাদিরা সামারাবিক্রমা, চারিত আসালাঙ্কা, ধনঞ্জয়া ডি সিলভা, দুশান হেমন্ত, মহীশ তিকশানা, দুনিত ভেল্লালাগে, কাসুন রাজিতা, মাতিশা পাতিরানা, লাহিরু কুমারা ও দিলশান মাদুশঙ্কা।

রিজার্ভ ঃ চামিকা করুণারত্নে।

যা করার অধিনায়ক নাজমুল একাই করলেন

ঢাকা ঃ (ওয়েবডেস্ক) ঃ ম্যাচ নয়, আজ আগ্রহের কেন্দ্রবিন্দুতে ছিল বাংলাদেশের বিশ্বকাপ দল ঘোষণা। মিরপুর শেরেবাংলা স্টেডিয়ামে বাংলাদেশ ‑নিউজিল্যান্ড তৃতীয় ওয়ানডেটা ঢাকা পড়ে গেছে দল ঘোষণার সেই ডামাডোলে। বিশ্বকাপের আগে নিজেদের শেষ ম্যাচে আজ ব্যাটিংটাও ভালো হলো না বাংলাদেশের। আগের ম্যাচে ১৬৮ রান করা বাংলাদেশ আজ অলআউট হয়েছে ১৭১ রানে, খেলতে পেরেছে মাত্র ৩৪.৩ ওভার। বাংলাদেশের ইনিংসে রান যা করার একাই করেছেন ভারপ্রাপ্ত অধিনায়ক নাজমুল হোসেন। ওয়ানডেতে অধিনায়কত্বের অভিষেকে বাংলাদেশের হয়ে সর্বোচ্চ রানের ইনিংস খেলা নাজমুল শেষ পর্যন্ত ফিরেছেন ৭৬ রানে। ওয়ানডেতে দুর্দান্ত ফর্মে থাকা বাঁহাতি ব্যাটসম্যানের ৮৪ বলের ইনিংসটি সাজানো ১০টি চারে। দ্বিতীয় ওভারে উইকেটে আসা নাজমুল ফিরেছেন ৩২তম ওভারে সপ্তম ব্যাটসম্যান হিসেবে দলকে ১৬৮ রানে রেখে। অফ স্পিনার কোল ম্যাকনকিকে রিভার্স সুইপ করতে গিয়ে এলবিডব্লু হয়েছেন তিনে নামা নাজমুল। এরপর তাঁর দল টিকেছে আর মাত্র ৩.১ ওভার, যোগ করেছে মাত্র ৩ রান। নাজমুল যখন উইকেটে এলেন বাংলাদেশের রান ৬। ট্রেন্ট বোল্টের বলে অফ স্টাম্পের বাইরের বলে খোঁচা মেরে স্লিপে ফিন অ্যালেনের ক্যাচ হয়েছেন তানজিদ হাসান। বাংলাদেশের মাটিতে ওয়ানডেতে কিউই পেসারের এটিই প্রথম উইকেট। নাজমুলকে দর্শক বানিয়ে পরের ওভারেই ফিরে যান ওয়ানডে অভিষিক্ত জাকির হাসান। গত ডিসেম্বরে ভারতের বিপক্ষে টেস্ট অভিষেকে সেঞ্চুরি পাওয়া জাকির ওয়ানডে অভিষেকে করতে পেরেছেন মাত্র ১ রান। নিউজিল্যান্ড পেসার অ্যাডাম মিলনের ফুল টস বলে গতির কাছে হার মেনে বোল্ড হয়েছেন জাকির। দলকে ৩৫ রানে রেখে এরপর ফিরে যান তাওহিদ হৃদয়। ১৭ বলে ১৮ রান করা হৃদয় মিলনের দ্বিতীয় শিকার হয়েছেন পয়েন্ট সহজ ক্যাচ তুলে।

বিশ্বকাপ দল নিয়ে যে মধুর সমস্যায় রোহিত‌দ্রাবিড়

কলকাতা ঃ কে হবেন ভারতীয় মিডল অর্ডারের সারথি? ২০১৯ বিশ্বকাপের আগে ভারতীয় দল নিয়ে প্রশ্নটা ছিল এ রকম। বিজয় শংকর, কেদার যাদবদের নিয়ে গড়া সেই মিডল অর্ডার ছিল পুরোপুরি ব্যর্থ। ওপেনার শিখর ধাওয়ানের চোটের কারণে টুর্নামেন্টের মাঝপথে দলে নেওয়া হয় আরেক মিডল অর্ডার ব্যাটসম্যান ঋষভ পন্তকে। লাভ হয়নি তাতেও।

আরেকটি বিশ্বকাপের আগেও ভারতের মিডল অর্ডার আলোচনায়। এবারও আছে ‘সমস্যা’। তবে এবারের সমস্যার রূপ ভিন্ন। অধিনায়ক রোহিত শর্মা ও কোচ রাহুল দ্রাবিড়ের জন্য এবারের সমস্যাটা মধুর। এত এত বিকল্প, শেষ পর্যন্ত কাকে রেখে কাকে খেলাবেন‌এই সিদ্ধান্ত নিতেই হয়তো গলদঘর্ম হতে হবে রোহিত‌দ্রাবিড়কে! সমস্যা যতই মধুর হোক, কঠিন সিদ্ধান্ত তাঁদেরই নিতে হবে। আর সেই সিদ্ধান্ত কাজে না লাগলে কঠিন সমালোচনাও ধেয়ে আসবে তাঁদের দিকে।

৫ সেপ্টেম্বর বিশ্বকাপের জন্য দল ঘোষণা করে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড (বিসিসিআই)। যে দলে আছেন লোকেশ রাহুল, শ্রেয়াস আইয়ার, ঈশান কিষান, হার্দিক পান্ডিয়া, সূর্যকুমার যাদবের মতো মিডল অর্ডার ব্যাটসম্যান।

রাহুল ও আইয়ার দীর্ঘদিন ছিলেন চোটে। দুজনেই এশিয়া কাপ দিয়ে ক্রিকেটে ফিরেছেন। এই দুই ব্যাটসম্যানের মধ্যেই একজন খেলবেন চার নম্বরে। চার নম্বর হিসেবে আপাতত ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্টের প্রথম পছন্দ রাহুল।

চোট থেকে ফেরার পর এখন পর্যন্ত ৫ ইনিংস ব্যাট করেছেন এই উইকেটকিপার‌ব্যাটসম্যান। এই সময়ে এরই মধ্যে দুই ফিফটি ও এক সেঞ্চুরির দেখা পেয়েছেন রাহুল। তাই তাঁর বিকল্প ভাবার সুযোগ নেই ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্টের। তবে চোট থেকে ফেরা আইয়ারও অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে সর্বশেষ ওয়ানডেতে সেঞ্চুরি পেয়েছেন। এ ছাড়া চোটে পড়ার আগে তিনিই ছিলেন ভারতের নিয়মিত চার নম্বর ব্যাটসম্যান। তাই আইয়ারকেও একাদশের বাইরে রাখা বেশ কঠিনই বটে। শেষ পর্যন্ত কী করবেন রোহিত‌দ্রাবিড়?

চার থেকে ছয়‌এই ব্যাটিং অর্ডারে নেমে ৪০‑এর বেশি গড় ও ৯০‑এর বেশি স্ট্রাইক রেটে ওয়ানডেতে ১০০০‑এর বেশি রান করেছেন ভারতের ৪ জন ব্যাটসম্যান। এর মধ্যে আছেন রাহুল‌আইয়ার দুজনই।

রাহুলকে চারে খেলিয়ে আইয়ারকে পাঁচ নম্বরে ঠেলে দেওয়ার সুযোগও নেই রোহিত‌দ্রবিড়ের সামনে। কারণ, পাঁচ নম্বরে যিনি ব্যাট করেন, সেই কিষানও আছেন দারুণ ছন্দে। এ ছাড়া রবীন্দ্র জাদেজার আগে ব্যাটিং অর্ডারে তিনিই একমাত্র বাঁহাতি। এই বিষয়টাও মাথায় রাখতে হবে রোহিত‌দ্রাবিড়কে।

ছয় নম্বরে যদি পান্ডিয়া খেলেন, তাহলে সুযোগ পাবেন না সূর্যকুমার যাদব। পান্ডিয়া দলের প্রথম পছন্দ, তবে সূর্যকে এক্স ফ্যাক্টর হিসেবে কাজে লাগাতে চায় ভারত। আর তিনি কী করতে পারেন, তা অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে সর্বশেষ ম্যাচে ৩৭ বলে ৭২ রানের ইনিংসেই স্পষ্ট। ৭২ রানের ইনিংসের পথে ক্যামেরন গ্রিনকে টানা ৪ ছক্কা মেরেছেন সূর্য। ওয়ানডে ক্রিকেটে সূর্য নিজের সেরাটা দিতে পারেন না, অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে টানা দুই ফিফটিতে এই বদনাম কিছুটা হলেও দূর করেছেন তিনি। যদিও বিশ্বকাপের প্রথম দিকে তাঁর একাদশে না থাকার সম্ভাবনাই বেশি। ভারতের ওয়ানডে টিমের ব্যাটিং লাইনআপটা হতে পারে এ রকম‌ইনিংস ওপেন করবেন রোহিত ও গিল। এরপর তিন, চার, পাঁচ ও ছয় নম্বরে যথাক্রমে কোহলি, রাহুল, আইয়ার ও পান্ডিয়া। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে এখানে সবাই‌ই ডানহাতি। আর প্রত্যেকেই একই ঘরানার ব্যাটসম্যান। সে ক্ষেত্রে ভারতের ব্যাটিং অর্ডারকে এভাবেও ভাবা যায়‌রোহিত, গিল, কোহলি, রাহুল, কিষান, সূর্যকুমার। সব মিলিয়ে মিডল অর্ডারে রোহিত‌দ্রবিড়ের সামনে অনেক বিকল্প, যাঁরা প্রত্যেকেই নিজেদের দিনে একাই ম্যাচ জেতাতে পারেন। তবে তাঁদের ঠিকভাবে কাজে লাগানোর বড় চ্যালেঞ্জটা এখন টিম ম্যানেজমেন্টের সামনে।

আফ্রিদির সঙ্গে দ্বন্দ্বের খবর উড়িয়ে দিলেন বাবর

লাহৌর ঃ এমন কিছুই হয়নি! অন্তত পাকিস্তান অধিনায়ক বাবর আজম সেটাই বলছেন। এশিয়া কাপে শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে হারের পর টিম মিটিংয়ে বিতণ্ডায় জড়িয়েছিলেন অধিনায়ক বাবর আজম ও ফাস্ট বোলার শাহিন শাহ আফ্রিদি‌এমন দাবি করেছিল পাকিস্তানের সংবাদমাধ্যম। ভারতে বিশ্বকাপ খেলতে দেশ ছাড়ার আগে সংবাদ সম্মেলনে সেই বিতণ্ডার খবর উড়িয়ে দিয়েছেন পাকিস্তান অধিনায়ক। বাবর বলছেন, সেদিন ড্রেসিংরুমে এমন কিছুই হয়নি। আজ বাবর নিশ্চিত করলেন, বিষয়টি গুজব। সংবাদ সম্মেলনে পাকিস্তান অধিনায়ক বলেছেন, ‘সবাইকে সম্মান দেওয়া হয়। ম্যাচ শেষে আমরা হেরে গেলে আমাদের নিয়মিত মিটিং হয়। কিন্তু মাঝেমধ্যে এটাকে এমনভাবে দেখানো হয় যেন আমরা মারামারি করেছি। এমন হওয়া উচিত নয়। আমরা এক অপরকে ততটাই ভালোবাসি, যতটা পরিবারকে ভালোবাসি।’

এশিয়া কাপে পাকিস্তান ছিল টপ ফেবারিট। এশিয়া কাপের আগে তারা ছিল দুর্দান্ত ছন্দে। এশিয়া কাপের আগে ওয়ানডেতে শ্রীলঙ্কার মাটিতে আফগানিস্তানের বিপক্ষে ৩‑০ ব্যবধানে সিরিজ জয়ের আগে ঘরের মাঠে নিউজিল্যান্ডকেও হারিয়েছিল পাকিস্তান। তবে এশিয়া কাপে দল প্রত্যাশা পূরণ করতে পারেনি।

নেপালকে ২৩৮ রানে হারিয়ে দারুণ শুরু করা পাকিস্তান সুপার ফোর পর্ব শেষ করেছিল পয়েন্ট তালিকার তলানিতে থেকে। ভারতের বিপক্ষে ২২৮ রানের বড় ব্যবধানে হারেও পাকিস্তান বেশ সমালোচনার মুখে পড়ে। শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে অলিখিত সেমিফাইনালেও পাকিস্তান জিততে পারেনি। এরপরই ড্রেসিংরুমে বাবর ও আফ্রিদির বিতণ্ডার খবর ছড়িয়ে পড়ে। পাকিস্তানের সংবাদমাধ্যমগুলো জানিয়েছিল, ড্রেসিংরুমে অধিনায়ক বাবর বলেছেন, তাঁর দলের খেলোয়াড়েরা দায়িত্ব নিয়ে খেলছেন না। এর জবাবে নাকি আফ্রিদি বলেছিলেন, ‘অন্তত যারা ভালো ব্যাটিং ও বোলিং করেছে, তাদের কৃতিত্ব দাও।’

এর জবাবটা বাবর নাকি দিয়েছিলেন এভাবে, ‘আমি জানি কে ভালো পারফর্ম করেছে!’ দুজনের এই বিতণ্ডা থামান উইকেটকিপার‌ব্যাটসম্যান মোহাম্মদ রিজওয়ান। পাকিস্তানের সংবাদমাধ্যমগুলোর বরাত দিয়ে এ খবর প্রকাশ করেছিল ভারতের টাইমস অব ইন্ডিয়া, হিন্দুস্তান টাইমসসহ আরও কিছু সংবাদমাধ্যম।

তুরস্ক ও ভারতের সম্পর্ক যেভাবে তলানিতে গিয়ে ঠেকল

নয়া দিল্লি (ওয়েবডেস্ক)ঃ চলতি মাসের গোড়ায় দিল্লিতে জি২০ শীর্ষ সম্মেলনে যোগ দিতে যে বিশ্বনেতারা ভারতে এসেছিলেন তাদের মধ্যে তুরস্কের প্রেসিডেন্ট রেচেপ তাইয়েপ এরদোয়ান-ও ছিলেন। সম্মেলনের অবকাশে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বৈঠকের পর 'দক্ষিণ এশিয়াতে তুরস্কের সবচেয়ে বড় বাণিজ্যিক অংশীদার' ভারতের সঙ্গে অর্থনৈতিক সম্পর্ক বাড়ানোর ওপরও জোর দেন তিনি।

দিল্লিতে মি. এরদোয়ান এবং মি. মোদী যখন করমর্দন করে আলোকচিত্রীদের সামনে 'পোজ' দিচ্ছেন, তার ঠিক ২৪ ঘন্টা আগেই দিল্লিতে ঘোষিত হয়েছে 'ভারত-মধ্যপ্রাচ্য-ইউরোপ' অর্থনৈতিক করিডর বা আইএমইসি-র রূপরেখা।

মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন, ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, সৌদি যুবরাজ মোহাম্মদ বিন সালমান বা এমবিএস এবং সেই সঙ্গে আমিরাত ও ইউরোপীয় ইউনিয়নের শীর্ষ নেতাদের উপস্থিতি ছিল তাতে।

সেখানে জানানো হয়, নৌপথে ভারতের পশ্চিম উপকূল থেকে শুরু করে তারপর রেলে আমিরাত, সৌদি, জর্ডান এবং ইসরায়েল হয়ে আবার সমুদ্রপথে এই করিডর কীভাবে ইউরোপের বন্দরে গিয়ে ভিড়বে। এই করিডরের ঘোষণায় সবচেয়ে বেশি অসন্তুষ্ট হয়েছিল যেসব দেশ, তার অন্যতম হচ্ছে তুরস্ক।

তুরস্ক থেকে যে সাংবাদিকরা প্রেসিডেন্টের সফরসঙ্গী হয়ে দিল্লিতে এসেছিলেন, পরদিন তাদেরকে মি. এরদোয়ান সাফ জানিয়ে দেন, তুরস্ককে পাশ কাটিয়ে এরকম কোনও করিডর তৈরির চেষ্টা আমরা কিছুতেই মেনে নেব না।

পূর্বের এশিয়া থেকে পশ্চিমে ইউরোপের মাঝে কোনও 'ট্র্যাফিক' (পণ্য চলাচল) গেলে তা তুরস্কের মধ্যে দিয়েই যেতে হবে, আঙ্কারার এই অবস্থানের কথাও খুব স্পষ্ট ভাবেই সেদিন ঘোষণা করেন তিনি। এরপর দেশে ফিরে কয়েকদিনের মধ্যেই মি. এরদোয়ান জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে যোগ দিতে নিউ ইয়র্কে যান এবং সেখানে বিগত কয়েক বছরের মতো আবারও কাশ্মীর ইস্যুতে ভারতকে তীব্র ভাষায় আক্রমণ করেন।

ভারতও যথারীতি সে বক্তব্যকে প্রত্যাখ্যান করে জানায়, কাশ্মীর প্রশ্নে তিনি স্রেফ পাকিস্তানের বক্তব্যেরই প্রতিধ্বনি করছেন ‐ যাকে কোন গুরুত্ব দেওয়ারই দরকার নেই।

এরই মধ্যে দিল্লির 'দ্য ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস' পত্রিকা রিপোর্ট করে, দিল্লি সফরের সময় তুরস্কের প্রেসিডেন্ট শহরের বিখ্যাত জামা মসজিদে গিয়ে শাহী ইমামের সঙ্গে দেখা করতে চেয়েছিলেন ‐ কিন্তু ভারত সরকার তার সেই অনুরোধ খারিজ করে দেয়।

ফলে তুরস্ক ও ভারতের মধ্যে সম্পর্কের শীতলতা ধীরে ধীরে হ্রাস পাচ্ছে বলে কিছুদিন আগেও যে ধারণা তৈরি হচ্ছিল তা ধূলিসাৎ হতেও সময় লাগেনি। বস্তুত এই মুহূর্তে দু'দেশের সম্পর্ক যে তলানিতে এসে ঠেকেছে, তাতে কোনও সন্দেহ নেই। পর্যবেক্ষকরা আরও বলছেন, ইসরায়েল, গ্রীস, সাইপ্রাস বা আর্মেনিয়ার মতো তুরস্কের যে প্রতিবেশী দেশগুলোর সঙ্গে আঙ্কারার সম্পর্ক খুব খারাপ ‐ ঠিক তাদের সঙ্গেই ভারতের ক্রমবর্ধমান ঘনিষ্ঠতা এ সঙ্কটকে আরও জটিল করে তুলেছে।

দিল্লিতে পর্যবেক্ষকরা অনেকেই মনে করেন, তুরস্ক ও ভারতের মধ্যে সম্পর্ক উন্নয়নের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় বাধা হল কাশ্মীর।

বস্তুত ইসলামি বিশ্বে তুরস্কের প্রভাব-প্রতিপত্তি বাড়ানোর জন্য মি. এরদোয়ান সাম্প্রতিককালে যেভাবে কাশ্মীর ইস্যুটিকে ব্যবহার করেছেন তেমনটা আর কেউই করেননি।

গত সাত-আট বছর ধরে তিনি নিয়ম করে কাশ্মীরে ভারতের মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিষয়টি জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে তুলে আসছেন, তার সরকার জাতিসংঘের মানবাধিকার পরিষদেও বিষয়টি বারবার উত্থাপন করেছে।

অবজার্ভার রিসার্চ ফাউন্ডেশনে পশ্চিম এশিয়া বিশেষজ্ঞ কবীর তানেজা বলছিলেন, মনে রাখতে হবে কাশ্মীরে ভারত ৩৭০ ধারা বিলোপ করার পর যে মুসলিম দেশটি পাকিস্তানের সুরে সুর মিলিয়ে সেই পদক্ষেপের নিন্দা করেছিল সেটি হল তুরস্ক।

এর আগে ২০১৯-এ জাতিসংঘে দেওয়া ভাষণে মি. এরদোয়ান 'কাশ্মীর কনফ্লিক্ট'কে সাত দশক ধরে ভুলে থাকার জন্য আন্তর্জাতিক বিশ্বকেও তীব্র ভাষায় দায়ী করেছিলেন।

কবীর তানেজা আরও জানাচ্ছেন, কাশ্মীর ইস্যুটিকে উপেক্ষা করার জন্য মি. এরদোয়ান কিন্তু ইসলামিক দেশগুলোর জোট ওআইসি এবং সৌদি আরবেরও সমালোচনা করতে দ্বিধা করেননি।

অন্য দিকে পাকিস্তানের সঙ্গে তুরস্কর 'মিত্রতা'র সম্পর্কও ঐতিহাসিক।

বস্তুত মি. এরদোয়ান হলেন একমাত্র বিশ্বনেতা যিনি পাকিস্তানে পার্লামেন্টের যৌথ অধিবেশনে চার চারবার ভাষণ দিয়েছেন ‐ দুইবার প্রধানমন্ত্রী এবং দুইবার প্রেসিডেন্ট হিসেবে।

বিশ্লেষকরা বলেন, অটোমান সাম্রাজ্যের হৃত গৌরব পুনরুদ্ধার বা 'নিও-অটোমানাইজেশনে'র মাধ্যমে মি. এরদোয়ান যেভাবে তুরস্ককে বিশ্বমঞ্চে প্রতিষ্ঠা দিতে চান ‐ তার সেই প্রচেষ্টায় পাকিস্তান খুব গুরুত্বপূর্ণ অংশীদার।

ফলে কাশ্মীর প্রশ্নে কেন মি. এরদোয়ান পাকিস্তানের বক্তব্যের প্রতিধ্বনি করে চলেছেন, তা অনুমান করা শক্ত নয়।

অন্যদিকে, বিগত প্রায় এক দশক ধরে নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে ভারতে একটি হিন্দুত্ববাদী রাজনৈতিক শক্তি ক্ষমতায় আছে, যারা আন্তর্জাতিক মঞ্চে 'নিউ ইন্ডিয়া' বা 'নতুন ভারতে'র আবির্ভাব ঘোষণা করতে চাইছে। এই 'নতুন ভারত'কে আন্তর্জাতিক বিশ্ব অনেক বেশি গুরুত্ব দিচ্ছে ‐ এবং কাশ্মীরের পরিস্থিতিকে 'নিয়ন্ত্রণে আনতে পারা'টা সেই সাফল্যের একটা বড় কারণ বলে নিউ ইন্ডিয়ার কর্ণধাররা হামেশাই দাবি করে থাকেন।

অর্থাৎ একই কাশ্মীরকে ভারত এবং তুরস্ক সম্পূর্ণ পরস্পরবিরোধী দুটি কারণে বিশ্বমঞ্চে ব্যবহার করতে চাইছে ‐ আর সেটাই দু'দেশের মধ্যে তিক্ততার একটা প্রধান কারণ।

ভারতের 'আউটরিচ' নিয়ে সন্দেহ

লক্ষ্যণীয়ভাবে, সাম্প্রতিককালে তুরস্কের প্রতিবেশী বা কাছেপিঠে এমন একাধিক দেশের সঙ্গে ভারত সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ করার উদ্যোগ নিয়েছে, যাদের সঙ্গে তুরস্কের সম্পর্ক রীতিমতো খারাপ।

এর মধ্যে ইসরায়েলের সঙ্গে ভারতের ঘনিষ্ঠতা বেশ কিছুটা পুরনো হলেও গ্রীস, সাইপ্রাস বা আর্মেনিয়ার সঙ্গে বেশ হালেই ভারত সম্পর্ক উন্নয়ন করার ব্যাপারে বিভিন্ন উদ্যোগ নিয়েছে।

গত মাসেই দক্ষিণ আফ্রিকায় ব্রিকস শীর্ষ সম্মেলন থেকে দেশে ফেরার পথে নরেন্দ্র মোদী রাষ্ট্রীয় সফরে গ্রীসে গিয়েছিলেন।

ওই সফর ছিল সে দেশে ৪০ বছরের মধ্যে কোনও ভারতীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রথম সফর।

সেই সফরের মাত্র দিন পনেরোর মধ্যেই দিল্লিতে আইএমইসি প্রকল্পের কথা ঘোষণা করা হয়, যে করিডরের ইউরোপ প্রান্তে গ্রীস একটি গুরুত্বপূর্ণ হাব। তুরস্ককে উপেক্ষা করে তাদের চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী গ্রীসকে যেভাবে ওই করিডরে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, মি. এরদোয়ান ইতোমধ্যেই স্পষ্ট করে দিয়েছেন সেটা তিনি মানতে পারছেন না।

অন্যদিকে, গ্রীস যেমন ভারতকে কাশ্মীর প্রশ্নে সমর্থন করছে, তেমনি ভারতও সাইপ্রাস ইস্যুতে গ্রীসকে সমর্থন জানাচ্ছে।

আর্মেনিয়াতে ১৯১৫ সালে সংঘটিত জেনোসাইড বা গণহত্যাকে কেন্দ্র করে তুরস্কের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক নেই বললেই চলে ‐ সেই আর্মেনিয়াতেও জি-টু-জি বা সরকারি পর্যায়ে করা চুক্তির আওতায় ভারত সম্প্রতি অস্ত্র রপ্তানির পদক্ষেপ নিয়েছে।

ইস্তাম্বুলের সিনিয়র সাংবাদিক বেকির সিটকি সিরিন মনে করেন, এই সব কারণেই ভারতের এই নতুন নতুন 'ডিপ্লোম্যাটিক আউটরিচ' গুলোকে তুরস্ক খুব একটা ভাল নজরে দেখছে না।

তিনি বলছিলেন, তুরস্কের একটা সন্দেহ তৈরি হচ্ছে যে তাদের ভৌগোলিক অঞ্চলে ভারত নিজস্ব প্রভাব বাড়িয়ে তাদের বিরক্ত করতে চাইছে।

দিল্লিতে কবীর তানেজাও অনেকটা একই বক্তব্যের প্রতিধ্বনি করেছেন।

তিনি বলছিলেন, হয়তো এটা ভারতের তুরস্ককে একটা বার্তা দেওয়ার চেষ্টা (মেসেজিং) যে তোমরা কাশ্মীর নিয়ে বাড়াবাড়ি করলে, আমরাও তোমাদের ঘরের পাশে গিয়ে গন্ডগোল করব।

এরই মধ্যে আগামী বছরের গোড়ায় গ্রীস-ইসরায়েল-সাইপ্রাস এবং সেই সঙ্গে আমেরিকাকে নিয়ে গঠিত 'থ্রি প্লাস ওয়ান' গ্রুপিংয়ের সম্মেলনেও ভারতকে যোগ দিতে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে ‐ এই পদক্ষেপেও তুরস্ক যথারীতি খুশি নয়।

সম্পর্ক কি স্বাভাবিক করা সম্ভব?

বিগত সাড়ে নয় বছরের প্রধানমন্ত্রিত্বে নরেন্দ্র মোদী একটিবারের জন্যও কোনও দ্বিপাক্ষিক সফরে তুরস্কতে যাননি।

ভারতের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে তিনি একবারই তুরস্কে গিয়েছিলেন ‐ সেটা ২০১৫তে বহুপাক্ষিক প্ল্যাটফর্ম জি২০-র শীর্ষ সম্মেলনে যোগ দিতে।

অন্যদিকে, মি. এরদোয়ানও এই সময়কালে মাত্র একবারই দ্বিপাক্ষিক সফরে ভারতে এসেছেন।

কিন্তু ২০১৭তে ওই সফরের ঠিক আগে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে তিনি কাশ্মীর প্রশ্নে ভারত এবং পাকিস্তানের মাঝে মধ্যস্থতার প্রস্তাব দেওয়ায় সেই সফরও একরকম ভেস্তে গিয়েছিল।

কাশ্মীর প্রশ্নে ভারতের ঘোষিত অবস্থান হল, ১৯৭২-র সিমলা চুক্তি অনুসারে ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে দ্বিপাক্ষিকভাবেই এর মীমাংসা হতে হবে ‐ অন্য কোনও তৃতীয় পক্ষ এর মধ্যে ঢুকতে পারবে না।

মি. এরদোয়ান সেই বিরোধে মধ্যস্থতার প্রস্তাব দিয়ে সফরের আগেই ভারতকে চটিয়ে দিয়েছিলেন ‐ যে সম্পর্ক আজ পর্যন্ত স্বাভাবিক তো হয়ইনি, বরং দু'পক্ষের মধ্যে তিক্ততা ক্রমশ বেড়েছে।

তুরস্কের সাংবাদিক বেকির সিটকি সিরিন কিন্তু বলছেন, কাশ্মীরের মতো সংবেদনশীল ইস্যুতেও একটা মাঝামাঝি রাস্তা নেওয়ার অবকাশ আছে বলে মি. এরদোয়ান এখনও বিশ্বাস করেন।

মি. সিরিনের কথায়, তুরস্ক মনে করে ভারত ও পাকিস্তান যা বলছে সে দু'টো রাস্তার বাইরেও কাশ্মীর নিয়ে একটা মধ্যপন্থী সমাধান সম্ভব।

এটা এমন একটা পথ, যেটাতে ভারতীয়, পাকিস্তানি বা কাশ্মীরিরা কেউই 'ভিক্টিম' হবেন না বলে মি. এরদোয়ানের বিশ্বাস।

এই আইডিয়াটা তিনি ভারতকে বোঝাতে পারলে দু'দেশের সম্পর্কের উন্নতি হতে বাধ্য, বলছিলেন তিনি। তবে কাশ্মীর প্রশ্নে ভারত তাদের অবস্থান নমনীয় করার বিন্দুমাত্র ইঙ্গিত দেয়নি।

বরং বছরচারেক আগে ওই অঞ্চলের বিশেষ স্বীকৃতি লোপ করার ভারত সরকার সেখানে পরিস্থিতি আরও শক্ত হাতে দমন করতে শুরু করেছে।

তা ছাড়া 'মধ্যস্থতাকারী' হিসেবে মি. এরদোয়ানের মতো পাকিস্তানের একজন ঘোষিত মিত্রকে ভারত যে কিছুতেই মেনে নেবে না, তাতেও কোনও সংশয় নেই।

ফলে তুরস্ক এবং ভারতের মধ্যে কূটনৈতিক সম্পর্ক অদূর ভবিষ্যতে কিছুটা হলেও স্বাভাবিক হতে পারে, দিল্লিতে অন্তত পর্যবেক্ষকরা তার কোনও লক্ষণই দেখছেন না।

টুকরো খবর

রাতে ঘন ঘন প্রস্রাবের কারণ কী? এ সমস্যার সমাধান কীভাবে সম্ভব?

কলকাতা ঃ একদিন এক বন্ধুর বাবামা বলছিলেন যে, তারা রাতে ভাল করে ঘুমাতে পারেন না। তার কারণ হিসেবে তারা বলছিলেন, তাদের বয়স হয়ে গেছে, হয়তো সে কারণেই রাতে অনেকবার উঠে টয়লেট যেতে হয়। ফল স্বরূপ, রোজ সকালে বেশ ক্লান্তি অনুভব করেন তারা। বিশ্বের সব দেশেই এ অভিযোগ কমবেশি শোনা যায়। কিন্তু বিষয়টি নিয়ে লজ্জা আর কুণ্ঠার কারণে চিকিৎসকের পরামর্শ দূরে থাক, আপনজনদের কাছেও মুখ ফুটে প্রকাশ করেন না বেশিরভাগ মানুষ। অথচ চিকিৎসকের পরামর্শ আর জীবনযাত্রায় পরিবর্তনের মাধ্যমে এ সমস্যা সমাধান সম্ভব। চিকিৎসকের ভাষায় এটি একটি শারীরিক সমস্যা, আর এ সমস্যার একটা আনুষ্ঠানিক নামও আছে। একে বলা হয় নকটারিয়া বা রাতের বেলা বার বার ঘুম থেকে উঠে মূত্রত্যাগ করতে শৌচাগার বা টয়লেট ব্যবহার করা। যুক্তরাজ্য ভিত্তিক স্বাস্থ্য বিষয়ক প্রতিষ্ঠান ইন্টারন্যাশনাল কন্টিনেন্স সোসাইটির তথ্য অনুযায়ী, নকটারিয়ার সংজ্ঞায় বলা হয়েছে, রাতে ঘুম ভেঙে অন্তত দুই বার প্রস্রাব করার জন্য যদি কাউকে উঠতে হয়, তাহলে তিনি এ রোগে আক্রান্ত। এই সমস্যার কারণে ঘুম এবং জীবনযাপন দুটোতেই বিঘ্ন তৈরি হয়। বয়স্ক মানুষের মধ্যে এই সমস্যা বেশি দেখা যায়। এক হিসাব অনুযায়ী, ৭০ বছরের বেশি বয়সী প্রতি পাঁচ জনের মধ্যে তিন জনই এই সমস্যায় ভোগেন। এছাড়া আবহাওয়া এবং সামাজিক অবস্থান নির্বিশেষে গর্ভবতী নারীরাও এই সমস্যায় পড়েন অনেক সময়ই। তবে কম বয়সীরাও এতে আক্রান্ত হতে পারেন। নারী-পুরুষ যে কেউই এ সমস্যায় আক্রান্ত হতে পারেন।

নকটারিয়ার কারণ কী?

দুটি কারণে নকটারিয়া দেখা দিতে পারে। একটি হচ্ছে মূত্রথলির ধারণ ক্ষমতা কমে যাওয়া এবং দ্বিতীয়টি হচ্ছে মূত্র উৎপাদন বেড়ে যাওয়া। এই অবস্থাকে পলিইউরিয়া বলা হয়। প্রথম কারণটির ক্ষেত্রে একটি অঙ্গের ধারণক্ষমতার কথা বলা হচ্ছে, যা সাধারণত ৩০০‐৬০০ মিলিলিটার হয়ে থাকে। দুটি কারণে এই ধারণক্ষমতা কমতে পারে। এগুলো হচ্ছে

প্রথমত, শারীরবৃত্তীয় পরিবর্তন। পুরুষের ক্ষেত্রে এটা সাধারণত হয়ে থাকে বেনাইন প্রোস্টেটিক হারপারট্রফি নামে এক ধরণের স্বাস্থ্যগত সমস্যার কারণে। এই সমস্যায় পুরুষের প্রোস্টেট বড় হয়ে যায়। নারীদের ক্ষেত্রে স্থূলতা এবং পেলভিক অরগ্যান প্রোল্যাপসের মতো সমস্যায় এই রোগ দেখা দিতে পারে। পেলভিক অরগ্যান প্রোল্যাপসের ক্ষেত্রে জরায়ু, মূত্রথলি বা মলদ্বার দুর্বল হয়ে পড়ে বা ঢিলা হয়ে যায়। আর দ্বিতীয় কারণ হচ্ছে, অন্যান্য সমস্যা যেমন ওভারঅ্যাকটিভ ব্লাডার সিনড্রোম, সংক্রমণ, সিস্টাইটিস ইত্যাদি স্বাস্থ্য সমস্যা থাকলেও নকটারিয়া হতে পারে।

পলিইউরিয়ার মতোই নকটারিয়া বা রাতে মূত্র উৎপাদনের হার অ্যান্টি-ডিউরেটিক হরমোনের প্রভাবে কমে যায়। কিন্তু বয়স বাড়ার সাথে সাথে আমাদের দেহে এই হরমোনের নিঃসরণ রাতে বেলা কমে যায়। অন্যান্য অনেক রোগের কারণে নকটারিয়া দেখা দিলেও এটিই এই সমস্যার অন্যতম প্রধান কারণ।

এছাড়া ডায়াবেটিস, এডেমাটোস স্টেটস বা টিস্যুতে অত্যধিক তরল আটকে থাকার কারণে ফোলা ভাব, হৃদরোগ, উচ্চ রক্তচাপ, সন্ধ্যায় বেশি পরিমাণে তরল গ্রহণ, অতিমাত্রায় ক্যাফেইন, অ্যালকোহল বা তামাক গ্রহণের কারণেও এটি হতে পারে।

এছাড়া কিছু কিছু রোগের ওষুধ গ্রহণের কারণেও পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া হিসেবে মূত্র উৎপাদন বৃদ্ধি এবং মূত্রথলির কার্যক্রমে সমস্যা দেখা দিতে পারে। এসব ওষুধ হচ্ছে ঃ

ডায়রেটিকস তরল ধারণ ক্ষমতার চিকিৎসা এবং উচ্চ রক্তচাপের চিকিৎসায় এটি ব্যবহৃত হয়।

অ্যান্টিকলোনারজিকস ওভারঅ্যাকটিভ ব্লাডার সিনড্রোমের চিকিৎসায় এটি ব্যবহার করা হয়। এই ওষুধ সেসব স্নায়ুর সংকেতে বিঘ্ন ঘটাতে পারে যেগুলো এই অঙ্গগুলো নিয়ন্ত্রণ করে এবং এর কারণে ঘন ঘন প্রস্রাবের চাপ আসতে পারে। দেখা দিতে পারে নকটারিয়া।

উচ্চ রক্তচাপের চিকিৎসায় ব্যবহৃত ওষুধ খেলে এই সমস্যা দেখা দিতে পারে।

ডিপ্রেশন বা বিষণ্ণতা প্রতিরোধে ওষুধ সেবনেও এ ধরনের সমস্যা দেখা দিতে পারে। কারণ এগুলো অনেক সময় অ্যান্টিডিউরেটিক হরমোনের কাজ কমিয়ে দেয়।

বাইপোলার ডিসঅর্ডারের মতো মানসিক সমস্যার চিকিৎসায় ব্যবহৃত লিথিয়াম ওষুধ সেবনেও এই সমস্যা দেখা দিতে পারে। তবে তার মানে এই নয় যে, যারা এসব রোগের চিকিৎসায় এ ধরনের ওষুধ সেবন করছেন তারা সবাই পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া হিসেবে এ ধরণের উপসর্গে পড়বেন বা নকটারিয়াতে আক্রান্ত হবেন। যদি কেউ মনে করেন যে তার মধ্যে এ ধরণের প্রভাব বা উপসর্গ দেখা দিচ্ছে এবং তিনি যদি এটি নিয়ে উদ্বিগ্ন থাকেন তাহলে চিকিৎসকের পরামর্শ নেয়া উচিত। এতে করে তারা ওই ওষুধ পরিবর্তন করে বা বিকল্প কোন উপায় সম্পর্কে পরামর্শ দিতে পারেন।

নকটারিয়া কীভাবে বন্ধ করা যায়?

নকটারিয়া আক্রান্ত প্রত্যেক মানুষের চিকিৎসা আলাদাভাবে করতে হবে। কারণ একেকজনের আক্রান্ত হওয়ার পেছনে আলাদা আলাদা হাজারো কারণ থাকতে পারে।

তারপরেও চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী এখানে মৌলিক কয়েকটি টিপসের কথা উল্লেখ করা হলো, যা সাধারণভাবে সব বয়সের নকটারিয়া আক্রান্ত রোগীর কাজে আসতে পারে ‐

জীবনযাত্রায় পরিবর্তন ঃ ঘুমাতে যাওয়ার অন্তত চার থেকে ছয় ঘণ্টা আগে তরল খাবার খাওয়া কমিয়ে আনুন। রাতের বেলা অ্যালকোহল এবং ক্যাফেইন গ্রহণ পরিহার করতে হবে। ধূমপান ত্যাগ করুন। ওজন বেশি থাকলে তা কমিয়ে ফেলুন। ঘুমাতে যাওয়ার আগে মূত্রত্যাগ করুন। পেলভিক ফ্লোর এক্সারসাইজ বা তলপেটের মাংসপেশির ব্যায়াম করুন। আপনার পায়ের টিস্যুতে যদি পানি জমে ফোলা ভাব থাকে তাহলে রাত নামার কয়েক ঘণ্টা আগে থেকেই সেটিকে বিশ্রাম দিন।

চিকিৎসকের পরামর্শ নিন ঃ নকটারিয়া যদি কোন স্বাস্থ্য সমস্যার কারণে হয়ে থাকে যেমন ডায়াবেটিস বা হৃদরোগ, তাহলে এসব রোগের চিকিৎসা করলে নকটারিয়ারও উপশম হতে পারে। সব ক্ষেত্রে চিকিৎসকের পরামর্শ মেনে চলাটা গুরুত্বপূর্ণ।

চিকিৎসার সময়সূচী পরিবর্তন করা ঃ ডাইরেটিকস এবং এনজিওটেনসিন কনভার্টিং এনজাইমের ক্ষেত্রে চিকিৎসায় অবশ্যই চিকিৎসকের পরামর্শ নেয়া উচিত যাতে পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া কমিয়ে আনা যায়।

এক্ষেত্রে তারা চিকিৎসা সূচী এবং পদ্ধতি পরিবর্তন করে দিয়ে থাকেন।

নিয়মিত ব্যায়াম করা ঃ ঘনঘন মূত্রত্যাগের বিষয়ে নিয়ন্ত্রণ পেতে অনেক সময় ব্যায়াম উপকারে আসতে পারে। এক্ষেত্রে তলপেটের মাংসপেশি ও মূত্রথলির ব্যায়াম এবং এ সংক্রান্ত চিকিৎসা ভাল কাজ করবে। তলপেটের মাংসপেশি ও মূত্রথলির ব্যায়ামের ফলে প্রস্রাবের বেগ নিয়ন্ত্রণ করা অনেকটাই সহজ আসে।

প্রয়োজনে ওষুধ খেতে হবে ঃ সাধারণভাবে মানুষের মধ্যে রোজ ওষুধ খাওয়া নিয়ে ভীতি বা অস্বস্তি রয়েছে। কিন্তু অনেক সময় রোগীর সাথে আলাপের পর চিকিৎসক নকটারনাল পলিইউরিয়া বা রাত্রিকালীন অতি মূত্র উৎপাদন রোগের চিকিৎসায় ওষুধ সেবনের পরামর্শ দিয়ে থাকেন।

সবশেষে যদিও নকটারিয়া বয়স্ক মানুষের মধ্যেই বেশি দেখা যায়, তারপরও যে কারো ঘুমে এটি বিঘ্ন ঘটাতে পারে, যার প্রভাব পড়তে পারে জীবনমানের উপরও। তাই এ ধরণের সমস্যার ক্ষেত্রে চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে। তারা আক্রান্ত ব্যক্তির সাথে আলাপ-আলোচনা করে, দৈনন্দিন অভ্যাস থেকে শুরু করে স্বাস্থ্য অবস্থা, ওষুধ সেবনের মতো বিষয়গুলো পর্যালোচনা করে তারপর সমাধান দিয়ে থাকেন।

JATIO KHOBOR
BANGLA DAINIK
বাংলা দৈনিক
জাতীয় খবর
রাঁচি
বুধবার
8
web : www.rashtriyakhabar.com
epaper.rastriyakhabar.com
27.09.2023

দেশের দশের কথা
রাজনীতির তোলপাড়

খালেদা জিয়ার মুক্তির আল্টিমেটাম ঘিরে কর্মসূচির 'বাঁক পরিবর্তনের' কথা বলছে বিএনপি

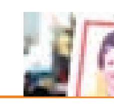

ঢাকা ঃ বাংলাদেশের জাতীয়তাবাদী দল বিএনপি তাদের চলমান কর্মসূচিতে দলটির চেয়ারপার্সন খালেদা জিয়ার মুক্তির দাবিকে সামনে নিয়ে আসছে। রোববার সরকারকে দেয়া দলটির ৪৮ ঘণ্টার আল্টিমেটামকে কেন্দ্র করে আন্দোলনে 'বাঁক পরিবর্তন' করার মতো কর্মসূচি আসতে পারে বলে বলছে বিএনপি নেতারা। সোমবার রাজধানীর ধোলাইখাল এলাকায় এক জনসভায় মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর এ বিষয়ে বলেন, আজকে তিনি (খালেদা জিয়া) জীবনমৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছেন, এতোই বেশি তার শরীর অসুস্থ যে ডাক্তাররা বলছেন যে, অবিলম্বে তার বাইরে চিকিৎসার ব্যবস্থা করা দরকার। সেই কারণে আমরা গতকাল বলেছি, ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে তাকে বাইরে চিকিৎসার ব্যবস্থা করুন, অন্যথায় এর সমস্ত দায়দায়িত্ব এই সরকারকেই নিতে হবে। এর আগে রোববার মি. আলমগীর নয়াপল্টনে আয়োজিত এক সমাবেশে খালেদা জিয়ার মুক্তির জন্য দুই দিনের আল্টিমেটাম ঘোষণা করেন। বিএনপির যুগ্ম মহাসচিব মোয়াজ্জেম হোসেন আলাল বিবিসিকে বলেছেন, এখন আমরা যে কর্মসূচির মধ্যে আছি, এর বাইরে একটা কিছু হবে নতুন ধরণের, বাঁক পরিবর্তনের একটা ঘটনা হয়তো হবে, ধারণা করছি আরকি। যদিও সেটি ঠিক কী ধরণের কর্মসূচি তা বিস্তারিত বলেননি তিনি। তবে আল্টিমেটাম নিয়ে বিএনপির অন্যান্য শীর্ষ নেতাদের সাথে যোগাযোগ করা হলেও তারা তাদের পরবর্তী পদক্ষেপ বা কর্মসূচির বিষয়ে জানাতে চাননি।

নাগোর্নো কারাবাখ ছাড়ছে হাজার হাজার জাতিগত আর্মেনীয়

আজারবাইজান (এজেন্সী) ঃ গত সপ্তাহে বিতর্কিত নাগোর্নো কারাবাখ এলাকা আজারবাইজানের দখলে যাওয়ার পর থেকে হাজার হাজার জাতিগত আর্মেনিয়ানরা ওই এলাকা ছাড়তে যেতে শুরু করেছে।

এ পর্যন্ত সাড়ে ছয় হাজারের মতো বাসিন্দা ওই ছিটমহলটি ছেড়ে আর্মেনিয়ায় পাড়ি জমিয়েছে। এলাকাটিতে এক লাখ বিশ হাজার জাতিগত আর্মেনিয়ানের বাস ছিল।

আর্মেনিয়ার সরকার যুদ্ধের কারণে বাস্তুহারা মানুষকে স্থানান্তরের পরিকল্পনা ঘোষণা করার পর থেকেই তারা এলাকা ছাড়তে শুরু করে।

আর্মেনিয়ার প্রধানমন্ত্রী হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেছেন যে, ওই এলাকায় 'জাতিগত নিধন' চলছে।

নাগোর্নো কারাবাখ দক্ষিণ ককেসাস এলাকার একটি পাহাড়ি এলাকা। এটি আজারবাইজানের অংশ হিসেবে বিশ্বব্যাপী স্বীকৃত। তবে তিন দশক ধরে এটি জাতিগত আর্মেনিয়ানরা নিয়ন্ত্রণ করে আসছে। এই ছিটমহলের প্রতি আর্মেনিয়া এবং তাদের মিত্র রাশিয়ার সমর্থন ছিল। বছরের পর বছর ধরে সেখানে শত শত রুশ সেনা ছিল।

গত সপ্তাহে আজারবাইজানের সেনারা আক্রমণ চালালে রাশিয়ার পাঁচ জন শান্তিরক্ষী এবং ২০০ জন জাতিগত আর্মেনিয়ান এবং কয়েক ডজন আজারবানি সেনা নিহত হয়।

আর্মেনয়িয়ার প্রধানমন্ত্রী নিকোল পাশিনিয়ান সাংবাদিকদের বলেন, বর্তমানে সেখানে এটাই চলছে এবং এটা খুবই দুর্ভাগ্যজনক, কারণ এ বিষয়ে আমরা আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের কাছে অনুরোধ জানানোর চেষ্টা করছি।

আজারবাইজান বলেছে যে তারা জাতিগত আর্মেনিয়ানদেরকে 'সমান নাগরিক' হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করতে চায়।

স্থানীয় মানবাধিকার কর্মী গেগহাম স্টিপানিয়ান এক্স এর (সাবেক টুইটার) মাধ্যমে এক পোস্টে জানিয়েছেন, কারাবাখের প্রধান শহর স্টেপানাকার্টের একটি পেট্রোল স্টেশনে বিস্ফোরণে ২০০ বেশি মানুষ মারাত্মকভাবে আহত হয়েছে।

তবে বিস্ফোরণের কারণ

সম্পর্কে এখনো কিছু জানা যায়নি।

মানুষের ঘর বাড়ি ছেড়ে পালিয়ে যাওয়ার কারণে আর্মেনিয়ার সীমান্তে যানবাহনের দীর্ঘ লাইন তৈরি হয়েছে।

রবিবার আর্মেনিয়ার গোরিস শহরে যেসব শরণার্থীরা এসে আশ্রয় নিয়েছেন এমন কয়েক জনের সাথে কথা বলেছে বিবিসি। এই শহরটি কারাবাখের সীমান্তের কাছাকাছি অবস্থিত।

এক ব্যক্তি বলেন, আমি আমার সারা জীবন আমার মাতৃভূমির প্রতি উৎসর্গ করেছি। এভাবে পালিয়ে আসার চেয়ে তারা যদি আমাকে মেরে ফেলতো তাহলে বেশি ভাল হতো।

ভেরোনিকা নামে এক নারী বিবিসি কে বলেন, দ্বিতীয় বারের মতো শরণার্থী হয়েছেন তিনি। ২০২০ সালের লড়াইয়ের সময় প্রথমবার শরণার্থীতে পরিণত হয়েছিলেন তিনি।

গোরিস শহরের প্রধান চত্বরে ভিড় জমে গেছে। কাছাকাছি থাকা থিয়েটারকে রেড ক্রসের একটি ঘাঁটি হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে।

টিটিয়ানা ওগানেসিয়ান, যিনি নিজে একজন চিকিৎসক এবং একই সাথে চিকিৎসক ও স্বেচ্ছাসেবী একটি ফাউন্ডেশনের প্রধানও, তিনি এখন গোরিস শহরে আসা শরণার্থীদের সহায়তা দিচ্ছেন।

তিনি বিবিসিকে বলেন, যারা চিকিৎসকদের কাছে আসছেন তাদের বেশিরভাগই ক্লান্ত, অপুষ্টিতে আক্রান্ত এবং মানসিকভাবে ভেঙ্গে পড়েছেন। মানুষ হতবিহবল, তারা আমাদের বলছে ঃআমার বড়ি দরকার, সেগুলো নীল রঙের, তিনি বলেন। চিকিৎসকদের বুঝতে হচ্ছে যে তারা কী ওষুধ সেবন করতো এবং পরে সেগুলো তাদের জন্য খুঁজে বের করতে হচ্ছে।

আমাদের কিছুই নেই, বলছিলেন সদ্য গোরিসে আসা এক বয়স্ক নারী। তিনি তার পরনে থাকা জাম্পারটি দেখিয়ে বলছিলেন, শুধুমাত্র সেটিই তিনি তার সাথে করে নিয়ে আসতে পেরেছেন। তার ছেলে তার পাশে ক্র্যাচে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

করনিডজর নামে কাছের একটি গ্রামে যেসব শরণার্থীরা আশ্রয় নিয়েছেন তারা বলছেন যে আজারবাইজানের শাসনে তারা নিজেদেরকে সুরক্ষিত মনে করেন না এবং তারা যে আবার বাড়িতে ফিরতে পারবেন সেটাও আশা করেন না।

রবিবার আর্মেনিয়ার সরকার এক বিবৃতিতে বলেছে যে শত শত শরণার্থীদের এরইমধ্যে সরকারি খরচে বাসস্থানের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

কিন্তু মানুষের এই স্রোতকে কিভাবে সামাল দেয়া হবে সে বিষয়ে বিস্তারিত কোন পরিকল্পনা এখনো প্রকাশ করা হয়নি। আর্মেনিয়ার প্রধানমন্ত্রী পাশিনিয়ান গত সপ্তাহে এক ঘোষণায় বলেছিলেন, ৪০ হাজার শরণার্থীকে দেখাশোনা করার পরিকল্পনা হাতে নেয়া হয়েছে। যেসব আর্মেনিয়ানদের সাথে বিবিসি কথা বলেছে তারা জানিয়েছেন, শরণার্থীদেরকে নিজেদের বাড়িতে আশ্রয় দিতে প্রস্তুত তারা। স্থানীয় একটি সংবাদ মাধ্যমে দেশটির স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর বরাত দিয়ে বলেছে, ইরেভানে সাম্প্রতিক সরকার বিরোধী বিক্ষোভের জেরে একশ ৪০ জনের বেশি মানুষকে গ্রেফতার করা হয়েছে। টাস সংবাদ সংস্থা জানিয়েছে, ইরেভানে যেসব বিক্ষোভকারী রাস্তা আটকে বিক্ষোভ করেছে তাদেরকে আটক করতে শুরু করেছে বিশেষ বাহিনী।

প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় এবং আরো যেসব সরকারি দপ্তরে বিক্ষোভকারীরা প্রবেশ করার চেষ্টা করেছে সেগুলোসহ প্রধান প্রধান সরকারি দপ্তরের বাইরে অবস্থান নিয়েছে পুলিশ।

সরকারের নাগোর্নো কারাবাখের পরিস্থিতি সামাল দেয়ার প্রক্রিয়া নিয়ে গত সপ্তাহে প্রথম বিক্ষোভ অনুষ্ঠিত হয়।

মি. পাশিয়ানের বিরুদ্ধে অভিযোগ তিনি আজারবাইজানকে খুব বেশি ছাড় দিয়েছেন এবং তার পদত্যাগের দাবি তোলা হয়েছে।

আজারবাইজানের সামরিক বাহিনীর দ্রুত গতির অভিযানের পর বুধবার আর্মেনিয়ার বিচ্ছিন্নতাবাদী বাহিনী অস্ত্র জমা দিতে রাজি হয়েছে।

আর্মেনিয়া বারবারই বলে আসছে, আজারবাইজানের কর্তৃপক্ষের ভুলের কারণেই ওই অঞ্চলে মানুষ গণভাবে উদ্বাস্তুতে পরিণত হবে।

রোববার এক টেলিভিশন ভাষণে মি. পাশিনিয়ান বলেন, আজারবাইজান যদি মানুষকে বাস্তব সম্মত বাসস্থানের সুযোগ এবং জাতিগত নিধনের বিরুদ্ধে কার্যকর সুরক্ষা ব্যবস্থা সরবরাহ না করে তাহলে ওই এলাকায় মানুষের বাড়ি ঘর ছেড়ে যাওয়া ছাড়া আর উপায় থাকবে না।

তিনি আবারো বলেন, তার সরকার আমাদের ভাই বোনদের স্বাগত জানাতে প্রস্তুত।

নাগোর্নো কারাবাখের জাতিগত আর্মেনিয়ানদের নেতা স্যামভেল শাহরামানিয়ানের উপদেষ্টা ডেভিড বাবায়ান রয়টার্সকে বলেন, তিনি আশা করছেন যে প্রায় সবাই চলে যাবে।

তার জনগণ আজারবাইজানের অংশ হয়ে বসবাস করতে চায় না ৯৯ দশমিক ৯ শতাংশ বাসিন্দা আমাদের ঐতিহাসিক ভূমিতে চলে যেতে চায়, তিন বলেন।

তিনি রয়টার্সকে বলেন, আমাদের দরিদ্র জনগণের ভাগ্য ইতিহাসে আর্মেনিয়ার জনগণ এবং পুরো সভ্য বিশ্বের জন্য কলঙ্ক আর লজ্জা হিসেবে উল্লেখ থাকবে।

আমাদের এমন পরিণতির জন্য যারা দায়ী, তাদেরকে একদিন স্রষ্টার কাছে তাদের পাপের জন্য জবাবদিহি করতে হবে।

রোববার আজারবাইজানের প্রতিরক্ষামন্ত্রী বলেন, তারা রকেট, কামানের গোলা, মাইন এবং গোলাবারুদের মতো অস্ত্র বাজেয়াপ্ত করেছেন।

আজারবাইজান জনসমক্ষে নিশ্চিত করার পরও নাগোর্নো কারাবাখের বাসিন্দাদের মধ্যে ভীতি রয়েছে।

বিচ্ছিন্নতাবাদীরা অস্ত্রবিরতিতে রাজি হওয়ার পর থেকে ওই এলাকায় ৭০ টন খাদ্য সামগ্রীবাহী মাত্র একটি ত্রাণ সরবরাহকে প্রবেশ করতে দেয়া হয়েছে। জাতিগত আর্মেনিয়ান নেতারা বলছেন, হাজার হাজার মানুষ খাদ্য ও আশ্রয় বঞ্চিত হয়ে পড়েছে এবং তারা বেজমেন্ট, স্কুল ভবন বা বাইরে গুমাতে বাধ্য হচ্ছে।

মশা ঃ ডেঙ্গু, চিকুনগুনিয়াসহ যে ৫ টি মশাবাহিত

কলকাতা ঃ পৃথিবীতে প্রায় সাড়ে তিন হাজার প্রজাতির মশা রয়েছে, এর মধ্যে মাত্র ১০০ টির মত প্রজাতি রোগ ছড়ায়। এখনো পর্যন্ত বিজ্ঞানীদের গবেষণায় দেখা গেছে মশা থেকে ২০টির মত রোগ ছড়ায়। পুরো পৃথিবীতে কীটপতঙ্গের আক্রমণে প্রতিবছর যত মানুষ মারা যান, তাদের মধ্যে মশাবাহিত রোগে মারা যান সর্বোচ্চ সংখ্যক মানুষ। মশাবাহিত রোগ বিষয়ে সচেতনতা তৈরির উদ্দেশ্যে প্রতিবছর ২০শে অগাস্ট পালিত হয় বিশ্ব মশা দিবস।

কীটতত্ত্ববিদ এবং গবেষকেরা বলছেন, এখন পর্যন্ত ১২৩ প্রজাতির মশার খোঁজ পাওয়া গেছে। এর মধ্যে শহরেই ১৪টি প্রজাতির মশা পাওয়া যায়। কীটতত্ত্ববিদ এবং প্রাণিবিদ্যা বিভাগের অধ্যাপক কবিরুল বলেছেন, এখন পর্যন্ত মশাবাহিত পাঁচটি রোগের কথা জানা যায়। এর মধ্যে রয়েছে ম্যালেরিয়া, ফাইলেরিয়া, ডেঙ্গু, চিকুনগুনিয়া এবং জাপানিজ এনসেফালাইটিস।

ম্যালেরিয়া

স্ত্রী অ্যানোফিলিস মশা ম্যালেরিয়া রোগের জীবাণু ছড়ায়। মোট ৩৬ প্রজাতির অ্যানোফিলিস মশা দেখা যায়, এদের মধ্যে সাতটি প্রজাতি ম্যালেরিয়া রোগ ছড়ায়।

অধ্যাপক কবিরুল বলেছেন, এই সাত

প্রজাতির মধ্যে চারটি প্রজাতি ম্যালেরিয়ার প্রধান বাহক। মূলত পার্বত্য ও সীমান্ত এলাকাতেই ম্যালেরিয়া বেশি দেখা যায়। এটি গ্রীষ্মকালে হয়। ২০০৮ সালে প্রায় ৮৫ হাজার মানুষ ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হয়েছিলেন, মারা যান ১৫৪ জন। পরে এ সংখ্যা কমে আসে।

স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের জাতীয় ম্যালেরিয়া নির্মূল ও এডিসবাহিত রোগ নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচির ডেপুটি প্রোগ্রাম ম্যানেজার ডা. আফসানা বলেছেন, এখন ম্যালেরিয়া প্রকোপের ৯০ শতাংশের বেশি হয় দেশে তিন পার্বত্য জেলায়।

তিনি জানিয়েছেন, ২০৩০ সালের মধ্যে দেশ থেকে ম্যালেরিয়া নির্মূলের পরিকল্পনা নিয়ে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর কাজ করছে।

ফাইলেরিয়া

কিউলেক্স মশার দুটি প্রজাতি এবং ম্যানসোনিয়া মশার একটি প্রজাতির মাধ্যমে ফাইলেরিয়া রোগ ছড়ায়।

ফাইলেরিয়া রোগে মানুষের হাত পা ও অন্যান্য অঙ্গ অস্বাভাবিকভাবে ফুলে ওঠে। একে স্থানীয়ভাবে গোদ রোগও বলা হয়। ৩৪টি জেলায় ফাইলেরিয়া আক্রান্ত রোগী দেখা যায়।

ডেঙ্গু

এডিস মশার দুইটি প্রজাতি এডিস ইজিপ্টি এবং অ্যালবোপিকটাস, মূলত ডেঙ্গু ভাইরাসের জীবাণু ছড়ায়।

এডিস মশা পাত্রে জমা পরিষ্কার পানিতে জন্মায়। সাধারণত বর্ষাকালে এর ঘনত্ব বেশি হয়, ফলে ডেঙ্গু রোগের প্রাদুর্ভাবও এ সময়ে বেড়ে যায়।

কিন্তু চলতি বছর করোনাভাইরাস মহামারির পাশাপাশি ডেঙ্গু রোগের প্রকোপ অনেকগুন বেড়েছে। স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের তথ্য অনুযায়ী, এ বছর জানুয়ারি থেকে ১৭ই অগাস্ট পর্যন্ত ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়ে ৬,৬৫০ জন মানুষ হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন।

ডেঙ্গু জ্বরে সাধারণত তীব্র জ্বর ও সেই সঙ্গে সারা শরীরে প্রচণ্ড ব্যথা হয়ে থাকে।

তীব্র পেটে ব্যথাও হতে পারে। শরীরে বিশেষ করে মাংসপেশীতে তীব্র ব্যথা হয়। জ্বরের ৪৫ দিন পার হলে শরীরজুড়ে র‍্যাশ বা ঘামাচির মত লালচে দানা দেখা দেয়।

সাথে বমি ভাব, এমনকি বমিও হতে পারে।

ডেঙ্গু গুরুতর হলে রক্তে প্লাটিলেট কমে যায়, চোখের কোনা, দাঁতের মাড়ি বা নাক থেকে রক্তক্ষরণ হতে পারে।

ডা. আফসানা বলেছেন, ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুর প্রধাণ কারণ হচ্ছে আক্রান্ত হবার পর পরিস্থিতি খারাপ না হওয়া পর্যন্ত লোকে ডাক্তারের কাছে যায় না। তিনি বলেন, লক্ষণ বা উপসর্গ দেখা মাত্র চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে। সথে রক্তে প্লাটিলেটের পরিমাণ খেয়াল রাখতে হবে।

চিকুনগুনিয়া

চিকুনগুনিয়া রোগও এডিস মশার মাধ্যমে ছড়ায়। ২০০৮ সালে প্রথম চিকুনগুনিয়া ধরা পড়ে। চিকুনগুনিয়া জ্বরের লক্ষণ সাধারণ ভাইরাল ফিভারের মত।

তবে মাথাব্যথা, বমি ভাব, দুর্বলতা, সর্দি কাশি, এবং র‍্যাশের সঙ্গে শরীরে হাড়ের জয়েন্ট বা সংযোগস্থলে তীব্র ব্যথা হয়।

চিকুনগুনিয়া হলে অধিকাংশ সময় তিন থেকে চার দিনের মধ্যে জ্বর সেরে যায়। কিন্তু হাড়ের সংযোগস্থলগুলোতে হওয়া ব্যথা কারো কারো ক্ষেত্রে দীর্ঘদিন ভোগায়।

জাপানিজ এনসেফালাইটিস

অধ্যাপক কবিরুল বলছেন, জাপানিজ এনসেফালাইটিস রোগটি কিউলেক্স মশার মাধ্যমে ছড়ায়। ১৯৭৭ সালে মধুপুর বন এলাকায় প্রথম জাপানিজ এনসেফালাইটিস আক্রান্ত রোগী শনাক্ত হয়েছিলেন।

অধ্যাপক বাশার বলছেন, মশাবাহিত এই পাঁচ ধরণের রোগই মূলত দেখা যায়।

তবে কয়েক বছর আগে জিকা ভাইরাস আক্রান্ত দুইজন রোগী শনাক্ত হয়েছিলেন।

এরপর গত কয়েক বছরে আর জিকা ভাইরাস আক্রান্ত কাউকে শনাক্তের কথা শোনা যায়নি।

কীভাবে মশাবাহিত রোগ থেকে সুস্থ থাকবেন

মশাবাহিত রোগে আক্রান্ত হবার আগেই সতর্ক হবার পরামর্শ দেন বিশেষজ্ঞরা। কারণ আক্রান্ত হবার পর সঠিক সময়ে চিকিৎসকের শরণাপন্ন না হলে মৃত্যুসহ নানা ধরণের জটিলতার ঝুঁকি বেড়ে যায়।

ডা. আফসানা এবং অধ্যাপক কবিরুল-র পরামর্শ অনুযায়ী মশাবাহিত রোগ থেকে সুস্থ থাকার কয়েকটি উপায় বলছেন, যা এরকম

ডেঙ্গু ও চিকুনগুনিয়ার এই দুইটি রোগের জন্যই দায়ী এডিস মশা সাধারণত সকালের দিকে এবং সন্ধ্যার আগে এডিস কামড়ায়। ফলে এই দুই সময়ে ঘরের দরজা জানালা বন্ধ রাখতে হবে

ঘুমানোর সময় মশারি খাটিয়ে ঘুমাতে হবে

বাড়ির ছাদে বা বারান্দার ফুলের টবে, নির্মাণাধীন ভবনে, বাতিল টায়ার কিংবা প্লাস্টিক কন্টেইনার কোথাও যাতে তিন থেকে পাঁচদিনের বেশি পানি জমা না থাকে, সে ব্যবস্থা করতে হবে

মশার কামড় থেকে বাঁচতে নানা ধরণের রিপেলেন্ট অর্থাৎ মশা তাড়ানোর পণ্য যেমন বিভিন্ন ধরণের কয়েল, স্প্রে, ক্রিম জাতীয় পণ্য ব্যবহার করা, তবে এর মাত্রা ও প্রযোগে সম্পর্কে সতর্ক থাকতে হবে।

এগুলো সবই মশাবাহিত কোন রোগে আক্রান্ত হবার আগের সতর্কতা। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, আক্রান্ত হলে দ্রুত চিকিৎসকের শরাণাপন্ন হয়ে চিকিৎসা নিতে হবে। বিশেষজ্ঞদের কেউ কেউ মনে করেন মশা তাড়াতে কয়েল বা স্প্রে ব্যবহার না করে প্রাকৃতিক উপায় চেষ্টা করে দেখা যেতে পারে। অনেক বছর ধরে মশা তাড়াতে ব্যবহার করা হচ্ছে এমন কয়েকটি প্রাকৃতিক পদ্ধতি নিচে বর্ণনা করা হলো ঃ

নিমে মশা তাড়ানোর বিশেষ গুণ রয়েছে। প্রাচীনকালে মশা তাড়াতে নিমের তেল ব্যবহার করা হত। ত্বকে নিম তেল লাগিয়ে নিলে মশা ধারে কাছেও ভিড়বে না বলে প্রচলিত।

প্রতিরক্ষা আলোচনা করতে কেনিয়ায় প্রতিরক্ষা মন্ত্রী অস্টিন

কেনিয়া (এজেন্সী) ঃ যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিরক্ষা মন্ত্রী লয়েড অস্টিন নিরাপত্তা এবং সন্ত্রাস দমন বিষয়ে প্রতিরক্ষা কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনার জন্য সোমবার কেনিয়া সফর করেছেন। প্রতিরক্ষা মন্ত্রী হিসেবে আফ্রিকা মহাদেশে তার প্রথম সফরের অংশ হিসেবে রবিবার জিবুতিতে সোমালিয়ার প্রেসিডেন্ট হাসান শেখ মোহামুদের সাথে সাক্ষাৎ করেন অস্টিন। এর আগে আফ্রিকায় যুক্তরাষ্ট্রের প্রাথমিক ঘাঁটি স্থাপন এবং চরমপন্থী গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে সোমালিয়াকে সমর্থন করার জন্য অস্টিন জিবুতির প্রেসিডেন্ট এবং প্রতিরক্ষা মন্ত্রীর সাথে সাক্ষাৎ করেন এবং তাদের ধন্যবাদ জানান।

সোমালিয়ার কুলবিওতে একটি সামরিক ব্যারাকে এক অস্ত্র হামলায় যুক্তরাষ্ট্রের একজন ঠিকাদার এবং একজন অংশীদার বাহিনীর সদস্য আহত হওয়ার দুইদিন পর অস্টিন এবং মোহামুদের মধ্যে বৈঠকটি সংঘটিত হয়। একজন সিনিয়র প্রতিরক্ষা কর্মকর্তা ভয়েস অফ আমেরিকাকে একথা জানান।

এই মাসের শেষ নাগাদ সোমালিয়া থেকে আফ্রিকান ইউনিয়নের তিন হাজার সেনা প্রত্যাহার করা হবে বলে আশা করা হচ্ছে। আগামী বছরের শেষ নাগাদ আফ্রিকান ইউনিয়নের সমস্ত সেনা প্রত্যাহার করে নেয়া হবে।

এদিকে যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিরক্ষা কর্মকর্তারা বলছেন, গত মাসে ভাগনার গ্রুপের নেতার মৃত্যুর পর যুক্তরাষ্ট্র ঐ গ্রুপের উল্লেখযোগ্য সংখ্যক বাহিনীকে প্রত্যাহার করতে দেখেনি।